NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ পানিহাটির ৫০৯ বছরের ঐতিহ্যমণ্ডিত চিঁড়া-দধি উৎসব

চিন্নাস্বামীর ভিতরে ছিল মাত্র দুটি অ্যাম্বুল্যান্স! ১০

কলকাতা ৬ জুন ২০২৫ ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ শুক্রবার অষ্টাদশ বর্ষ ৩৫৪ সংখ্যা ১০ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 6.6.2025, Vol.18, Issue No. 354 10 Pages, Price 3.00

করোনায় ২৪ ঘণ্টায় মৃত সাত

নয়াদিল্লি, ৫ জুন: ভারতে ক্রমে করোনা তার থাবা প্রসারিত করেই চলেছে। ১০ দিনেই ১৫ গুণের বেশি সংক্রমণ বেড়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের তথ্য অনুসারে দেওয়া পরিসংখ্যান অনুসারে বিগত বেশ কিছু দিন ধরে বেড়েই চলেছে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত যে পরিসংখ্যান কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের তরফ থেকে দেওয়া হয়েছে তাতে ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৮৬৬। আক্রান্তের নিরিখে সারা দেশে প্রথম স্থানে রয়েছে কেরল, সেখানে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ১৪৮৭। এরপরই রয়েছে দিল্লি, যেখানে আক্রান্তের সংখ্যা ৫৬২। এরপরই রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৫৩৮। একদিনেই ১০৬ জন রোগী করোনা আক্রান্ত হয়েছেন রাজ্যে।

সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। যে সব রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে তার মধ্যে রয়েছে দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে বেড়েছে আক্রান্তের সংখ্যা। বাংলাতেও বেড়েছে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা। মঙ্গল থেকে বুধবারে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৬০ জন। এর ফলে কোভিডে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৩২-এ। কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের তথ্য অনুসারে, পশ্চিমবঙ্গে গত ২৪ ঘণ্টায় ৬০ জন নতুন করে আক্রান্তের খবর পাওয়া গেলেও, উত্তরপ্রদেশ এবং দিল্লিতে যথাক্রমে ৬৩ ও ৬৪ জন সংক্রমণের খবর পাওয়া গিয়েছে।

পুরীর প্রাক্তন বিজেডি সাংসদ পিনাকি মিশ্রকে বিয়ে করলেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। বিয়ের ছবি নিজের এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে সকল শুভেচ্ছাবার্তার জন্য ধন্যবাদ জানালেন।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে নিজের বাসভবনে সিঁদুর গাছ রোপণ করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ছবি- এক্স

বকেয়ার দাবিতে আবার মোদী-সাক্ষাৎ চান মমতা

নয়াদিল্লি, ৫ জুন: কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের বকেয়া প্রাপ্য আদায়ে ফের প্রধানমন্ত্রীর দ্বারস্থ হতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্ন সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সময় চেয়ে দিল্লিতে আবেদন পাঠিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে সম্মতি মিললে আগামী মঙ্গলবার সেই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হতে পারে। সে অনুযায়ী আগামী সোমবার দিল্লি যাওয়ার কথা মুখ্যমন্ত্রীর। রাজ্যের দাবি, একশো দিনের কাজ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (বাংলার বাড়ি প্রকল্প), দুর্যোগে ক্ষতিপূরণ-সহ বিভিন্ন খাতে কেন্দ্রের কাছে এখনও প্রায় ১ লক্ষ ৭৫ হাজার কোটি টাকা বকেয়া পড়ে রয়েছে। সেই টাকা চেয়েই বারবার দাবি জানিয়ে আসছে রাজ্য। মুখ্যমন্ত্রী আগেও একাধিকবার প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন, দিল্লিতে গিয়ে বৈঠকও করেছেন। দাবি তোলার পাশাপাশি প্রতিশ্রুতি মিললেও বরাদ্দ হয়নি বলেই অভিযোগ। এবারও গণতান্ত্রিক সৌজন্য রক্ষা করে মুখ্যমন্ত্রী নিজের অবস্থান স্পষ্ট করতে চান বলে জানিয়েছেন নবান্নের এক আধিকারিক।

ফাইল চিত্র

এই সফরে মুখ্যমন্ত্রী দিল্লিতে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। রাজ্যের প্রাপ্য নিয়ে সংসদে আন্দোলনের রূপরেখা নিয়েও আলোচনা হতে পারে বলে তৃণমূল সূত্রের খবর। পাশাপাশি, দিল্লিতে দলের একটি নতুন পার্টি অফিস উদ্বোধনেরও সম্ভাবনা রয়েছে মমতার সফরে। যদিও এখনও পর্যন্ত পুরো সফরসূচি চূড়ান্ত হয়নি। দিল্লির তরফে মোদীর সময় মঞ্জুর হলেই বৈঠক চূড়ান্ত হবে। নবান্ন জানিয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রস্তুতি নেওয়া হলেও সব নির্ভর করছে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের সম্মতির উপর।

নিহত মাওবাদী নেতা

■ ছত্তিশগড়ের নিরাপত্তাবাহিনীর গুলিতে মৃত্যু হয়েছে মাওবাদী নেতা নর সিংহচলম ওরফে সুধাকরের। বৃহস্পতিবার এক সেনাবাহিনীর এক অভিযানেই মৃত্যু হয় তার?

আজ কাশ্মীরে মোদী

■ 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব'-এর আবহে আজ জম্মু ও কাশ্মীর সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সকাল ১১টা নাগাদ বিশ্বের সর্বোচ্চ রেল ব্রিজের উদ্বোধন করবেন তিনি।

সন্ত্রাস বিরোধী অভিযান

■ শ্রীনগর, ৫ জুন কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে অভিযানে এবার এনআইএ। সূত্রের খবর, শোপিয়ান, পুলওয়ামা, কুলগাম-সহ উপত্যকার মোট ৩২টি জায়গায় চলছে তল্লাশি।

কার দায়ে লাশে বদলাল উল্লাস, উত্তর খোঁজা শুরু

আরসিবির বিরুদ্ধে মামলা, সাসপেন্ড সিপি

বেঙ্গালুরু, ৫ জুন: বেঙ্গালুরুতে পদপিষ্ট হয়ে ১১ জনের মৃত্যুর ঘটনায় মামলা দায়ের করা হল রয়াল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর (আরসিবি) বিরুদ্ধে। মামলা হয়েছে কর্নাটকের স্টেট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের বিরুদ্ধেও। আদালতে কর্নাটক সরকার জানিয়েছে, এই ঘটনার তদন্তভার দেওয়া হয়েছে সিআইডি-কে। গঠন করা হচ্ছে বিশেষ তদন্তকারী দলও (সিট)। বেঙ্গালুরুর কব্বন পার্ক থানার পুলিশ এই ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে মামলা রুজু করেছে। ডিসিপি সেন্ট্রাল জানিয়েছেন, মামলায় অভিযুক্ত হিসাবে আরসিবি, কেএসসিএ-সহ একাধিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক অবহেলার অভিযোগ আনা হয়েছে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় এই মামলা রুজু হয়েছে। অন্যদিকে, বেঙ্গালুরুর পুলিশ কমিশনারকে সাসপেন্ড করেছেন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া।

১৭ বছরের অপেক্ষার পর ১৮তম বছরে আইপিএল ট্রফি জিতেছে আরসিবি। সমর্থকেরা দীর্ঘ ১৭ বছর এই জয় দেখার জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। মঙ্গলবার আইপিএল জেতার পর বুধবার বিজয়োৎসবের বন্দোবস্ত করেছিল কর্নাটক সরকার। সেখানে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের বাইরে ভিড়ের চাপে পদপিষ্ট হয়ে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহতের সংখ্যা ৫০-এর বেশি। কর্নাটক সরকার মৃতদের পরিবারের জন্য ১০ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছে। মৃতদের সকলেরই বয়স ১৩ থেকে ৩৩ বছরের মধ্যে।

সূত্রের খবর, আরসিবি-র সমাজমাধ্যমের পাতায় বুধবার বিকেল ৩টে ১৪ মিনিটে যে পোস্টটি করা হয়েছিল, তা তদন্তকারীদের নজরে রয়েছে। ইতিমধ্যে কর্নাটক সরকার ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্তেরও নির্দেশ দিয়েছে। ১৫ দিনের মধ্যে সেই তদন্ত শেষ করতে হবে বলে বুধবারই জানিয়েছিলেন কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া। কর্নাটক হাইকোর্ট এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করেছে। শুনানি হয়েছে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি ভি কামেশ্বর রাও এবং বিচারপতি সিএম জোশির ডিভিশন বেঞ্চে।

বুধবার বিকেল ৩টে ১৪ মিনিট নাগাদ আরসিবি সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করেছিল। সেখানে বলা হয়েছিল, বিকেল ৫টা থেকে বিজয়মিছিল শুরু হবে। তার পর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে হবে বিজয়োৎসব। এই অনুষ্ঠানের জন্য বিনামূল্যে 'পাস' দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। আরসিবি-র পোস্টেই তার লিঙ্ক দিয়ে দেওয়া হয়। অভিযোগ, কর্নাটকের পুলিশ বুধবারের পরিবর্তে রবিবার বিজয় মিছিলের আয়োজন করতে বলেছিল। কিন্তু আরসিবি তা শোনেনি। তাদের ওই পোস্টের পর থেকেই চিন্নাস্বামীর বাইরে ভিড় বাড়তে শুরু করে বলে অভিযোগ। পুলিশি সতর্কতা এড়িয়েও কেন এই পোস্ট করা হল, কেন কর্মসূচির কথা এ ভাবে ঘোষণা করে দেওয়া হল, প্রশ্ন উঠেছে। তদন্তকারীরা বিষয়গুলি খতিয়ে দেখবেন।

বুধবার রাতেই কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া জানিয়েছিলেন, বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের বাইরে পদপিষ্ট হয়ে যাঁদের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের অধিকাংশ কমবয়সি। বৃহস্পতিবার প্রকাশ্যে এসেছে মৃত ১১ জনের সম্পূর্ণ তালিকা। কেউ বাড়িতে মিথ্যা বলে একবার চোখের দেখা দেখতে গিয়েছিলেন প্রিয় ক্রিকেটার বিরাট কোহলিকে। কেউ আবার ক্রিকেটে অনীহা সত্ত্বেও বন্ধুদের জোরাজুরিতে বাধ্য হয়ে চিন্নাস্বামীর বাইরে জমায়েতে শামিল হয়েছিলেন। মৃতদের তালিকায় যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেকের বয়স ৪০ বছরের নীচে। সবচেয়ে কমবয়সি ১৩ বছরের কিশোরী!

জামিন মঞ্জুর শর্মিষ্ঠার

নিজস্ব প্রতিবেদন: অবশেষে অন্তর্বর্তী জামিন পেলেন ২২ বছর বয়সি আইন ছাত্রী শর্মিষ্ঠা পানোলি। বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্ট তাঁকে অন্তর্বর্তীকালীন মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। ১০ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে তাঁর জামিন মঞ্জুর করেন বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরী। তদন্তে সহযোগিতার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাঁকে। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, অনুমতি ছাড়া দেশ ছাড়তে পারবেন না শর্মিষ্ঠা। পড়াশোনার প্রয়োজনে দেশের বাইরে যেতে হলে নিম্ন আদালতকে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। শর্মিষ্ঠাকে পর্যাপ্ত পুলিশি নিরাপত্তা দিতে হবে। তবে তাকে হেপাজতে রেখে জিজ্ঞাসাবাদের কোনও প্রয়োজন নেই বলে জানিয়েছে আদালত। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, অপারেশন সিঁদুরের প্রশংসা করে নির্দিষ্ট ধর্মকে ঠিক কোন ভাষায় অপমান করেছিলেন শর্মিষ্ঠা, তা অভিযোগপত্রে লেখা ছিল না। যে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছিল তাতে শুধুমাত্র গ্রেপ্তার করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল পুলিশ। তাঁকে গ্রেপ্তার করতেই হবে এমনটা বলা হয়নি। অভিযোগ খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার দরকার ছিল বলেও পর্যবেক্ষণ আদালতের। এদিন শুনানির একেবারে শেষ লগ্নে বিচারপতি প্রশ্ন করেন, 'তদন্ত কি শেষ হয়েছে?' রাজ্যের আইনজীবীর দাবি, এখনও তদন্ত শেষ হয়নি। কারণ, এখনও পর্যন্ত শর্মিষ্ঠাকে নিজেদের হেপাজতে পায়নি পুলিশ।

প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিচার, শুভেন্দুর তোপে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: শর্মিষ্ঠা পানোলির জামিনের পরেই রাজ্য সরকার ও কলকাতা পুলিশের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। নিজের এক্স হ্যান্ডলে শুভেন্দু লেখেন, 'আজ বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আইনের ছাত্রী শর্মিষ্ঠা পানোলি, যার বয়স মাত্র ২২ বছর, তাঁকে কলকাতা হাইকোর্টে অন্তর্বর্তী জামিন দেওয়া হয়েছে। এটি পুলিশের নির্মম আচরণের একটি ক্লাসিক উদাহরণ। একজন নিরপরাধ তরুণী, শুধুমাত্র মতপ্রকাশের স্বাধীনতা প্রয়োগ করার অপরাধে, কলকাতা পুলিশ বেআইনিভাবে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিল এবং তাঁকে বিচার বিভাগীয় হেপাজতে পাঠানো হয়েছিল।' তিনি আরও লেখেন, 'এটি আরও একটি নিদর্শন যে, কীভাবে পুলিশ মাত্রাতিরিক্ত উৎসাহে এবং রাজনৈতিক প্রভুদের খুশি করতে গিয়ে বেআইনি পদক্ষেপ নিচ্ছে।' শর্মিষ্ঠার গ্রেপ্তারি এবং হেপাজতকে ঘিরে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠছিল রাজ্য প্রশাসন ও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে। এবার উচ্চ আদালতের নির্দেশের পর সেই বিতর্ক আরও তীব্র হল বলে রাজনৈতিক মহলের অভিমত। শুভেন্দু অধিকারীর এই কটাক্ষ রাজ্য সরকারের দিকে সরাসরি আঙুল তুলেছে বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা। তাঁর মতে, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করা গণতন্ত্রের জন্য ভয়ানক সংকেত।

'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে ১৯৪৬'-এর পটভূমিতে নির্মিত একটি নতুন চলচ্চিত্রের প্রচারে বৃহস্পতিবার কলকাতার গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউয়ের হিন্দ সিনেমা আইনক্সে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, ছবির অভিনেতা ও কলাকুশলীরা।

'হ্যালো পশ্চিমবঙ্গ, বাই বাই টিএমসি'

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'আমাদের প্রধানমন্ত্রী শুধু প্রধানমন্ত্রীর সময়সারণীই মানেন না, তিনিই সংসদেরও প্রধানমন্ত্রী';বুধবার এক রাজনৈতিক সভায় মুখ খুললেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, রাজ্য বিধানসভাতে বিরোধীদের উপেক্ষা করা হচ্ছে এবং বিরোধী দলের মর্যাদাও খর্ব করা হচ্ছে। যদিও প্রধানমন্ত্রী উদাহরণ টেনে বলেন, 'কংগ্রেসের তরফে অধীর চৌধুরীকে বিরোধী দলনেতার মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল, তাদের আসন সংখ্যা কম থাকা সত্ত্বেও। তাকে লোকসভায় পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছিল। কিন্তু আমি রাজ্যের বিরোধী দলনেতা হয়েও আমাদের কোনও কমিটির মাথা করা হয় নি। আমাদের বিরোধী দলের মর্যাদা থাকা সত্ত্বেও আমরা কোনও স্বীকৃতি পাইনি।' নিজের বক্তব্যে তৃণমূল কংগ্রেসের ভবিষ্যত নিয়ে তিনি বলেন, 'আর দু'টি অধিবেশন; বর্ষা ও শীত; রপর বিদায়। বাই বাই। হ্যালো পশ্চিমবঙ্গ, বাই বাই টিমসি। যেমন হ্যালো অন্ধ্রপ্রদেশ, বাই বাই ওয়াইসিপি হয়েছিল।'

অবশেষে পুলিশের দুয়ারে কেষ্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে পুলিশের কাছে হাজিরা দিলেন অনুব্রত মণ্ডল ওরফে কেষ্ট। বোলপুরের আইসিকে হুমকির ঘটনাকাণ্ডে সাত দিন পর বৃহস্পতিবার এসডিপিও অফিসে যেতে দেখা যায় তাঁকে। সঙ্গে এ খবরও মিলছে, এদিন দুপুর ৩টের একটু পরে এসডিপিও অফিসে পা রাখেন।

দু'ঘণ্টা পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদের পর বেরিয়ে যান অনুব্রত মণ্ডল। সঙ্গে ছিলেন তাঁর আইনজীবী বিপত্তারণ ভট্টাচার্য এবং দলের একজন কর্মী। এদিকে বীরভূম জেলা পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে, অনুব্রত নিজেই তাঁর ফোন তদন্তকারী আধিকারিকদের হাতে তুলে দেন। সঙ্গে এও বলেন, এই ফোন থেকে আদৌ কোনও ফোন করা হয়েছিল কি না তা খতিয়ে দেখতে। তবে পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, বাজেয়াপ্ত করা হয়নি অনুব্রতর মোবাইল ফোন। এদিকে পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদ নিয়ে মুখে কুলুপ আঁটেন অনুব্রত।

বীরভূম জেলা পুলিশের থেকেও তদন্ত শুরু হয়েছে, আইসি-র সঙ্গে অনুব্রতের কথোপকথনের 'অডিয়ো ক্লিপ' কী ভাবে বাইরে ছড়াল তা নিয়ে। একইসঙ্গে বীরভূম জেলা পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়, আইসি লিটনের বিরুদ্ধেও বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে। এদিন, এসডিপিও অফিস থেকে বের হওয়ার পর হাজিরা, পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদ নিয়ে একটি মন্তব্যও করতে শোনা যায়নি বীরভূমের বেতাজ বাদশাহকে। তবে এতো কিছুর পরও অত্যন্ত ঠাণ্ডা মেজাজেই নাকি ছিলেন তিনি। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদ এদিনের মতো সম্পন্ন হতেই সোজা বোলপুরের দলীয় কার্যালয়ে চলে যান অন্যান্য দিনের মতো জনসংযোগের কাজ সারতে। সেখানেও প্রায় দু'ঘণ্টা ছিলেন। এই পর্যন্ত কেষ্টর মুখে কুলুপ আঁটা ছিল। সন্ধ্যায় দলীয় কার্যালয় থেকে বেরিয়ে গাড়িতে ওঠার পর অবশেষে তিনি নীরবতা ভাঙেন। বলেন, 'আমি আগে দু'দিন দেখি! তার পর বলব। আগে চালচালন দেখি! তার পর।' তবে, কাকে দেখবেন, কি দেখবেন, তা আপাতত স্পষ্ট নয়।

জিজ্ঞাসাবাদের পর এসডিপিওর অফিস থেকে বেরোচ্ছেন অনুব্রত মণ্ডল।

প্রসঙ্গত, অনুব্রত এবং বোলপুর থানার আইসি লিটন হালদারের কথোপকথনের একটি 'অডিয়ো ক্লিপ' গত বৃহস্পতিবার সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে আইসির সঙ্গে অকথ্য ভাষায় কথা বলার অভিযোগ উঠেছিল অনুব্রত মণ্ডলের বিরুদ্ধে। পরে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশে 'নিঃশর্ত ক্ষমা'ও চান কেষ্ট। একই সঙ্গে 'চক্রান্তে'র অভিযোগও তোলেন তিনি।

এরপর এই ঘটনায় পুলিশ মামলা দায়ের করে তাঁকে শনিবার এসডিপিও-র (বোলপুর) দপ্তরে হাজিরার নোটিস পাঠায়। তবে সেদিন হাজিরা দেননি অনুব্রত। এরপর তাঁকে পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে পাঠানো হয় দ্বিতীয় নোটিস। সেখানে তাঁকে রবিবার বেলা ১১টায় ফের এসডিপিও-র অফিসেই ফের তলব করা হয় হয়। রবিবারও পুলিশ প্রশাসনের তলবে হাজিরা দিতে দেখা যায়নি অনুব্রতকে। পরিবর্তে তাঁর আইনজীবী বিপদতারণ ভট্টাচার্য, পলাশ দাস ও অনুব্রত-ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা তথা 'সারা বাংলা তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতি'র রাজ্য সভাপতি দেবব্রত ওরফে গগন সরকার এসডিপিও-র দপ্তরে যান। এরপর অনুব্রত শারীরিক ভাবে 'অসুস্থ' ও তাঁকে পাঁচ দিন সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকতে চিকিৎসক থাকতে বলেছেন এমটাই জানানো হয়। এর পাশাপাশি পুলিশের কাছে মেডিক্যাল রিপোর্টও জমা দেন অনুব্রতের আইনজীবী। এরপর অবশেষে বৃহস্পতিবার এসডিপিও অফিসে হাজিরা দিতে দেখা গেল অনুব্রতকে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন ও টেন্ডার

NAME CHANGE

I, **KUMARI PUTUL HALDER**, D/O- Lt. Amal Chandra Halder, residing at Vill.-Baharampur, P.O. Kananadi, P.S.-Dhaniakhali, District-Hooghly, Pin-712301, do hereby solemnly affirm and declare that my Date of Birth is **01/01/1982**, that actual name of my father is **AMAL CHANDRA HALDER.** By swearing this affidavit no. 1918, dated 03.06.2025 before In The Court of Judicial Magistrate, 1st Class at Sadar, Hooghly that I am declaring that **KUMARI PUTUL HALDER**, **PUTUL HALDER** & **PUTUL HALDAR** is one, same and idendical person and **AMAL CHANDRA HALDER**, **AMAL CH HALDAR**, **AMAL HALDER** & **AMAL HALDAR** is one, same and identical person.

NOTICE

I, **Madhav Beriwala**, S/o Hari Mohan Beriwala, residing at CA-242, Salt Lake City, Sec-I, Kolkata-700064, declare that my D.O.B. is 27.07.1998 and my father's name is Hari Mohan Beriwala and my mother's name is Manju Beriwala and to that effect I have sworn an affidavit vide affidavit No. 3988/2025 dated 20.05.2025 before the Learned 1st Class Judicial Magistrate at Calcutta, to effect necessary correction in my documents as mentioned therein.

এতদ্বারা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাইতেছে যে, নিম্ন তপশিল বর্ণিত সম্পত্তি যাহার প্রকৃত রায়ত মালিক দখলীকার ছিলেন কুঞ্জ বিহারী বসু। তার মৃত্যুর পর স্ত্রী বিহনে উক্ত সম্পত্তির মালিকানা ও দখলিকার হন তার উত্তরাধিকারী গন যথা ১) শ্রী কালিপদ বসু (পুত্র) ২) শ্রী শক্তিপদ বসু (পুত্র) ৩) শ্রী অশোক কুমার বসু (পুত্র) ও ৪) দীপক কুমার বসু পরবর্তীতে শ্রী কালীপদ বসু তাহার পক্ষে স্ত্রী শ্রীমতি উষারানী বসুকে আমোক্তার নিযুক্ত করেন। দলিল নং IV/50/92 dt. 03.06.1992, ADSR Kharagpur. আবার উক্ত ওয়ারিশগণ স্বয়ং ও আমোক্তার উষারানী বসু যৌথভাবে উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করেন, বিক্রয় দলিল I-1530 dt. 13.06.1994 ADSR Kharagpur মূলে উক্ত সম্পত্তির মালিকানা ও দখলীকার প্রাপ্ত হন শ্রীমতি চন্দনা চৌধুরী স্বামী শ্রী কমল চৌধুরী সাং ইন্দা, থানা খড়গপুর, পরবর্তীতে শ্রীমতি চন্দনা চৌধুরী উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া দেন। বিক্রয় কোবলা নং 6616 dt. 14.11.2025 ADSR Kharagpur মূলে বর্তমান মালিকানা ও দখলিকারি হন শ্রী পার্থ ঘোষ পিতা শ্রী পঙ্কজ কুমার ঘোষ সাং+পোঃ ইন্দা থানা খড়গপুর টাউন, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর.

তপশিল বর্ণিত সম্পত্তি

থানা খড়গপুর, মৌজা ইন্দা, জে. এল নং ২৩২, RS খতিয়ান ৫৪০ LR খতিয়ান ১৩৭০২, দাগ নং RS ২১৩২/২৫০০ LR- ৫৫১৫,
পরিমাণ - ১০ ডেসি. শ্রেণী- বাস্তু
উক্ত সম্পত্তির নাম খারিজ বিষয়ে যদি কাহারো কোন আপত্তি অধিকার দাবি বক্তব্য থাকে তা হইলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে বি.এল. অ্যান্ড এল. আর. ও খড়গপুর-১ অফিসে বা নিম্ন সাক্ষরকারী এর কাছে অভিযোগ জানাইতে পারিবেন।

শ্রীদাম ঘোষ
অ্যাডভোকেট
জর্জকোর্ট পশ্চিম মেদিনীপুর
তাং ৪/৬/২০২৫

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

১। সীমা দেবনাথ, স্বামী - মৃত বিধুভূষন দেবনাথ, সাং- আগমেশ্বরী পাড়া, পো:+থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩০২ ... [illegible] ... ৩০/০১/২০২৪ তারিখে নবদ্বীপ সাব রেজিষ্ট্রী আফিসের ২৯৮/২০২৪ নং দলিল বলে। সাং প্রতাপনগর, গৌরনগর, নিতাইনগর, পো:+থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩০২ নিবাসী। শ্রী বাবলু দেবনাথ এর পুত্র বাপী দেবনাথ ক্রয় করিয়া মিউটেশন কেস এর আবেদনের ভিত্তিতে নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করিবার আবেদন করিয়াছে। উক্ত বিষয়ে যদি কাহার কোন আপত্তি থাকে তথ্য প্রমানাদি সহ মহেশগঞ্জ B.L.R.O & L.R.O Office উপযুক্ত প্রমানাদি সহ আপত্তি দাখিল করিবেন। অনথায় ভবিষ্যতে কোনো রুপ আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না এবং আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

বিজ্ঞপ্তি
আমমোক্তারনামা

এতদ্বারা জানাইতেছি যে, ১নং জে.এল. ভুক্ত চন্দননগর মৌজায় ২০নং সিটে আর.এস. ১৭৫, এল.আর ৪৯৪ নং খতিয়ানের, আরএস-২৫৪, এল.আর.-৩৩৯ নং দাগে ২ কাটা জমি (১) অশোক কুমার ভট্টাচার্য্য, (২) অমিয় কুমার ভট্টাচার্য্য, (৩) অজয় কুমার ভট্টাচার্য্য, (৪) রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, (৫) রথীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, (৬) অসিত কুমার ভট্টাচার্য্য সর্ব্বপিতা প্রয়াত হরিবোলা ভট্টাচার্য্য সর্ব্ব সাং- নুনিয়াটোলা গলি, হাটখোলা, থানা ও পোঃ-চন্দননগর, হুগলী, (৭) কল্পনা চক্রবর্তী, স্বামী মুরারী মোহন চক্রবর্তী, সাকিম-বালটিকুরি, থানা ও জেলা ঃ- হাওড়া, (৮) আল্পনা চ্যাটার্জী, স্বামী- রমা প্রসাদ চ্যাটার্জী, সাকিম-গ্রাম ও থানা-ডোমজুর, জেলা-হাওড়া, (৯) জল্পনা ব্যানার্জ্জী, স্বামী-অরুপ ব্যানার্জ্জী, সাকিম- ২৬/২/১ কালি ব্যানার্জ্জী লেন, থানা ও জেলা-হাওড়া।

মহাশয়/ মহাশয়গন,

বিগত ইংরাজী ১৭/১১/১৯৯৭ সালে চন্দননগর সাব রেজিস্ট্রী অফিস হুগলীতে রেজিস্ট্রীকৃত ৪ নং বহির ০১০৬/১৯৯৭ নং আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং শ্রীমত্যা পদ্মরানী ভট্টাচার্য্য, স্বামী প্রয়াত হরিবোলা ভট্টাচার্য্য, সাং- নুনিয়াটোলা গলি, হাটখোলা, পোঃ + থানা চন্দননগর, জেলা হুগলী, মহাশয়াকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে চন্দননগর সাব রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ২২২৫/০৪.০৮.২০১০ নং দানপত্র দলিল মূলে আমার মক্কেল শ্রী অসিত কুমার ভট্টাচার্য্য, পিতা প্রয়াত হরিবোলা ভট্টাচার্য, সাং নুনিয়াটোলা গলি, হাটখোলা, পোঃ + থানা-চন্দননগর, জেলা- হুগলীতে শুভদানপত্র দলিল খুলে গ্রহন করিয়া নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল. অ্যান্ড. এল.আর.ও সিঙ্গুর (খলিসানী) অফিসে আবেদন করিয়াছেন, যাহার কেস নং এম.এন./২০২৫/০৬১৯/৩০২৯। এমতে উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন বক্তব্য থাকিলে বি.এল. অ্যান্ড. এল.আর.ও সিঙ্গুর (খলিসানী) অফিসে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে লিখিত বক্তব্য পেশ করিবেন অন্যথায় অ্যাকাউন্টটি আইনানুগ নিস্পত্তি করা হইবে।

ইতি-শুভজিৎ সাউ (উকিলবাবু)
চন্দননগর আদালত ও জেলা জজ আদালত হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা-হুগলী
ইন দি কোর্ট অফ লার্নেড ডিস্ট্রিক্ট জজ, চিনসুরা
রেফ: ম্যাট্রিমোনিয়াল স্যুট নং- ৮৭/২০২৪
পিটিশনার/হাসব্যান্ড: উজ্জ্বল দাস ওরফে উজ্জ্বল কুমার দাস
-বনাম-
রেসপনডেন্ট/ওয়াইফ: শ্রীমতী উমা দাস
পিটিশনার/হাসব্যান্ডের তরফ হইতে Draft paper publication দাখিল করা হইল।

আমি, **উজ্জ্বল দাস ওরফে উজ্জ্বল কুমার দাস**, পিতা-স্বনন্দদুলাল দাস, সাকিম- বলাগড়, ইস্ট-বেঙ্গল কলোনী (দাসপাড়া), পোষ্ট- সাহাগঞ্জ, থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১০৪, পক্ষে, আমার স্ত্রী **শ্রীমতী উমা দাস**, প্রযত্নে কৃষ্ণ বিশ্বাস, সাং- কোরোলা, সোমরাবাজার, পোঃ-সোমরাবাজার, থানা- বলাগড়, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১০৪, পঃবঃ, এর বিরুদ্ধে লার্নেড ডিস্ট্রিক্ট জজ কোর্ট, হুগলী অ্যাট চিনসুরা আদালতে হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট-এর ১৩(১) (i) এবং (ib) ধারামতে বিবাহ বিচ্ছেদের মোকদ্দমা দাখিল করিয়াছি। এতদ্বারা **শ্রীমতী উমা দাস** মহাশয়াকে অত্র প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত মহামান্য আদালতে হাজির হইতে অনুরোধ করা হইতেছে অন্যথায় উপযুক্ত আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে।

Prepared in my office under my supervision
Dipankar Bhar (Advocate)
শ্রী অভিজিৎ ব্যানার্জী (সেরেস্তাদার)
লার্নেড ডিস্ট্রিক্ট জজ, চিনসুরা

।। বিজ্ঞপ্তি ।।
আমমোক্তারনামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, [illegible] নং বিক্রেতা শ্রীমতী দীপ্তি মুখার্জ্জী পিতা ৺রবীন মুখার্জ্জী (মুখোপাধ্যায়) সাকিম অভিনাশ চন্দ্র মুখার্জ্জী রোড, কেওটা মোড়, ইউ.বি.আই. ব্যাঙ্ক, পোঃ সাহাগঞ্জ, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১০৪, মহাশয়া বিগত ইং ১৫/০২/২০১৮ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত IV-50/2018 নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে আমার মক্কেল শ্রীমতা সুমা মুখার্জ্জী স্বামী ৺রবীন মুখার্জ্জী (মুখোপাধ্যায়) সাকিম [illegible] মহাশয়াকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতাবলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির অপর সকল শরিকগণের সহিত যৌথ ভাবে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ০৪/০৬/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত I-5815/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে শ্রী সুব্রত মালাকার পিতা সুখরঞ্জন মালাকার, সাকিম কেওটা সাতপুকুর, তিয়র বাগান বটতলা, সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৪ মহাশয়কে ০.১৭১ একর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা কেওটা, ৮ নং জে. এল. ভুক্ত, সাবেক ৬৭৮ তথা হাল এল.আর. ১১১০ নং খতিয়ানে ১)হাল এল.আর [illegible] একর ... [illegible] ... ও দশটি খতিয়ানে মোট ০.১৭১ একর সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতাবলে বিক্রয়কৃত হইয়াছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী সুব্রত মালাকার** পিতা সুখরঞ্জন মালাকার, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে রেকর্ড করিবার জন্য বি.এল এন্ড এল.আর.ও চুঁচুড়া-মগরা ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)**,
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

E-TENDER NOTICE
LABPUR PANCHAYAT SAMITY
Labpur, Birbhum
NIeT No.- 04/EO/2025-26

E-Tenders are invited for 8 nos Civil works. Bid Submission start- **05th June, 2025** Ends- **14th June, 2025.** For more details please visit **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.

Sd/- Executive Officer
Labpur Panchayat Samity

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

The Following E-Tender (2nd call) are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in** **Tender Notice No-538 Dt. 02/06/2025** for Different Civil Works under this Municipality, Tender **ID: 2025_MAD_858550_1 to 8,** Last Date of Bid Submission **16/06/2025 at 17.00 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার দক্ষিণপূর্ব রেলওয়ে, গার্ডেন রিচ, কলকাতা-৭০০০৪৩ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন, আইটেমের জন্যে উল্লেখিত তারিখে ১৫.০০ টার আগে এবং খোলা হবে ১৫.৩০ টায়: **ক্রম. নং, টেন্ডার নং; কাজের বিবরণ; টেন্ডার মূল্য; বায়না মূল্য:** **১) টি-পিইউবি-জিআরসি-২০২৫-৪০৪ তারিখ ০৩.০৬.২০২৫**; দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের এসএসই/ডব্লিউ/সার্ভিসেস/জিআরসি-এর নিয়ন্ত্রণে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের গার্ডেন রিচ কমপ্লেক্সের উত্তর কলোনি পরিষেবা ভবন এবং কেন্দ্রীয় হাসপাতালে (ক) নতুন কাজ, বিদ্যমান কাঠামোর সংযোজন এবং পরিবর্তন, বিশেষ মেরামত কাজ এবং নির্মাণ সামগ্রী সরবরাহের জন্য জোনাল কাজ, যার প্রতিটি কাজের খরচ ৫,০০,০০০/- টাকার (পাঁচ লক্ষ টাকা) বেশি নয়। এবং (খ) ২ (দুই) বছরের জন্য অর্থাৎ ০১.০৭.২০২৫ থেকে ৩০.০৬.২০২৬ এবং ০১.০৭.২০২৬ থেকে ৩০.০৬.২০২৭ তারিখ পর্যন্ত সকল সাধারণ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ এবং উপকরণ পরিবহন; গার্ডেন রিচ; ₹ ৩,৫৮,৩৯,২৭৩.৫৮; ₹৩,২৯,২০০.০০; **২) টি- পিইউবি-জিআরসি-২০২৫-৪০৫ তারিখ ০৩.০৬.২০২৫**; এসএসই/ডব্লিউ/সাউথ/জিআরসি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, গার্ডেন রিচ -এর নিয়ন্ত্রণাধীন দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে, কোয়েলঘাট সহ দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে এবং কলকাতার অন্যান্য সিটি বুকিং অফিসে (ক) নতুন কাজ, বিদ্যমান কাঠামোর সংযোজন এবং পরিবর্তন, বিশেষ মেরামত কাজ এবং নির্মাণ সামগ্রী সরবরাহের জন্য আঞ্চলিক কাজ, যার প্রতিটি কাজের ব্যয় ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ টাকা) টাকার বেশি হবে না এবং (খ) ২ (দুই) বছরের জন্য অর্থাৎ ০১.০৭.২০২৫ থেকে ৩০.০৬,২০২৬ এবং ০১.০৭.২০২৬ থেকে ৩০.০৬.২০২৭ পর্যন্ত সকল সাধারণ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ এবং উপকরণ পরিবহন; ₹৩,৩৩,২২,৪৪৫.০০; ₹৩,১৬,৬০০.০০; **৩. টি-পিইউবি-জিআরসি-২০২৫-৪০৬ তারিখ ০৩.০৬.২০২৫**: দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের গার্ডেন রিচ সেটেলমেন্টের উত্তর কলোনির অংশে, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, এসএসই/ডব্লিউ/ডব্লিউএস/জিআরসি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, গার্ডেন রিচ নিয়ন্ত্রণাধীন জোনাল কাজ (ক) **বিদ্যমান স্যানিটারি সিস্টেম এবং জল সরবরাহ ব্যবস্থায়** নতুন কাজ, সংযোজন এবং পরিবর্তন, যার প্রতিটি কাজের খরচ ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ টাকা) টাকার বেশি হবে না এবং (খ) ২ (দুই) বছরের জন্য অর্থাৎ ০১.০৭.২০২৫ থেকে ৩০.০৬.২০২৬ এবং ০১.০৭.২০২৬ থেকে ৩০.০৬.২০২৭ পর্যন্ত সমস্ত সাধারণ এবং বিশেষ মেরামত কাজ, উপকরণ সরবরাহ এবং রক্ষণাবেক্ষণ কাজ এবং উপকরণ পরিবহন; **₹২,০৯,৭২,৯৫৯.৪৮; ₹ ২,৫৪,৯০০.০০; (৪) টি-পিইউবি-জিআরসি-২০২৫-৪০৭, তারিখ ০৩.০৬.২০২৫;** এসএসই/ডব্লিউ/ডব্লিউএস/জিআরসি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, -এর নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকার মধ্যে কার্যকর করার জন্য জোনাল কাজ কলকাতার ভিতর কয়লাঘাট এবং অন্যান্য শহরের বুকিং অফিস সহ গার্ডেন রিচ সেটেলমেন্ট **দক্ষিণ কমপ্লেক্সে**, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে (ক) নতুন কাজ, সংযোজন এবং পরিবর্তন বিদ্যমান **স্যানিটারি সিস্টেম এবং জল সরবরাহ সিস্টেম** সাপেক্ষে এই ধরনের প্রতিটি কাজের ব্যয় ৫,০০,০০০/- টাকা (পাঁচ লক্ষ টাকা) টাকার বেশি হবে না এবং (খ) ২ (দুই) বছর অর্থাৎ ০১.০৭.২০২৫ থেকে ৩০.০৬.২০২৬ এবং ০১.০৭.২০২৬ থেকে ৩০.০৬.২০২৭ তারিখে সকল সাধারণ এবং বিশেষ মেরামতের কাজ, উপকরণ সরবরাহ এবং রক্ষণাবেক্ষণ কাজ এবং, উপকরণ পরিবহন; ₹ ১,৭৩,৩৭,৩৭১.৪০; ₹ ২,৩৬,৭০০.০০; **টেন্ডার নথির মূল্য:** ₹০.০০ (ক্রম নং ১ থেকে ৪ এর জন্য); **খোলার তারিখ:** ২৭.০৬.২০২৫ (ক্রম নং ১ থেকে ৪ এর জন্য); **কাজের সমাপ্তির সময়কাল:** ৩০.০৬.২০২৭ (ক্রম নং ১ থেকে ৪ পর্যন্ত)। টেন্ডারের সময়সূচীতে কোনও পরিবর্তন, সংশোধন, শুদ্ধি, যদি থাকে তবে তা কেবল ই-টেন্ডার পোর্টালে পাওয়া যাবে এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে না। আগ্রহী দরদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/স্পেসিফিকেশনের জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা দিতে পারেন। কোনও ক্ষেত্রেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না। **দ্রষ্টব্য:** সম্ভাব্য দরদাতারা সমস্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন। সহায়তা ডেস্কের যোগাযোগ নং ০৩৩-২৪৫০-৩৭৮৩

(PR-231)

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ,
মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালনে শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স

নিজস্ব প্রতিবেদন: এই বছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসে পরিবেশকে বিশ্ব উষ্ণায়ণের চোখ রাঙানি থেকে বাঁচাতে এবং পরিবেশকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য এক বিশেষ সতর্কতামূলক প্রচার চালানোর প্রয়াস নিয়েছে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স। আগামীকে এক সুন্দর সবুজের আবরণে ঢেকে দিতে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স গাছ লাগানোর উদ্যোগ নিয়েছে এবং এটি করার জন্য সংস্থার তরফ থেকে সর্বাত্মক চেষ্টা করা হচ্ছে। ত্রিপুরায় ও কলকাতাতে এই সংস্থা বিভিন্ন স্তরে 'বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষ বিতরণ' এর কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। স্বর্ণগ্রাম শিক্ষালয়, ওয়ারেংবাড়ি, ত্রিপুরা ও বেলা সাহা স্মৃতি বিদ্যামন্দির, সুন্দরবনে গাছ লাগানোর প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। সুন্দরবনের শতাধিক গ্রামবাসীদের মধ্যে তাড়াতাড়ি বড় হওয়া এক বিশেষ প্রজাতির নারকেল চারা বিতরণ করা হয়েছে। তাঁদের থাকার জায়গাটা একটু সবুজ করে তুলতে ছাত্র-ছাত্রীরা উৎসাহ নিয়ে বৃক্ষরোপণ করে এবং বিশেষ করে শিশুরা রোপণ করা গাছের দেখাশোনার দায়িত্ব নেবে। উদ্দেশ্য হল, এই কাজটি নিরন্তভাবে চালিয়ে যাওয়া এবং বিশ্বের জন্য একটি সবুজ বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া।

Office of the
Sagardighi Panchayat Samity
P.O.- Sagardighi Dist. -Murshidabad,

NIT No- 08/EN/SPS/2025-2026, Memo No-357/1(91) EN/SPS, Date -03/06/2025 09/EN/SPS / 2025-2026, Memo No-358/1 (91) EN/SPS, Date - 03/06/2025
Name of Work: As mentioned in the NIT Column No. 2 (Name of the work)
Date of Publishing - **03/06/2025 From 18:00 houre** on **https://wbtenders.gov.in**
Period and time for download of bidding documents: From- **03/06/2025 18:00 hours 10/06/2025 14:00 hours.** Period and time of submission Bids: From- **03/06/2025 18:00 hours To-10/06/2025 14:00 hours.** Date for opening Technical Bid/Bids: **12/06/2025**. For more details visit **https://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.

Sd/- Executive Officer
Sagardighi Panchayat Samity
Sagardighi, Murshidabad

BIRNAGAR MUNICIPALITY
e-Quotation Notice

Name of Work:- Supply, Installation and Commissioning of 1.5 Ton 5 Star Split AC for Purbasha Lodge of ward No. 07 and Office of Ward No. 02 under Birnagar Municipality.

Sl. No.	NIeQ No.	Date of Publishing	Bid submission closing date online
01.	WBMAD/BM/2q/2025-26 Memo No. 267/PWD, Date- 04-06-2025	05.06.2025 at 11.00 am	13.06.2025 at 4.45 pm

For details please visit **www.wbtenders.gov.in** & **www.birnagarmunicipality.org**

Partha Kumar Chatterjee
Chairman
Birnagar Municipality

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)

N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-011/2025-26
Time Extension Notice

The Last date of online submission has been extend up to 13.06.2025 in place of 04.06.2025 for **(1)** Tender ID No. 2025_ADDA_848953_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in** or contact Exe. Engr.(Civil.) ADDA.

Sd/- Exe. Engr. (Civil), ADDA

Pratapnagar Gram Panchayat
Vill + P.O.- Kustia, P.S.- Sonarpur, South 24 Pgs.

Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited from the experienced bidders for execution of different development works vide **e-Tender No.: WB/S24PGS/PGP/27/2024-25, Date: 05.06.2025. Total Scheme- 9Nos., Fund-BEUP.** Bid Submission Start Date : **05.06.2025 at 04:00 PM.** Last Date of Submission : **16.06.20245 up to 03.00 PM.** Date of Opening of Tender : **18.06.2025 at 03:00 PM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Pratapnagar Gram Panchayat

Nischinda Gram Panchayat
Bally, Howrah

E-TENDER INVITING NOTICE

Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **Re e-NIT No. 6/ 2 and 6/3, 7/1/ NGP/2025-26 and e-NIT No. 08/1 to 08/7/NGP/2025-26.** Published date: **05/06/2025.** Last date of Bid submission: **16/06/2025 up to 11:00 AM.** Date of opening: **18/06/2025 at 11:30 AM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.

Sd/-
Prodhan
Nischinda Gram Panchayat

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.

TENDER NOTICE

No. 6/25-26/FCXVSWM/T Dated 05.06.2025.

e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works. Last date of submission of tender: **21.06.2025 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.

Sd/-. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

Tender Notice

On behalf of Brajaballavpur Gram Panchayat of Patharpratima Block under South 24 Parganas Dist. Invites Bids through E-Tendering process forNIT No. Scheme

Sl No.	NIT No. Scheme name &Estd Cost,	
1	Sinking of tubewell with platform	1)Near Rash Mandir house of Ratan Maity, NIT -246/ 15thFC/NIT/BGP /2025, Scheme Cost- 194151.00 2)Near the house of Shyamal Das, NIT -247/ 15th FC/NIT/BGP /2025, Scheme Cost- 194151.00 3)Near the house of Pranab Mandal, NIT -248/ 15th FC/NIT/BGP /2025, Scheme Cost- 194151.00 4)Near Rashmandir the house of Sandhya Bera , NIT -249/ 15th FC/ NIT/ BGP /2025, Scheme Cost- 194151.00 5)Near the house of Bhaskar Das, NIT -250/ 15th FC/ NIT/ BGP /2025, Scheme Cost- 194151.00 6)Near the house of Mrityunjay Sahu, NIT -251/ 15th FC/ NIT/ BGP /2025, Scheme Cost- 194151.00 7)Near Manasa mandir Westside Kadamtala, NIT -252/ 15th FC/NIT/ BGP /2025, Scheme Cost- 194151.00 8)Near the house of Madhusudan Mattya, NIT -253/ 15th FC/ NIT/ BGP /2025, Scheme Cost- 194151.00 9)Near the house of Barun Satpati, NIT -254/ 15th FC/ NIT/ BGP /2025, Scheme Cost- 194151.00 10)Near the house of Nishikanta Jana , NIT -255/ 15th FC/ NIT/ BGP /2025, Scheme Cost- 194151.00

Last Date & Time of Submitting of Bid Documents & Earnest Money for Sl No 1is : 18/06/20254-00 p.m.
For details Pradhan **Mob-9593018053** Up Pradhan **Mob-7407741092/ brajaballavpurgrampanchayet@gmail.com**

Sd/- Prodhan
Brajaballavpur Gram Panchayat

TARABERIA GRAM PANCHAYAT
North 24 Parganas

NIT No.: 254/TGP/25-26
Dated: 05.06.2025

NIT has been invited by the **Prodhan, Taraberia GP** under Amdanga Panchayat Samity, 24 Pgs.(N). **Tender ID: 2025_ZPHD_859685_1.** Last date of bid submission **13.06.2025 2:00 Hrs.** For details follow website: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- **Prodhan**
Taraberia GP,
Amdanga, North 24 Parganas

Additional Pre-Bid Meeting

NIT No. SFDC/MD/NIT-02(e)/2025-26
Tender Id :- 2025_SFDCL_851689_1
Corrigendum-1 :-
Important Schedule of Dates:-
Additional Schedule Date of Pre-Bid Meeting (Same venue mentioned in the NIT)-
on 10/06/2025 at 2.30 p.m.
All other terms and condition will remain unchanged.
Note:- Details of information are available in the website **https://wbtenders.gov.in.**

E-Tender Notice of **Bhabanipur Gram Panchayat** under Rajnagar Panchayat Samiti, **Birbhum NIT-1/ BGP/25-26, Dated-02/06/2025, NIT-2/BGP/ 25-26, Dated-02/06/2025, NIT-3/BGP/ 25-26, Dated-02/06/2025,** Total Scheme=12 Nos Total Tender Amount: Rs. **1376796.00**. For Details Visit **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/- Prodhan
Bhabanipur Gram Panchayat

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

The Following E-Tender (2nd Call) are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in** **Tender Notice No 537, Dt. 02/06/2025** for Different Civil Works under this Municipality, Tender **ID: 2025_MAD_857676_1 to 12,** Last Date of Bid Submission **20/05/2025 at 17.00 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT- 28(2nd), 30(2nd)43 (2nd)/2025-2026 and NIeT-86 to 95/2025-2026 Dated- 05-06-2025

e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electricall works at Purba Medinipur, Coochbehar, Kalimpong, Burdwan, Jhargram, North 24 Parganas, Purulia, Birbhum and Bankura District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- 0**6-06-2025 after 9.00 am.** Bid submission end date- **20-06-2025 upto 3.00 pm**

Date: 05.06.2025 **Sd/- Executive Engineer**

Union Bank of India

রিজিওনাল অফিস দুর্গাপুর
ইউসিপি-২৩, বেঙ্গল অম্বুজা, সিটি সেন্টার,
দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩২১৬
ফোন নং : ০৩৪৩ ২৫৪৩৯২২

কম্পিউটার সরঞ্জাম এবং কম্পিউটারের এএমসি'র জন্য টেন্ডার নোটিশ

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া - দুর্গাপুর রিজিওন, পশ্চিমবঙ্গ (পশ্চিমবঙ্গের সাতটি জেলায়) অধীনে শাখা/অফিসগুলিতে কম্পিউটার সরঞ্জাম এবং কম্পিউটারগুলির বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তির জন্য সিল করা খামে টেন্ডার আহ্বান করছে। আরও বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট **https://www.unionbankofindia.co.in/english/tender.aspx** বা ই-প্রোকিওরমেন্ট পোর্টাল **www.eprocure.gov.in/epublish/app** দেখুন। **নির্ধারিত বয়ানে ডাক দাখিলের শেষ তারিখ এবং সময় ২৩.০৬.২০২৫ বিকেল ৪ টা পর্যন্ত।**

"**টেকনিক্যাল বিড**" এবং "**প্রাইস বিড**" আবশ্যক নথির সঙ্গে গৃহীত হবে দুই পৃথক সিলকরা খামে শীর্ষাঙ্কিত **১. টেকনিক্যাল বিড, ২. প্রাইস বিড** সহ দাখিল করতে হবে। উল্লিখিত মতে সম্পূর্ণভাবে পূরণ করা ফর্মে উল্লিখিত ঠিকানায় -রিজিওনাল অফিস, দুর্গাপুর উক্ত তারিখ এবং সময়ের পূর্বে দাখিল করতে হবে।

টেকনিক্যাল বিড খোলা হবে **২৩.০৬.২০২৫ তারিখ বিকেল ৫ টায় এবং প্রাইস বিড বাছাই এবং খোলা হবে ২৬.০৬.২০২৫ বিকেল ৫টায় উক্ত ঠিকানায়।** টেন্ডার খোলার সময়ে ডাকদাতা/তাদের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকতে পারেন। কোনও দালাল বা মধ্যস্থতাকারী গ্রাহ্য হবে না।

ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও বা সকল টেন্ডার বাতিলের অধিকার রাখে।

অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

১। সীমা দেবনাথ, স্বামী মৃত বিধুভূষন দেবনাথ, সাং- আগমেশ্বরী পাড়া, পো:+থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩০২, ... [illegible]

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৬ই জুন। ২২ শে জ্যৈষ্ঠ্য, শুক্র বার। নির্জলা একাদশী তিথি। জন্মে কন্যা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধ ও বিংশোত্তরী চন্দ্র র র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভ। বাণিজ্যে নতুনভাবে লগ্নি করা যাবে। আজ পুরাতন বন্ধু এবং বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজে সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে উর্ধ্বতন কর্মচারীর সহযোগিতা লাভ। যে নথিটি হারিয়ে গিয়েছিল আজ তা পাওয়া যাবে। পুলিশ এবং প্রশাসনিক কর্মে যারা আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় যারা কাজ করেন তাদের সতর্ক থাকতে হবে।

বৃষ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে শত্রুপক্ষের থেকে। আজ ব্যবসায়িক চুক্তি বড় কাজ না করাই ভালো। যারা জমি বাড়ির ব্যবসা করেন,তাদের সতর্ক থাকতে হবে। স্কুল বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির, সতর্ক থাকা ভালো। দুর ভ্রমণ না যাওয়াই ভালো। পরিবারের সকালবেলা অশান্তির বাতাবরণ।

মিথুন রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। কর্মে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা, নিজর সিদ্ধান্তে অটল থাকুন। শুভ হবে। আজ হালকা হলুদ- হালকা ঘিয়ে কালার, বা সবুজ রঙের বস্ত্র ব্যবহার করলে ভালো।

কর্কট রাশি : শুভদিন টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে ছিল আজ তা পাওয়ার কথা। বেতনভুক কর্মচারীদের জন্য শুভ দিন যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদেরও শুভ দিন। বিশেষত যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের আর্থিক লাভ বা আর্থিক স্থিতি অতীব শুভ হবে। সন্তানের বিদ্যালয় কোন সমস্যা ছিল আজ তা মিটে যাওয়ার কথা। বাড়িতে নতুন কোন ইলেকট্রনিক জিনিস আসতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : ব্যবসায় নতুন লগ্নি না করা ভালো। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন তাদের শুভ যোগাযোগ আসবে আজ সন্ধ্যার পর। বস্ত্রের ব্যবসা যারা করেন তাদের লগ্নি না করা ভালো। অতীব শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য। বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় গবেষণারত তাদেরও শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল সহ ভগবান গনেশজীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কন্যা রাশি : শরীর বিষয় কষ্ট প্রাপ্তি। পুরাতন ব্যাধি পীড়া কষ্ট দেবে। ব্যবসা-বাণিজ্য একপ্রকার। নতুন কোনো ভেইকেলস যানবাহন না কেন ভালো। কোন যানবাহন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণ ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন সর্ব বিপদ নাস হবে।

তুলা রাশি : আজ শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবাস্তু ইত্যাদি সম্পর্কিত বাণিজ্য যারা করেন ব্রকারী যারা করেন তাদের জন্য শুভ দিন। যানবাহন কেনা এবং যানবাহন সহ ভ্রমণ শুভ। সাংবাদিকতার মধ্যে যারা আছেন তারাও আজ সম্মান পাবেন। কর্তৃপক্ষ আজ সম্মান প্রদান করবে, বিদ্যালয় যে সমস্যা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহামায়া মহা শক্তি মহাকালী চরণে রক্তিম পুষ্পদ্বারা আরতী করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়ে শুভ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। ছোট ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা আজ বাস্তবায়িত হবে। যারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কর্ম করেন তাদের জন্য শুভ দিন বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি নারিকেল শ্রী শ্রী মা চন্ডী নামে প্রদান করুন।

ধনু রাশি : অত্যন্ত শুভ সময়। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। বাড়ি গৃহ বাস্তু বিষয়ে শুভ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনের শ্বশুরবাড়ির সম্মান প্রদান। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রাকৃতিক পরিবেশে ভ্রমণ হতে পারে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজকের দিনটি সতর্ক থাকতে হবে। গুপ্ত শত্রু দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সমালোচিত হওয়া যাবে। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি তে সমস্যা হবে। নৈরাশ্য সহ হতাশা বৃদ্ধি হবে। বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা অ-সহযোগিতার দিন। মনোবল বৃদ্ধি করুন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বিল্ল্ পত্র প্রদান করুন ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

কুম্ভ রাশি : খুব শুভদিন আজ পুরাতন বান্ধবী এবং স্বজন দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত শুভ। যারা মেশিনারি এবং কেমিক্যাল রিসার্চ করেন তাদের জন্য শুভ। টাকা পয়সা যদি আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জালুন এবং পঞ্চ দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন সম্পত্তি নিয়ে যে বিবাদ চলছিল বিশেষত পরিবারের যে কনিষ্ঠ সদস্য বাধা দিচ্ছিল আজ সেখান থেকে সমস্যা মুক্তির দিন। টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। শুভগ্রহ যোগ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান মহাদেবের উদ্দেশ্যে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয় ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৬৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা ৬ জুন ২০২৫, ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ শুক্রবার

পাটুলিতে পুলিশ কিয়স্ক ভেঙে ঢুকল ডাম্পার

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার গভীর রাতে ইএম বাইপাসে অবস্থিত পাটুলি মোড়ে ঘটে গেল ভয়াবহ দুর্ঘটনা। ধাক্কা মেরে পুলিশ কিয়স্কে ঢুকে যায় একটি পাথর বোঝাই ডাম্পার। ওই ডাম্পারের ধাক্কায় কিয়স্কটি সম্পূর্ণ ভেঙে গুড়িয়ে যায়। যদিও এই দুর্ঘটনায় পুলিশকর্মী ও আশেপাশের দোকানদাররা কেউ আহত হননি। স্থানীয় সূত্রে খবর, রাত পৌনে বারোটা নাগাদ বাঘাযতীনের দিক থেকে পাটুলির দিকে আসছিল পাথর বোঝাই ডাম্পারটি। সেই সময়ই উল্টো দিক থেকে অর্থাৎ ঢালাই ব্রিজের দিক থেকে একটি ছোট গাড়ি আসছিল। আচমকাই গাড়িটি এসে পাটুলি মোড় থেকে 'ইউ টার্ন' নেয়। ডাম্পারের একদম সামনে চলে আসে গাড়িটি। এই ঘটনায় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ছোট গাড়িটিকে বাঁচাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সোজা পুলিশ কিয়স্কে ধাক্কা মারে ডাম্পারটি। তবে এই সময়ে কিয়স্কে কোনও পুলিশকর্মী ছিলেন না, তাই রক্ষা পায়। কিয়স্কের পাশেই পরপর কয়েকটি চায়ের দোকান ছিল। সেই দোকানগুলিও রক্ষা পায়। তবে এই ঘটনায় স্থানীয়দের অভিযোগ ছোট গাড়ির চালকের দিকেই। তাঁরাও জানান, ওই গাড়িটির জন্যই এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করল নিউ ব্যারাকপুর-বীজপুর থানা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে বৃহস্পতিবার নিউ ব্যারাকপুর থানার উদ্যোগে পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের পশ্চিম মাসুন্দা গভ কলোনি জিএসএফপি বিদ্যালয়ের খুদে পড়ুয়া, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে পরিবেশ সচেতনতায় পদযাত্রা করা হয়। সেই সঙ্গে বৃক্ষরোপণও করা হয়। খুদে পড়ুয়ারা হাতে প্লাকার্ড নিয়ে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে থেকে কামারশালা বটতলা পর্যন্ত পদযাত্রা করে। তারপর বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ও উদ্যানে বিভিন্ন ফুল এবং ফলের চারাগাছ রোপন করা হয়। অপরদিকে এদিন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে

বীজপুর থানা ও পরিবেশ বন্ধু ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে বৃক্ষরোপন করা হল। পরিবেশ বন্ধু ফাউন্ডেশনের কার্যকরী সভাপতি অসীম মজুমদার বলেন, 'পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বেশি মাত্রায় বৃক্ষরোপন করা উচিত। গোটা পৃথিবী সবুজে ভরিয়ে দেওয়া দরকার। যাতে পরবর্তী প্রজন্ম প্রাণভরে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারে।' অপরদিকে বীজপুর থানার এস আই তপন বিশ্বাস বলেন, 'পরিবেশ বন্ধুর ফাউন্ডেশন ও বীজপুর থানার যৌথ প্রয়াসে এই বিশেষ দিনে বৃক্ষরোপন করা হল। তবে পরিবেশ রক্ষায় সকলকেই এগিয়ে আসা উচিত।'

স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে সিপিএমের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রিপেড স্মার্ট মিটার চালুর উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ। স্মার্ট মিটার বসনোর বিরোধিতা করে আন্দোলনে নেমেছে বামেরা। বৃহস্পতিবার ভাটপাড়ায় কাস্টমার কেয়ার সার্ভিস সেন্টারে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল সিপিএম। বিক্ষোভ শেষে সিপিএমের প্রতিনিধি দল স্টেশন ম্যানেজারের কাছে স্মারকলিপি জমা দেন। উক্ত কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে সিপিএমের ভাটপাড়া জগদ্দল এরিয়া কমিটির সম্পাদক নারায়ণ রায় বলেন, জনস্বার্থ বিরোধী প্রিপেড স্মার্ট মিটারিং স্কিমের বিরুদ্ধে তাঁরা আন্দোলন করছেন। তাঁর দাবি, প্রিপেড স্মার্ট মিটার লাগালে বাড়ি বাড়ি মিটার রিডিং নেওয়া কর্মীরা কর্মহীন হয়ে পড়বেন। তাছাড়া মোবাইল ফোনের মতো অগ্রিম রিচার্জ করতে হবে। যেটা ৭০ বছর ধরে চালু থাকা আইনের সম্পূর্ণ বিরোধী।

মহেশতলায় কিশোরকে মারধরে ধৃত আরও তিন

নিজস্ব প্রতিবেদন: মোবাইল চোর সন্দেহে নাবালককে উল্টো করে ঝুলিয়ে ইলেকট্রিক শক দিয়ে যে নারকীয় অত্যাচার করা হয়েছিল এবার সেই ঘটনায় অবশেষে জালে মহেশতলার কারখানার মালিক। মুম্বইয়ের কল্যাণ থেকে গ্রেপ্তার হলেন কারখানা মালিক শাহেনশা। ধৃত তার দুই শাগরেদও।

ডায়মন্ড হারবার পুলিশের তরফে খবর, তদন্ত চলছিল। একটি টিম মুম্বইয়ে পাঠানো হয়েছিল। সেই সূত্র ধরে বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ের কল্যাণ থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। ইতিপূর্বে আরও দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তারা আপাতত পুলিশ হেফাজতে রয়েছে। অর্থাৎ, এই ঘটনায় সব মিলিয়ে মোট পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পরগনার সন্তোষপুরে মোবাইল চুরির 'অপবাদে' কিশোরের উপর নির্যাতন করা হয়। উলটো করে ঝুলিয়ে মার, শরীরে ইলেকট্রিক শক দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। তারপর থেকে নিখোঁজ ওই নাবালক। সাতদিন ধরে তার হদিশ মিলছে না। এর মধ্যেই চম্পট দিয়েছিল কারখানার মালিক শাহেনশা ও তার দুই শাগরেদ। বৃহস্পতিবার মুম্বই থেকে তিন জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পরিবেশ দিবসে জল সংরক্ষণ ও প্লাস্টিকবিরোধী প্রচারে হাওড়া রেল বিভাগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৫ উপলক্ষে প্লাস্টিক ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক ও জল সংরক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরতে বিশেষ প্রচার অভিযান চালাল পূর্ব রেলের হাওড়া বিভাগ। বুধবার ও বৃহস্পতিবার দু'দিন ধরে চলা এই প্রচার পর্বে একাধিক স্তরে সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। প্রচারের অন্যতম আকর্ষণ ছিল হাওড়ার এয়ার কন্ডিশনড ওয়াগন পিরিওডিক ওভারহলিং ইউনিটে জল পুনর্ব্যবহার প্রকল্পের পরিদর্শন। জল অপচয় কমানো ও পুনর্ব্যবহারযোগ্য পদ্ধতি আরও কার্যকর করার লক্ষ্যে এই পরিদর্শন বলে জানিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ। রেল বিভাগের বক্তব্য, শুধুমাত্র উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে নয়, সমস্ত রেলওয়ে প্রতিষ্ঠানে জল পুনর্ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা এখন জরুরি। একইসঙ্গে, যাত্রীদের উদ্দেশে রেল কর্তৃপক্ষ আবেদন জানিয়েছে যেন তারা নিজস্ব জলের বোতল বহন করেন ও প্ল্যাটফর্ম বা ট্রেনে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক বর্জন করেন।

পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমে নিয়মিতভাবে এই বার্তা প্রচার করা হয় বিভিন্ন স্টেশনে। পরিবেশবান্ধব ও স্থায়ী ব্যবহারের উপযোগী পণ্য বেছে নেওয়ার বার্তা দেওয়া হয় যাত্রী ও কর্মীদের। বিভাগের তরফে বলা হয়েছে, এই ধরনের উদ্যোগ কেবল পরিবেশ রক্ষাতেই সহায়ক নয়, বরং রেল পরিষেবার টেকসই ও দায়িত্বশীল রূপান্তরের পথকেও সুগম করে তোলে। রেলের মতে, বিশ্ব পরিবেশ দিবসে এই পদক্ষেপগুলির মাধ্যমে হাওড়া বিভাগ একদিকে পরিবেশের প্রতি দায়বদ্ধতার নজির গড়ছে, অন্যদিকে রেল পরিষেবাকেও আরও পরিবেশবান্ধব করে তুলছে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

মিলনী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
রেজি. নং.- ২৭ এইচ.জি., তারিখ- ৩০.০৬.১৯৬৬
সংশোধনী
মিলনী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ-এর প্রকাশিত প্রতিনিধি নির্বাচন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে নির্বাচন ক্ষেত্র অনুযায়ী পদ ও সংরক্ষণ তালিকায় ৩নং সারণীতে ভোটার সংখ্যা, পদের সংখ্যা ও সংরক্ষণ তালিকা খালি থেকে গেছে। যা পড়তে হবে ভোটার সংখ্যা ১৮২, পদের সংখ্যা ৭ ও সংরক্ষণ তালিকা-অসংরক্ষিত-৭। যাহা ভুলবশতঃ ২নং সারণীতে ছাপা হয়েছে এবং ৩নং সারণীর উক্ত অংশগুলি খালি থেকে গেছে। রাফসান জানি মোল্লা ও
তাং-০৫.০৬.২০২৫ শ্রী অমল কুমার দাস
সহকারী নির্বাচন আধিকারিক
মিলনী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

সার্টিফিকেট হারিয়েছে
স্যামসুঙ মার্কেটিং প্রা লি কোম্পানির নামে আরবিআই রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট হারিয়েছে। কোনও ব্যক্তি সার্টিফিকেট পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে আমাদের অফিসের ঠিকানায় নং ০/৫, দুর্গাপুর কলোনি, ব্লক-১, নিউ আলিপুর, কলকাতা -৭০০০৫৩, ফোন নং -৯৬৮১৫৬৫৫৫০, ফেরত দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, কোনও অসদুপায়ে সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট ব্যবহার জরিমানা এবং আইনি ব্যবস্থাগ্রহণের আওতায় পড়বেন।

SBI এসবিআই মায়াপুর শাখা (১৫২৭৩)
মন্ডল ভবন, বামুনপুকুর বাজার, পো.বামুনপুকুর, জেলা - নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১৩১৩, sbi.15273@sbi.co.in
সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
ঋণগ্রহীতার প্রতি চূড়ান্ত নোটিশ (এসআইএম-জিএল/৮)
প্রতি,
শ্রী অরূপ দে,
প্রযত্নে শ্রী হরিমোহন দে,
গোবরাপোতা, পো : গোবরাপোতা, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১১০৩ তারিখ : ২৯.০৫.২০২৫
মাননীয় মহাশয়,
এগ্রি গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নং : ৪২৬৯৮৫৮৫০২৭
আমাদের উল্লেখ্য পত্র / নোটিশ নং ২৫, তারিখ ১৫.০৪.২০২৫ আপনার গোল্ড লোন নিয়মিতকরণ সম্পর্কিত, একটি কপি আপনার তাৎক্ষণিক অবধারণের জন্য সংযুক্ত। এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, উক্ত পত্র/নোটিশ সত্ত্বেও আপনার লোন অ্যাকাউন্ট নিয়মিতকরণে ব্যর্থ হয়েছেন এবং সম্মত চুক্তি নিয়ম মোতাবেক আদায়দানে খেলাপী করেছেন। আমরা আবারও অনুরোধ করছি ব্যাঙ্কের নিকট সমুদয় বকেয়া পরিমাণ ৪৪,৭০৯.০০ (চুয়াল্লিশ হাজার সাতশো নয় টাকা) টাকা। এবং পরবর্তী সুদ সহ পত্র/নোটিশ পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে আদায় দিয়ে আপনার লোন অ্যাকাউন্ট বন্ধ করতে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে নিম্নোক্ত মতে সংশ্লিষ্ট তারিখ এবং স্থানে নিলাম মাধ্যমে আপনার লোন অ্যাকাউন্ট এর যথাযথ এবং উপযুক্ত বিক্রয় প্রক্রিয়া অনুসরণে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্বর্ণালংকার বিক্রি করতে বাধ্য হবে ব্যাঙ্ক।
নিলামের তারিখ : ০২.০৭.২০২৫
নিলামের স্থান : এসবিআই মায়াপুর শাখা
তারিখ : ০৬.০৬.২০২৫ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : মায়াপুর, নদিয়া স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

SBI এসবিআই মায়াপুর শাখা (১৫২৭৩)
মন্ডল ভবন, বামুনপুকুর বাজার, পো.বামুনপুকুর, জেলা - নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১৩১৩, sbi.15273@sbi.co.in
সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
ঋণগ্রহীতার প্রতি চূড়ান্ত নোটিশ (এসআইএম-জিএল/৮)
প্রতি,
শ্রী অরূপ দে,
প্রযত্নে শ্রী হরিমোহন দে,
গোবরাপোতা, পো : গোবরাপোতা, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১১০৩ তারিখ : ২৯.০৫.২০২৫
মাননীয় মহাশয়,
এগ্রি গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নং : ৪১৪৫২৯৭৮৯৮৮
আমাদের উল্লেখ্য পত্র / নোটিশ নং ১১, তারিখ ০৫.০৯.২০২৪ আপনার গোল্ড লোন নিয়মিতকরণ সম্পর্কিত, একটি কপি আপনার তাৎক্ষণিক অবধারণের জন্য সংযুক্ত। এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, উক্ত পত্র/নোটিশ সত্ত্বেও আপনার লোন অ্যাকাউন্ট নিয়মিতকরণে ব্যর্থ হয়েছেন এবং সম্মত চুক্তি নিয়ম মোতাবেক আদায়দানে খেলাপী করেছেন। আমরা আবারও অনুরোধ করছি ব্যাঙ্কের নিকট সমুদয় বকেয়া পরিমাণ ২৭,৩৯২.০০ (সাতাশ হাজার তিনশো বিরানব্বই টাকা)টাকা এবং পরবর্তী সুদ সহ পত্র/নোটিশ পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে আদায় দিয়ে আপনার লোন অ্যাকাউন্ট বন্ধ করতে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে নিম্নোক্ত মতে সংশ্লিষ্ট তারিখ এবং স্থানে নিলাম মাধ্যমে আপনার লোন অ্যাকাউন্ট এর যথাযথ এবং উপযুক্ত বিক্রয় প্রক্রিয়া অনুসরণে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্বর্ণালংকার বিক্রি করতে বাধ্য হবে ব্যাঙ্ক।
নিলামের তারিখ : ০২.০৭.২০২৫
নিলামের স্থান : এসবিআই মায়াপুর শাখা
তারিখ : ০৬.০৬.২০২৫ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : মায়াপুর, নদিয়া স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

দক্ষিণ পূর্ব কলকাতা সম্মিলন এবং হালতু সিনিয়র সিটিজেন ফোরাম
- এর যৌথ উদ্যোগে
- ৫ই জুন,২০২৫ (সকাল ৮ টায়) – বৃক্ষরোপন।
- ৬ ই জুন,২০২৫ (সন্ধ্যা ৭ টায়) - রবীন্দ্র - নজরুল স্বদেশ চেতনা ও বৈচিত্র্যময় সমন্বয় বোধ শীর্ষক আলোচনা।
- ৭ই জুন,২০২৫ (সন্ধ্যা ৬.৩০ টায়) রবীন্দ্র- নজরুল সন্ধ্যা।

স্থান: বটতলা রিক্রিয়েশন ক্লাব, পি. মজুমদার রোড, কোল- ৭৮।
এতদঅঞ্চলের সকল সংস্কৃতিপ্রেমী জনগণ ও সংগঠনের সাদর আমন্ত্রণ।

বাকসা অঞ্চল সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
নিবন্ধন সংখ্যা-৭৭/এইচ.জি. তারিখঃ ০৮/১১/২০১৭
গ্রাম-খোঁড়াগর, পোঃ কৃষ্ণরামপুর জেলা-হুগলী,৭১২৩০৪
পরিচালক মন্ডলী নির্বাচন-২০২৫
বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি
সমবায় সমিতি সমূহের যুগ্ম নিবন্ধক, হুগলী রেঞ্জ-এর আদেশনামা নং ৬১১ তারিখ-২১/০৫/২০২৫ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে,আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী, বাকসা অঞ্চল সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ -এর সমস্ত সদস্য কে জানাচ্ছি যে, আগামী ইংরাজি ২৯/০৬/২০২৫ (রবিবার) দুপুর ১২ টায় সমিতির কার্য্যালয়ে নীচের আলোচ্যসূচী অনুযায়ী(সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন) বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বিশেষ সাধারণ সভায় পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনে সমিতির সকল নির্বাচক সদস্যকে উপস্থিত থেকে পঃ বঃ সমবায় আইন ২০০৬,পঃ বঃ সমবায় নিয়মাবলী ২০১১ ও ওয়েস্ট বেঙ্গল কোঅপারেটিভ ইলেকশান কমিশান রেগুলেসান ২০১২ অনুসরণ করে পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন করতে তথা বিশেষ সাধারণ সভায় অংশ গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
নির্বাচন সূচী, নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষরে এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে নিম্নে সংযোজিত হল। স্বাঃ/-
আলোচ্যসূচি : পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন (কেয়া আচার্য্য)
তারিখ : ৩১/০৫/২০২৫ সমবায় পরিদর্শক
স্থান : খোঁড়াগর, কৃষ্ণরামপুর, হুগলী চন্ডীতলা-২ উন্নয়ন ব্লক
পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ
১. পরিচালক পদের সংখ্যা ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য। পরিচালক পদের মোট সংখ্যা-০৯।
উপবিধিতে উল্লিখিত পরিচালক পদ-৯,তপশিলী জাতি/তপশিলী উপজাতি পরিচালক পদ (সংরক্ষিত) -১, মহিলা পরিচালক পদ (সংরক্ষিত) -২।
২. নির্বাচন সূচীঃ-

ক্রম	বিষয়	তারিখ ও বার	স্থান	সময়
১	চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ	৩১/০৫/২০২৫ (শনিবার)	সমিতির কার্য্যালয়, স্থানীয় পঞ্চায়েত কার্য্যালয় ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান।	দুপুর ৩ টা
২	মনোনয়নপত্র বিতরণ	০৯/০৬/২০২৫ (সমবার) ও ১০/০৬/২০২৫ (মঙ্গলবার)	সমিতির কার্য্যালয়	সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ২ টা
৩	মনোনয়নপত্র গ্রহণ	১০/০৬/২০২৫ (মঙ্গলবার) ও ১১/০৬/২০২৫ (বুধবার)	সমিতির কার্য্যালয়	সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ২ টা
৪	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা	১৩/০৬/২০২৫ (শুক্রবার)	সমিতির কার্য্যালয়	সকাল ১১ টা থেকে পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত
৫	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা পরবর্তী বৈধ প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	১৩/০৬/২০২৫ (শুক্রবার)	সমিতির কার্য্যালয়	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা শেষ হবার অব্যবহিত পর
৬	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার	মনোনয়ন পত্র জমা দেবার পর থেকে ইং ১৪/০৬/২০২৫ (শনিবার) বিকাল তিনটার পুর্বে	সমিতির কার্য্যালয়	১৪/০৬/২০২৫ (শনিবার) বিকাল তিনটার পুর্বে
৭	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার পরবর্তী চুড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	১৪/০৬/২০২৫ (শনিবার)	সমিতির কার্য্যালয়	১৪/০৬/২০২৫ (শনিবার) বিকাল তিনটার পর
৮	নির্বাচনের তারিখ,স্থান ও সময় (যদি ভোট হয়)	২৯/০৬/২০২৫ (রবিবার)	খোঁড়াগর প্রাথমিক বিদ্যালয়	সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত
৯	ভোট গণনা (যদি ভোট হয়)	২৯/০৬/২০২৫ (রবিবার)	খোঁড়াগর প্রাথমিক বিদ্যালয়	ভোট গ্রহণ শেষ হবার অব্যবহিত পর
১০	ভোটের ফল প্রকাশ (যদি ভোট হয়)	২৯/০৬/২০২৫ (রবিবার)	খোঁড়াগর প্রাথমিক বিদ্যালয়	ভোট গণনা শেষ হবার অব্যবহিত পর

৩. সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনে যোগদানে ইচ্ছুক প্রার্থীর বয়স অন্তত ১৯ বছর হতে হবে এবং তার সমিতিতে সদস্য পদের বয়স অন্তত এক(১) বছর হতে হবে। সমিতির কোন ঋণ খেলাপি সদস্য প্রার্থী হতে পারবেন না।এছাড়া তাকে পঃ বঃ সমবায় আইন, ২০০৬ এর ৩২(৭) এবং ১৩৪সি(১০) ও নিয়মাবলী, ২০১১-র নিয়ম ৪২(সংশোধিনী সহ) এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল কোঅপারেটিভ ইলেকশান কমিশান রেগুলেসান ২০১২ এর বিভিন্ন ধারায় বর্ণিত যোগ্যতাসমূহ থাকতে হবে।
৪. মনোনয়ন গ্রহণ, পেশ, প্রত্যাহার কিংবা পরীক্ষার সময় প্রার্থী কিংবা তার অনুমোদিত ইলেকশান এজেন্ট বা প্রস্তাবক-সমর্থক(কেবল মাত্র পরীক্ষার ক্ষেত্রে) উপস্থিত থাকতে পারবেন।
৫. ভোটারদের ভোট দানের সময় তার সদস্য পরিচয়জ্ঞাপক প্রমাণ, জাতীয় নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত পরিচিতি সমূহ কিংবা প্রাপ্ত বিজ্ঞপ্তির নিদর্শ সঙ্গে আনতে হবে।
৬. কোন কারণে কোন সদস্য/ ভোটার এর কাছে বিজ্ঞপ্তি না পৌছালে নির্বাচন কার্যক্রম ব্যাহত হবে না এবং তিনি উপযুক্ত প্রমাণ পত্র নিয়ে ভোট দিতে পারবেন।
৭. প্রার্থী, প্রস্তাবক ও সমর্থক কে সংশ্লিষ্ট নির্বাচন ক্ষেত্রের ভোটার হতে হবে। একজন প্রস্তাবক/সমর্থক আসন সংখ্যার বেশি সংখ্যক প্রার্থীর প্রস্তাবক কিংবা সমর্থক হতে পারবেন না।
৮. প্রার্থী মনোনয়ন পত্রে বাংলা এবং ইংরাজি উভয় ভাষায় নাম লিখবেন এবং স্বাক্ষর করবেন।
৯. কোন সদস্য/ ভোটার /প্রার্থী যে কোন বিষয় জানতে চাইলে তাকে সমিতি অফিসে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। স্বাঃ/-
(কেয়া আচার্য্য)
তারিখঃ ৩১/০৫/২০২৫ অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
স্থানঃ খোঁড়াগর, কৃষ্ণরামপুর, হুগলী বাকসা অঞ্চল সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

SBI এসবিআই রিজিওনাল বিজনেস অফিস (৬২৯৫৭)
বহরমপুর, আর-২, এ.ও. বিধাননগর, ১৫, স্কয়ার ইস্ট রোড, পোস্ট- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১০১ৠ
ইমেল আইডি: agmr2.zobid@sbi.co.in
পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** -র অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে নিম্নে উল্লিখিত তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণকে আহ্বান জানিয়ে বকেয়া পরিশোধ করতে বলেন এবং ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, উক্ত রুল এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে। বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে উল্লখিত অর্থ এবং এবং তদুপরি সুদ **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

ক্র. নং.	ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ -এর নাম ও ঠিকানা এবং অ্যাকাউন্ট নং	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	১) ডিমান্ড নোটিশের তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১.	**ঋণগ্রহীতা: "মেসার্স সরকার ক্লথ হাউস", স্বত্বাধিকারী- একরামুল হক সরকার,** পিতা- লুৎফর হক সরকার, গ্রাম পোস্ট ও থানা-সাগরপাড়া, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২৩০৬, এবং এর **জামিনদার:-** (১) আনারুল হক সরকার, (২) তোফাজুল হক সরকার, উভয়েরই পিতা - লুৎফর হক সরকার, গ্রাম পোস্ট ও থানা- সাগরপাড়া, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন , ৭৪২৩০৬ । **এ/সি নং ৩১৯০২৭০৫৪৩৯ (সি.সি.)**	**সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : ১) এক্রামূল হক সরকার, ২) আনারুল হক সরকার, ৩) তোফাজুল হক সরকার** জেলা মুর্শিদাবাদ, পো: সাগরপাড়া, থানা : জলঙ্গি, মৌজা : সাগরপাড়া, জেএল নং : ১০, এসআরও : ডোমকল, খতিয়ান নং এলআর : ৭৩৯৮, ৭৩৯৯ এবং ৭৪০০, প্লট নং আরএস ৬৩১৯, এলআর ৯৩৩৪, শ্রেণি - বাড়ি, এরিয়া : ৩.৩৫৬ ডেসিমেল, চৌহদ্দি : উত্তরে : কংক্রিট রোড, **দক্ষিণে :** সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : অঞ্জন কর্মকারের দোকান, **পশ্চিমে :** অমল সাহার দোকান। ১) স্বত্ব দলিল নং ১-৩৩৫৫, -১৯৯৭ সালের, ২) স্বত্ব দলিল নং ১-৮৫০৯-১৯৯২ সালের, ৩) স্বত্ব দলিল নং : ১-৮৫১৪-১৯৯২ সালের, ৪) স্বত্ব দলিল নং : ১-৮৫১৫-১৯৯২ সালের।	১) ০৬.০২.২০২৫ ২) ১৯.০৫.২০২৫ ৩) **১১,৯১,৭০১.৬৬ টাকা** (এগারো লক্ষ একানব্বই হাজার সাতশো এক টাকা এবং ছেষট্টি পয়সা মাত্র) **২৭.১০.২০২৪** অনুযায়ী এবং **২৮.১০.২০২৪** থেকে তদুপরি তারিখ থেকে আরও সুদ এবং খরচ ইত্যাদি।
২.	**ঋণগ্রহীতা:- মজিজুল মল্লিক,** পিতা- মরহুম জহিরুদ্দিন মল্লিক, গ্রাম- রামনগর, নতুনপাড়া, পোস্ট- রামনগর, থানা - রানীনগর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২৩০৮, **এ/সি নং- ৪২৫৬০৩৩৪৪৪৩ (এবিএএল)**	**সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : মজিজুল মল্লিক** জেলা : মুর্শিদাবাদ, থানা : রানিনগর , মৌজা : রামনগর সোয়েমকানুন, জেএল নং ৭৯, ডিএসআর : ২, বহরমপুর, খতিয়ান নং এলআর ১৭২৯৭, প্লট নং আরএস ৫৯৩, এলআর ৭৯২, শ্রেণি: বাড়ি, এরিয়া : ৩.৪৪ ডেসিমেল, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** নাসিমা বিবি, **দক্ষিণে :** বসিরুদ্দিন মল্লিক, **পূর্বে :** নিজ সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** ১২ ফুট চওড়া রোড। **(দলিল নং ১-৬৪২৪-২০২৩ সালের)**	১) ০৪.০২.২০২৫ ২) ১৯.০৫.২০২৫ ৩) **১৩,৪২,৭৬০.০১ টাকা** (তেরো লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার সাতশো ষাট টাকা এবং এক পয়সা মাত্র) ৪.০২.২০২৫ অনুযায়ী এবং ০৫.০২.২০২৫ থেকে তদুপরি তারিখ থেকে আরও সুদ এবং খরচ ইত্যাদি।

তারিখ: ১৯.০৫.২০২৫, স্থান: বহরমপুর **অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, মেগা ই-অকশন তারিখ: ১৫.০৭.২০২৫
पंजाब नैशनल बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt of India Undertaking)
মুর্শিদাবাদ সার্কেল অফিস, ২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড, পোঃ- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, (পঃবঃ), ই-মেল: cs8283@pnb.co.in
স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
ইএমডি (বায়না অর্থ জমা) এবং নথিপত্র জমার শেষ তারিখ এবং সময় ১৫.০৭.২০২৫/ বিকাল ৩.০০টা পর্যন্ত
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেইসি) অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ -এর ৫৪ নং) -এর অধীন ব্যাঙ্কে বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮(৬) অনুবিধির সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)কে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত ঋণদাতাদের কাছে বন্ধকী/চার্জযোগ্য আছে, যার গঠনমূলক/ বাস্তবিক / প্রতীকী দখল নিয়েছেন ব্যাঙ্কের অনুমোদিত আধিকারিক / সুরক্ষিত ঋণদাতা, তা "**যেখানে যেমন আছে**", "**যেখানে যা আছে**" এবং "**যেখানে যা-কিছু আছে**" ভিত্তিতে বিক্রি হবে অত্র নিম্নে প্রদত্ত সারণিতে বর্ণিত তারিখে, স্ব-স্ব ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-এর কাছ থেকে ব্যাঙ্ক / সুরক্ষিত ঋণদাতাদের কাছে বকেয়া পাওনা উদ্ধারের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য ও অগ্রিম মূল্য জমা করতে হবে নিচের সারণিতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির পাশে বর্ণিতমতো।
সুরক্ষিত সম্পত্তির তফসিল

ক্র.. নং	শাখার নাম, অ্যাকাউন্টের নাম ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণের নাম ও ঠিকানা	বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ/মালিকের নাম (সম্পত্তি(সমূহ)-র বন্ধকদাতা)	ক) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২ -এর সেকশন ১৩(২) অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২ -এর সেকশন ১৩(৪) অধীনে দখলের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ ঘ) দখলের ধরন প্রতীকী/বাস্তবিক/গঠনমূলক	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) ব্যাঙ্ক সম্পত্তি আইডি	ক) ই-অকশনের তারিখ/ সময় খ) সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে জ্ঞাত দায়বদ্ধতার বিশদ
১.	**শাখার নাম: মুর্শিদাবাদ (১৬২৪১০)** **এ/সি নাম: অখিল কুমার মন্ডল** **ঋণগ্রহীতা: অখিল কুমার মন্ডল** পিতা- অশোক মণ্ডল, গ্রাম- মহানন্দপুর, পোস্ট- মোক্তারপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২৩০২ **গ্যারান্টার: অভিজিৎ মন্ডল** পিতা- অনিল কুমার মন্ডল, গ্রাম- গঙ্গারামপুর, পোস্ট ও থানা- নবগ্রাম, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৮৭	জমি এবং একতলা আবাসিক ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার অবস্থান , মৌজা -গঙ্গারামপুর , জেএল নং ১১২, প্লট নং ৬৪৫, খতিয়ান নং ১২, এলাকার পরিমাপ মোট ২৯ ডেসিমেলের মধ্যে ৯.৬৬ ডেসিমেল, জমির ধরণ- ভিটি, শিবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, গঙ্গারামপুর, থানা- নবগ্রাম, জেলা- মুর্শিদাবাদে, ২০০১ সালের উপহার দলিল নং ১৭৯৭, এডিএসআর নবগ্রাম, মুর্শিদাবাদে নিবন্ধিত। **স্বত্বাধিকারী: অভিজিৎ মণ্ডল, পিতা- অনিল কুমার মণ্ডল। (দখল - গঠনমূলক)**	ক) ১৬.০১.২০২৪ খ) ১১,৩২,৩৩০.২০ টাকা (এগারো লক্ষ বত্রিশ হাজার তিনশো ত্রিশ টাকা কুড়ি পয়সা মাত্র) ৩১.১২.২০২৩ অনুযায়ী ৩১.১২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত সুদ ধার্য করা হয়েছে এবং তার উপর অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ এবং চার্জ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। গ) ২০.০৪.২০২৪ ঘ) গঠনমূলক	ক) ২০,২০,৫০০.০০ টাকা খ) ২,০২,০৫০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBO72609701	ক) ১৫.০৭.২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) বর্তমানে ব্যাঙ্কের জানা নেই

নিয়ম ও শর্তাবলি
বিক্রয়টি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এবং নিম্নলিখিত আরও শর্তাবলী সাপেক্ষ হবে :-
১) সম্পত্তিগুলি বিক্রি হতে যাচ্ছে "**যেখানে যেমন আছে**" এবং "**যেখানে যা আছে**" এবং "**যেখানে যা-কিছু আছে**" ভিত্তিতে।
২) অত্র উপরে বর্ণিত তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলির বিবরণ অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম তথ্যের উপর নির্ভর করে বর্ণিত, তবে কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা কিছু বাদ যাওয়া যদি এই ঘোষণায় পরিলক্ষিত হয়, তার জন্য অনুমোদিত অফিসার জবাবদিহি-যোগ্য হবেন না।
৩) **নিম্নস্বাক্ষরকারী বিক্রয়কার্য করবেন ই-অকশন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে যা ব্যবস্থিত হয়েছে ওয়েবসাইট https://baanknet.com -তে ১৫.০৭.২০২৫ @ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকেল ৪.০০টা।**
৪) **বিক্রির বিস্তারিত শর্তাবলির জন্য দেখুন https://baanknet.com এবং www.pnbindia.in/EAuction.aspx**
৫) **বিক্রয়ের শর্তাবলী সম্পর্কে যে কোনও প্রশ্নের জন্য, আগ্রহী দরদাতারা শ্রী নীল মণি (সিএম এবং অনুমোদিত অফিসার) মোঃ ৯১৬৩১৭৬১৯২ -এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।**
সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২ -এর রুল ৮(৬) -এর অধীন সংবিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
তারিখ : ০৩.০৬.২০২৫ শ্রী নীল মণি (চিফ ম্যানেজার)
স্থান : বহরমপুর অনুমোদিত অফিসার, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

সম্পাদকীয়

চিপকো আন্দোলনের প্রতিরোধের সামনে সরকারকে শেষ পর্যন্ত পিছু হঠতে হয়েছিল

জলস্তরের অবনমন, জলাশয়ের সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়গুলির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রধানত প্রখর দাবদাহের সময় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচ্য হয়। নানা ধরনের কারণ দর্শানো হয় দায়িত্ব এড়ানোর জন্য। প্রথমে চাষাবাদের প্রসঙ্গে আসি। অ-সেচসেবিত এলাকার চাষাবাদ নির্ভরশীল পাম্প দ্বারা তোলা ভূগর্ভস্থ জলের উপর। যে-হেতু জলস্তর ক্রমশ নিম্নগামী, সে-হেতু পাম্পকে প্রায় এক মানুষ সমান গর্ত করে নামিয়ে দিতে হয়। সে যে কী পরিশ্রমের এবং খরচসাপেক্ষ কাজ, তা একমাত্র চাষিরাই জানেন। জলস্তর নেমে যাওয়ার প্রধান কারণ যথেচ্ছ জল উত্তোলন। জলস্তরের ঘাটতি পূরণ করার একমাত্র উপায় বৃষ্টিপাত, যেটি বর্তমানে ভীষণ ভাবে বিঘ্নিত উষ্ণায়নের কল্যাণে। আগে জলসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ বলে একটি দফতরের কাছে তাদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নির্ণীত এলাকাভিত্তিক জলস্তরের তথ্য থাকত। ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলন সংক্রান্ত কোনও প্রকল্প তাদের অনুমতি ছাড়া রূপায়িত করা যেত না। বর্তমান অবস্থার কথা অবশ্য জানা নেই। এ বার শহরের সরোবরের প্রসঙ্গে আসা যাক। এক সময় সম্পূর্ণ অযৌক্তিক কারণে ধর্মের দোহাই দিয়ে সরোবরের নির্মল জলকে অপরিষ্কার করা হত, মহামান্য ন্যায়ালয়ের আদেশবলে সেটি বন্ধ করা গেছে সাময়িক ভাবে। কিন্তু সরোবরের জলস্তর নেমে যাওয়া, যেটি স্রোতস্বিনী নয়, অত্যন্ত চিন্তার বিষয়। রবীন্দ্র সরোবরের সঙ্গে কলকাতাবাসীর আত্মিক যোগ! শুধু নির্মল বাতাস নয়, অনেকের অনেক স্মৃতির পটভূমি হল এই লেক। শুধুই আকাশছোঁয়া বাসস্থান এই জলস্তর নেমে যাওয়ার একমাত্র কারণ হতে পারে না। উষ্ণায়ন এবং জলস্তরের অবনমন অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত! নির্দ্বিধায় গাছ কাটা এবং পারিপার্শ্বিক জলাশয়গুলিকে কেউকেটাদের মদতে ভরাট করার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে নাগরিক সমাজকে রুখে দাঁড়াতে হবে প্রশাসনিক দায়িত্বশীলতাকে মূলধন করে। তবেই যথেষ্ট বৃষ্টিপাত ভূগর্ভস্থ জলের ভান্ডারকে অটুট রাখবে। মহান পরিবেশপ্রেমী প্রয়াত সুন্দরলাল বহুগুণার চিপকো আন্দোলনকে স্মরণ করে শেষ করি। এক-একটি বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে মহিলাদের যৌথ প্রতিরোধের সামনে সরকারকে পিছু হটতে হয়েছিল। প্রয়োজনে এ ক্ষেত্রেও একই ভাবে জোট বাঁধতে হবে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে।

শব্দবাণ-২৯৪

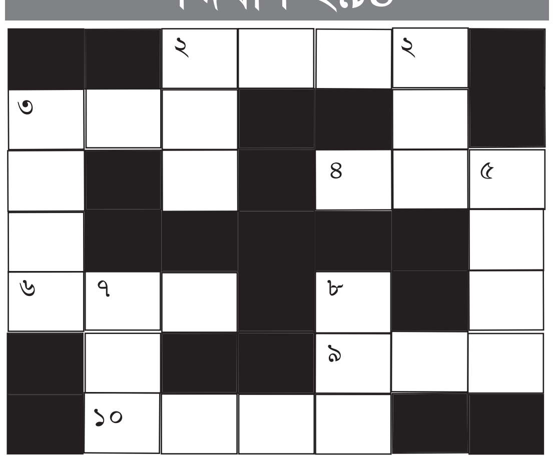

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. আকার ৩. ঝগড়া, বিবাদ ৪. যত্ন ৬. কৌশলপূর্ণ উপায় ৯. ব্যাপার,বিষয় ১০. অন্ধকারময়।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. আমিত্বের সত্তা ২.অব্দ, সন ৩. কারখানা ৫. (আল.) সর্বদা স্মরণীয় বিষয় ৭. সম্মান, কদর ৮. জ্ঞানী।

সমাধান: শব্দবাণ-২৯৩

পাশাপাশি: ২. বৈড়ালব্রত ৫. খঞ্জা ৬. সায় ৭. ঠান ৮. মেধ ১০. নগরদ্বার।

উপর-নীচ: ১.তীব্র ২. বৈরসাধন ৩. লজ্জা ৪. তখনকার ৯. চির ১১. গত্তি।

জন্মদিন

আজকের দিন

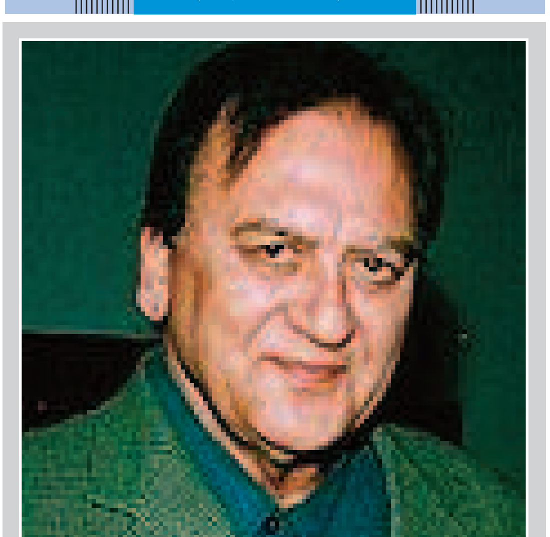

সুনীল দত্ত

১৯২৯ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা সুনীল দত্তের জন্মদিন।*
১৯৭০ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় সুনীল জোশীর জন্মদিন।*
১৯৮৮ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী নেহা কক্করের জন্মদিন।*

পানিহাটির ৫০৯ বছরের ঐতিহ্যমণ্ডিত চিঁড়া-দধি উৎসব বা দণ্ড-মহোৎসব

শুভঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বৈষ্ণব সংস্কৃতির সাথে পানিহাটির যোগ প্রায় কয়েকশো বছরের। ভাগীরথীর তীরে পাশাপাশি দুটি গ্রাম পানিহাটি আর খড়দহ যথাক্রমে শ্রীচৈতন্য-পার্ষদ রাঘব পণ্ডিত ও প্রভু নিত্যানন্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত। রাঘব পণ্ডিতের বসবাসের বহু পূর্ব থেকেই পেনেটি একটি প্রধান বানিজ্যস্থান রূপে পরিচিত। সেসময়ে এর নাম ছিল পণ্যহাটি। পণ্ডিতগনের মতে পণ্যহট্ট বা পণ্যহট্টের উপদেশ পানিহাটি বা পেনেটি।

রঘুনাথ দাস গোস্বামী হুগলী জেলার অন্তর্গত সপ্তগ্রামের কৃষ্ণপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ঐশ্বর্যমন্ডিত সপ্তগ্রামের গোবর্ধন দাসের পুত্র ছিলেন বৈষ্ণবকুল-চুড়ামণি শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী। তাঁর ইন্দ্রের মতো বিপুল ঐশ্বর্য ছিল। জমিদারের পুত্র রঘুনাথ একজন সত্যিকারের গুণী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁর ঐশ্বর্য হেলায় পরিত্যাগ করেন। তিনি তাঁর রূপসী পত্নী কে ত্যাগ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত মহিমার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গৃহ ত্যাগ করেছিলেন। রঘুনাথ দাস গোস্বামীর অসামান্য ত্যাগ, আনুগত্য ও ভক্তিভাবের নজীর বৈষ্ণব জগতে এক বিরল নজীর।

একসময় রঘুনাথ সংবাদ পান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শান্তিপুরে অবস্থান করছেন। তিনি ব্যাকুল হৃদয় নিয়ে মহাপ্রভুর কৃপালাভের আশায় শান্তিপুরে ছুটে যান। তিনি মহাপ্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁকে জানান যে রঘুনাথ সাংসারিক জীবন ত্যাগ করে তাঁর পদযুগলে ঠাই নিতে ইচ্ছুক। কিন্তু মহাপ্রভু তাঁকে বাড়ি ফিরে যেতে নির্দেশ দেন এবং সংসার কর্মে মনোযোগ দিতে আদেশ করেন। মনে একরাশ হতাশা এবং দুঃখ রেখে রঘুনাথ বাড়ি ফিরে যান।

এদিকে শান্তিপুরে পুনরায় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শুভাগমনের বার্তা পেয়ে পুনরায় রঘুনাথ শান্তিপুরে এসে উপস্থিত হন। কিন্তু পুনরায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকে বাড়ি পাঠিয়ে দেন। মহাপ্রভু রঘুনাথের উদ্দেশ্যে বলেন —

‘স্থির হঞা ঘরে যাহ, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু কুল।।
মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া।।
অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহ্য লোক ব্যবহার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার।।
এত কহি’ মহাপ্রভু তারে বিদায় দিল।
ঘরে আসি’ মহাপ্রভুর শিক্ষা আচরিল।’

সংসারের প্রতি রঘুনাথের এরুপ উদাসীনতা এবং জমিদারীর প্রতি অনীহা দেখে তাঁর পিতা মাতা গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়লেন। তাঁরা স্থির করলেন রঘুনাথের বিবাহ দেওয়ার। এক সুন্দরী কন্যার সাথে ছেলের বিবাহ দিলেন। কিন্তু চৈতন্য প্রেমে বিভর রঘুনাথ সংসার করতে পারলেন না।

রঘুনাথ তাঁর প্রভু শ্রী চৈতন্যের চরণে আশ্রয় লাভের চেষ্টায় বারবার প্রত্যাখিত হয়ে স্থির করলেন নিতাই চাঁদ কৃপা না করলে গৌরাঙ্গ প্রভুর আশ্রয় লাভ করা কঠিন। একদিন তিনি খবর পেলেন হরিনাম সংকীর্তনের উদ্দেশ্যে শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু সমগ্র বঙ্গদেশে ভ্রমণ করিতেছেন। সেই সময় পুণ্যহট্ট (বর্তমানের পানিহাটি) তে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে অবস্থান করিতেছেন।

শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর সাথে মিলিত হবার উদ্দেশ্যে পিতা মাতার অনুমতি নিলেন এবং পানিহাটির দিকে রওনা হলেন। তাঁর নিরাপত্তার জন্য সঙ্গে কয়েকজন ভৃত্য দিলেন ও অর্থ-কড়ি দিলেন।

১৫১৬ সালের ‘জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশী’ তিথিতে জমিদার পুত্র রঘুনাথের আগমনে পানিহাটি জুড়ে সাড়া পড়ে গেল। শ্রীরঘুনাথ দাসের কথা ভক্তগণ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণে নিবেদন করলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু রঘুনাথ দাসের নাম শুনেই বললেন ‘রে রে চোরা। আয় তোকে আজ দণ্ড দিব’। দণ্ড বলতে শাস্তি প্রদান করা। শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু রঘুনাথকে এই দণ্ড দিলেন যে — ‘তুমি সমস্ত বৈষ্ণব- ব্রাহ্মণ, ভক্তবৃন্দ এবং দীনদুঃখীদের পরম তৃপ্তির সহিত দধি-চিঁড়া-মিষ্টি সহ ভোজন করাবে’।

চৈতন্য চরিতামৃত থেকে,
‘দধি চিঁড়া ভক্ষণ করাহ মোর গণে।
শুনি আনন্দিত হইল রঘুনাথ মনে।।’

একথা শুনে শ্রীরঘুনাথের আনন্দের সীমা রইল না। তখনই দই-চিঁড়া মহোৎসবের আয়োজন আরম্ভ হল। এদিকে গ্রাম গ্রামান্তর থেকে ভক্তগণ সর্জন ব্রাহ্মণগণ আসতে লাগলেন। সেই থেকে এই লীলা বা কাহিনী ক্রমে ‘দণ্ডমহোৎসব’ নামে সকলের কাছে পরিচিতি লাভ করে।

সেইদিন কয়েকশ ভক্তদের রঘুনাথ দধি-চিঁড়া-মিষ্টি সহযোগে মালসায় করে ভোগ বিতরণ করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কাল্পনিক ভাবে নিত্যানন্দ প্রভুর মাধ্যমে সেই ভোগ গ্রহণ করেছিলেন। অন্তর্যামী শ্রীগৌরসুন্দর তার ধ্যানে জানতে পেরে তথায় স্বদেহে এলেন।

‘মহাপ্রভু আইল দেখি নিতাই উঠিলা,
তাঁরে লঞা সবার চিঁড়া দেখিতে লাগিলা’। (চৈঃচঃ অন্ত্যলীলা)

সেইদিন এক মহোৎসবের আয়োজন হয়েছিল। সেই রীতি মেনে আজও সেই উৎসব পালন করা হচ্ছে।

এই উৎসবে বহু মনীষীদের পদধূলি পড়েছিল। তাঁর মধ্যে অন্যতম প্রাণের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। ১৮৫৮ সাল থেকে ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত প্রায় প্রতিবছরই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পেনেটির দণ্ড-মহোৎসবে ভক্তবৃন্দ-সহ যোগদান করেছিলেন। পানিহাটিকে শ্রীরামকৃষ্ণ মহাতীর্থ মনে করতেন, যা প্রত্যেক পানিহাটিবাসীর কাছে একটি গৌরব। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে একাদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এই প্রসঙ্গর উল্লেখ রয়েছে। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে ৯ ডিসেম্বর রবিবার পঞ্চবটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও মাস্টারের (মহেন্দ্র গুপ্ত-শ্রীম) কথোপকথনে শ্রীরামকৃষ্ণের এই ভাব প্রকাশিত হয়েছে। এমনকী দক্ষিণেশ্বর পানিহাটির (পেনেটি) মত মহাতীর্থ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে।

এই উৎসবে বহু মনীষীদের পদধূলি পড়েছিল। তাঁর মধ্যে অন্যতম প্রাণের ঠাকুব শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। ১৮৫৮ সাল থেকে ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত প্রায় প্রতিবছরই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পেনেটির দণ্ড-মহোৎসবে ভক্তবৃন্দ-সহ যোগদান করেছিলেন। পানিহাটিকে শ্রীরামকৃষ্ণ মহাতীর্থ মনে করতেন, যা প্রত্যেক পানিহাটিবাসীর কাছে একটি গৌরব। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে একাদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এই প্রসঙ্গর উল্লেখ রয়েছে। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে ৯ ডিসেম্বর রবিবার পঞ্চবটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও মাস্টারের (মহেন্দ্র গুপ্ত-শ্রীম) কথোপকথনে শ্রীরামকৃষ্ণের এই ভাব প্রকাশিত হয়েছে। এমনকী দক্ষিণেশ্বর পানিহাটির (পেনেটি) মত মহাতীর্থ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়াও পানিহাটি দণ্ড-মহোৎসবতলা প্রাঙ্গণে ১৯৪৬ সালের ১৮ জানুয়ারি জাতির জনক মহাত্মা গান্ধির পদধূলি পড়েছিল। যাঁদের পদধূলিতে এই দণ্ড-মহোৎসব খ্যাতিলাভ করেছে, তাঁরা হলেন যথাক্রমে- শ্রী রাধারমণ চরণদাস দেব, শ্রী রামদাস বাবাজি মহারাজ, শ্রী অমূল্য ধন রায়ভট্ট ও শ্রী হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

এছাড়াও পানিহাটি দণ্ড-মহোৎসবতলা প্রাঙ্গণে ১৯৪৬ সালের ১৮ জানুয়ারি জাতির জনক মহাত্মা গান্ধির পদধূলি পড়েছিল। যাঁদের পদধূলিতে এই দণ্ড-মহোৎসব খ্যাতিলাভ করেছে, তাঁরা হলেন যথাক্রমে- শ্রী রাধারমণ চরণদাস দেব, শ্রী রামদাস বাবাজি মহারাজ, শ্রী অমূল্য ধন রায়ভট্ট ও শ্রী হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

পানিহাটি দণ্ডমহোৎসবতলার শ্রীশ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রী মন্দিরের সেবাইত বন্ধু বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন, গত বছর থেকে প্রশাসন অনেক সুন্দরভাবে মেলা ও উৎসব নিয়ন্ত্রণ করছে। লোকসংখ্যা কমে গেলেও যাতে ভক্তরা সুষ্ঠভাবে পুজো দিতে পারে সেই ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রতিবছর জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশীতে এই উৎসব পালিত হয়ে চলেছে। এই বছর উৎসবটি ২০শে জুন ২০২৪ বৃহস্পতিবার পরেছে। সেইদিনে হাজার হাজার ভক্ত সমাগমে পানিহাটি যেন এক বৈষ্ণবতীর্থে পরিণত হবে। বহু ইতিহাসের সাক্ষী এই মেলা। এই পানিহাটি দন্ডমহোৎসব তলা মহাত্মা গান্ধী, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এর মতো প্রমুখ বিখ্যাত ব্যাক্তিত্বের পদধূলিপূর্ণ। প্রতিবছরের ন্যায় শ্রীশ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রী মন্দিরে সকাল চারটে নাগাদ মঙ্গল আরতির মধ্য দিয়ে উৎসবের শুভারম্ভ হবে। এই উৎসবের প্রস্তুতি ২ মাস আগে থেকে শুরু হয়ে যায়। ‘জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশী’ তিথিতে শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু এবং শ্রীশ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর স্মৃতি বিজড়িত শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পদধূলিতে ধন্য ও শ্রী রাধারমণ চরণদাস দেব এবং শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহাশয়ের পদধূলি রঞ্জিত বৈষ্ণব তীর্থ পুণ্যভূমি পানিহাটিতে গঙ্গাতীরবর্তী পানিহাটি দণ্ড মহোৎসবতলায় প্রভু নিত্যানন্দের লীলা সাক্ষী সেই সুপ্রাচীন বটবৃক্ষের ছত্রছায়ায় এবং শ্রীশ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরে প্রত্যেক বছরের ন্যায় মহা সমারোহে শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর ‘দণ্ড মহোৎসব’ পালিত হবে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রচুর ভক্তবৃন্দ এসে উপস্থিত হন।

প্রায় ৫০৮ বছর অতিক্রান্ত এক যুগান্তকারী ঘটনার নিদর্শন বৈষ্ণব জগতের শ্রেষ্ঠ তীর্থ শ্রীপাট পানিহাটি ও শ্রী নিতাই কৃপা মহোৎসব যা কিনা ‘দণ্ড মহোৎসব’ (চিঁড়ার মেলা) নামে সুপরিচিত। আজও সেই প্রাচীন বটবৃক্ষ সাক্ষীস্বরূপ দণ্ডায়মান। এতদুপলক্ষে দুইদিন ব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন, বাউল গান ও বরাহনগর শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রমের রামদাস বাবাজী মহারাজ সম্প্রদায় কর্তৃক ‘দণ্ডমহোৎসব’ লীলাকীর্তনের আয়োজন করে হয়।

এই উৎসব পরিচালনায় থাকে পানিহাটি পৌরসভা ও জেলা প্রশাসন। এই দিনটিতে বাংলা তথা সারা ভারত থেকে বহু ভক্তের সমাগম হয়। মূলমন্দিরে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর পাদচিহ্ন এখনও বর্তমান আছে। এই উৎসবটি সারা ভারত তথা বিদেশে (বাংলাদেশ, আমেরিকা, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া) সাড়ম্বরে পালন করা হয়।

তথ্যসূত্রঃ
১। চৈতন্য চরিতামৃত
২। পানিহাটি দণ্ডমহোৎসব লীলা
৩। সেবাইত বন্ধু বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় (শ্রীশ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রী মন্দির পানিহাটি দণ্ডমহোৎসবতলা)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

সবুজে মোড়া থাক এ পৃথিবী...

আলিপুর বডিগার্ড লাইন্সে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে বৃক্ষরোপন করলেন নগরপাল মনোজ কুমার ভার্মা।

চেতলা পার্কে পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠানে উপস্থিত মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার 'এক পেড় মা কে নাম ' প্রচারে বিক্ষরোপন করলেন।

নিজের কথা ও সুরে, রূপঙ্করের কণ্ঠে পরিবেশ দিবসে বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৫-এ বিশেষ বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গান, প্রকৃতি আর আবেগের মিশেলে তৈরি সেই ভিডিও বৃহস্পতিবার নবান্নর তরফে প্রকাশ করা হয়েছে। চার মিনিট ছয় সেকেন্ডের ওই গানে মুখ্যমন্ত্রীর কথা ও সুরে গেয়েছেন বিশিষ্ট শিল্পী রূপঙ্কর বাগচী। গানের শিরোনাম, 'সবুজ বাঁচাও, সবুজ দেখাও/সবুজের মাঝে বিবেক জাগাও'। শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'সকলকে জানাই বিশ্ব পরিবেশ দিবসের শুভেচ্ছা'। গানটিতে বারবার উঠে এসেছে প্রকৃতি রক্ষার বার্তা। গ্রামের পটভূমিতে নদী, কাশবন, ধানক্ষেত, চা বাগান, পাখি, বাঘ, হাতি, হরিণের মতো বন্যপ্রাণী, সব মিলিয়ে বাংলার প্রকৃতির অনুপম রূপ তুলে ধরা হয়েছে ভিডিও জুড়ে। একটি দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে গঙ্গাসাগরের সবুজ, অন্য এক দৃশ্যে বর্ষার জলে ধুয়ে যাওয়া কলাপাতা। উত্তরবঙ্গের পাহাড়, দক্ষিণের সুন্দরবন, কিংবা সবুজদ্বীপ, প্রতিটি দৃশ্যেই প্রকৃতির সৌন্দর্য্যকে তুলে ধরা হয়েছে গভীর মমতায়। সঙ্গে দেখা যাচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর প্রকৃতিচর্চার খণ্ডচিত্র, যেখানে তিনি গাছ লাগাচ্ছেন, প্রকৃতির মধ্যে হাঁটছেন। এই ভিডিওর মাধ্যমে একদিকে যেমন রাজ্যের পরিবেশ সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তেমনই বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকেও ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে চেয়েছে রাজ্য সরকার। পরিবেশ রক্ষায় সুরেলা এই প্রচেষ্টা সাধারণ মানুষের মন ছুঁয়ে গেছে বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

পুনর্ব্যবহার যোগ্য প্লাস্টিক বাধ্যতামূলকে জোর

নিজস্ব প্রতিবেদন: দূষণ প্রতিরোধে রাজ্য সরকার পুনর্ব্যবহার যোগ্য প্লাস্টিক বাধ্যতামূলক করার উপর জোর দিচ্ছে। প্লাস্টিক দূষণ আটকাতে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পরিবেশ দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে রাজ্য সরকার আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে তিনি একথা জানান। এবছরের অনুষ্ঠানের মূল ভাবনা প্লাস্টিক দূষণ প্রতিরোধ। নিজের ভাষণে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য, পরিবেশ রক্ষায় রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন। এই উদ্যোগের কলকাতায় বায়ু দূষণের হার কমিয়ে আনা এবং নমামী গঙ্গে প্রকল্পের আওতায় হুগলি নদীর দূষণ হারে লাগাম টানার কথা উল্লেখ করেন। পরিবেশ দপ্তর ও রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের চেয়ারম্যান কল্যাণ রুদ্র, পরিবেশ দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব রোশনি সেন, পরিবেশ দপ্তরের সদস্য সচিব জগদীশ প্রসাদ মীনা, পশ্চিমবঙ্গ, পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রাপ্ত প্রফেসর অজয় কুমার রায়, পশ্চিমবঙ্গ জীববৈচিত্র্য বিভাগের চেয়ারম্যান হিমাদ্রী শেখর দেবনাথ প্রমুখ পরিবেশ রক্ষার গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন। গাছে জল দান করে এই অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। এই অনুষ্ঠানে রাজ্যের প্রায় ৪০টি স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রী এবং বহু শিল্পপতি আমন্ত্রিত ছিলেন।

পরিবেশ রক্ষায় সম্মিলিত বার্তা

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে অঙ্গীকারবদ্ধ নেতারা

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'এ বিশ্বকে এ-শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি',সুকান্ত ভট্টাচার্যের সেই চিরন্তন উচ্চারণেই যেন প্রতিধ্বনি মিলল বৃহস্পতিবার। বিশ্ব পরিবেশ দিবসে দেশের রাজনৈতিক মহলের শীর্ষনেতারা পরিবেশ রক্ষার বার্তা দিলেন, নিলেন দায়বদ্ধতার অঙ্গীকার।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি ডা. সুকান্ত মজুমদার তাঁর এক্স মাধ্যমে লেখেন, 'এই বিশ্ব পরিবেশ দিবসে, আসুন আমরা পরিবেশ রক্ষা এবং আমাদের সময়ের গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমাদের সম্মিলিত দায়িত্ব পুনর্ব্যক্ত করি। সবুজকে বাঁচিয়ে রাখতে এবং স্থায়ী ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য তৃণমূল পর্যায়ে অক্লান্ত পরিশ্রমকারী সকল ব্যক্তি এবং সম্প্রদায়ের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।' অন্যদিকে, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও এক্স মাধ্যমে বলেন, 'বিশ্ব পরিবেশ দিবসে, আসুন আমরা আমাদের গ্রহকে রক্ষা করার, অপচয় কমানোর, গাছ লাগানোর এবং স্থায়ীত্বকে আলিঙ্গন করার অঙ্গীকার করি। প্রতিটি ছোট পদক্ষেপই সবুজ ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ!' বিজেপির তথ্য ও প্রযুক্তি শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত অরুণা রায়চৌধুরীও লেখেন, 'গাছ লাগান প্রাণ বাঁচান, পলিথিন ব্যাগ বর্জন করুন, আবর্জনা নির্দিষ্ট পাত্রে ফেলুন, শৌচাগার ব্যবহার করুন। আমার আপনার সম্মিলিত প্রয়াসই গড়ে তুলতে পারে স্বচ্ছ পরিবেশ। বিশ্ব পরিবেশ দিবসে সকলকে শুভেচ্ছা।' সকলের কণ্ঠে একই বার্তা, সবুজ ভবিষ্যৎ গড়তেই হবে, সবাইকে নিয়ে, একসঙ্গে।

কাঁচরাপাড়ায় যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন: যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল বীজপুর থানার কাঁচরাপাড়া পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের বাগদী পাড়া রোডের বেদ পুকুর পাড় এলাকায়। মৃত যুবকের নাম সুমিত মুখোপাধ্যায় ওরফে শুভ (৩০)। তিনি নৈহাটির একটি হোটেলে কাজ করতেন। বুধবার রাতে বীজপুর থানার পুলিশ নিজের ঘর থেকে যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। যুবককে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে স্ত্রী-সহ শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর দু'য়েক আগে এলাকার বাসিন্দা স্নেহা রায়ের সঙ্গে প্রণয়ের বিবাহ হয়েছিল সুমিতের। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দাম্পত্য কলহ লেগেই থাকত। এমনকি সুমিতকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করার অভিযোগও উঠেছে স্ত্রী-সহ শ্বশুর-শ্বাশুড়ির বিরুদ্ধে। মৃতের মা মাধবী মুখোপাধ্যায়ের অভিযোগ, ছেলেকে মেরে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার দু'জনের মধ্যে অশান্তি হয়। স্ত্রী ফোন করে তাঁর বাবা মাকে ডাকিয়ে আনে। স্ত্রী-সহ শ্বশুর ও শাশুড়ি অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেছে। এমনকি তিনজন মিলে সুমিতকে বেধড়ক পিটিয়েছে। চিৎকার চেঁচামেচি শুনে আশেপাশের লোকজন ছুটে এসে ঠেকায়। বুধবার দুপুরে ওর স্ত্রী হয়তো সুমিতকে চূড়ান্ত অপমান করেছে নাহলে শাসিয়েছে। এতেই হয়তো সুমিত আত্মহননের পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছেন বলে জানান এক প্রতিবেশী। স্থানীয়রা জানান, বুধবার সন্ধেয় স্ত্রী এসে ডাকাডাকি করে। কিন্তু কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখেন তাঁর স্বামী সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলছে। ঘটনায় জড়িতদের শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন এলাকাবাসী। রাতেই মৃত যুবকের মা মাধবী মুখোপাধ্যায় বীজপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

গ্রামীণ নিকাশি পরিকাঠামো উন্নয়নে ৪১০ কোটি টাকার প্রকল্পের সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: গ্রামাঞ্চলের নিকাশি, জঞ্জাল অপসারণ-সহ সামগ্রিক পরিকাঠামো উন্নয়নে রাজ্য সরকার মিশন নির্মল বাংলা প্রকল্পের আওতায় একাধিক প্রকল্প হাতে নিচ্ছে। নিকাশি, জঞ্জাল অপসারণ এবং ধূসর জল ব্যবস্থাপনার মতো একাধিক খাতে মোট ৪১০ কোটি টাকার প্রকল্প রূপায়ণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, এই অর্থে গ্রামীণ পরিকাঠামোর দ্রুত উন্নয়নের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মৌলিক নাগরিক সুবিধা পৌঁছে দিতে জোর দেওয়া হচ্ছে।

গত ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে এই খাতে রাজ্যে প্রায় ৮৫০ কোটি টাকার পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে। এবছর সেই তুলনায় আরও বেশি কাজের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে সরকার। চলতি আর্থিক বছরের শুরুতেই ৫০ কোটি টাকার প্রকল্পে কাজ শুরু হয়েছে। এবার নেওয়া হচ্ছে আরও ৪০০ কোটি টাকার নতুন প্রকল্প। এই অর্থের ৬০ শতাংশ দেবে কেন্দ্র এবং ৪০ শতাংশ রাজ্য সরকার। 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পর মাধ্যমে ১২ লক্ষ উপভোক্তাকে পাকা বাড়ি নির্মাণে সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে সাড়ে ৬ লক্ষ বাড়িতে 'মিশন নির্মল বাংলা'র আওতায় শৌচাগার তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। প্রথম দফায় ৩৬ হাজার উপভোক্তাকে এই সংক্রান্ত অর্থ বরাদ্দ করা হবে, যার খরচ এই ৪১০ কোটি টাকার প্রকল্প থেকেই মেটানো হবে। পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে ধূসর জল ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিশেষ জোর দিচ্ছে সরকার। পাশাপাশি, আগামী ৮ জুন বিশ্ব মহাসাগর দিবস উপলক্ষে গোসাবায় ঝএকটি সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করছে পঞ্চায়েত দপ্তর।

করুণাময়ী থেকে বিকাশ ভবন পর্যন্ত চাকরিহারা গ্রুপ সি এবং ডি-র শিক্ষাকর্মীদের প্রতিবাদ মিছিল।

ধর্মতলায় তোলা বৃষ্টির ছবি।

দখলদারি'মুক্ত করে আবাসন প্রকল্পের পথ সুগমে উদ্যত রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: সরকারি জমিতে অবৈধ দখলদারি রুখে আবাসন নির্মাণের কাজে সুগম করতে বড় পদক্ষেপ নিতে চলেছে রাজ্য সরকার। হাউসিং বোর্ড সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিম বর্ধমান, জলপাইগুড়ি ও হুগলি, এই চার জেলায় মোট ৬১.০৮৭ একর জমির উপর বিস্তৃত সমীক্ষা চালানো হবে। ইতিমধ্যে 'টপোগ্রাফিক' ও 'কনট্যুর' সমীক্ষার জন্য বিভিন্ন সংস্থার কাছ থেকে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।

রাজ্য হাউসিং বোর্ডের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, রাজ্য চালিত এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল জমির সঠিক ব্যবস্থাপনা, দখলদারিকে প্রতিহত করা এবং আবাসন প্রকল্পের পথ সুগম করা। আটটি মৌজায় এই সমীক্ষা চালানো হবে। এর মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় দুটি পৃথক জমির পরিমাণ যথাক্রমে ৩.৬৭৭ ও ২৩.০৩৯ একর, পশ্চিম বর্ধমানে ২১.৩৬১ একর, জলপাইগুড়িতে ৮.২২ একর এবং হুগলিতে ৪.৭৯ একর জমির উপর সমীক্ষা হবে। প্রকল্পে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে, যেমন 'টোটাল স্টেশন' ও 'ডিফারেনশিয়াল জিপিএস' ব্যবস্থার সাহায্যে নির্ভুল ম্যাপিং ও কনট্যুর ম্যাপ তৈরি করা হবে। ড্রেনেজ ও পরিকাঠামো পরিকল্পনার জন্য আউটফল পয়েন্ট নির্ধারণও এই সমীক্ষার অংশ।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, জমির খতিয়ান ও মৌজা ম্যাপের সঙ্গে মিলিয়ে যেকোনও নির্মাণকাজের বিস্তারিত নথিভুক্ত করাও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের সহযোগিতায় এই কাজ হবে।বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মতো ঘনবসতিপূর্ণ জেলায় জমি নিয়ে বিরোধ বা স্থানীয় প্রতিরোধ প্রকল্পে সমস্যা তৈরি করতে পারে বলেও মনে করা হচ্ছে। তবে রাজ্যের তরফে তিন মাসের মধ্যে এই সমীক্ষা শেষ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, যা এই প্রকল্পের গুরুত্ব ও তৎপরতাকে স্পষ্ট করে। হাউসিং বোর্ডের এই উদ্যোগের মাধ্যমে অব্যবহৃত জমিগুলিকে গৃহনির্মাণে কাজে লাগিয়ে নতুন আবাসন হাব গড়ে তোলার দিকে এগোচ্ছে রাজ্য। স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় এবং জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির মাধ্যমে যাতে প্রকল্পে কোনও বিলম্ব না হয়, সেদিকে নজর রাখা হবে। নিউটাউন-রাজাহাট এলাকায় থাকা ৩৪টি ফাঁকা জমি কীভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, তা নির্ধারণ করতে হাউজিং বোর্ড বাজারে চাহিদা, জমির মূল্য বিচার করতে পৃথক সমীক্ষা চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বছরের প্রথম 'জিরো শ্যাডো ডে' দেখল কলকাতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বছরের প্রথম 'জিরো শ্যাডো ডে' দেখল কলকাতা। বৃহস্পতিবার বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ ছোট হতে শুরু করে ছায়া। বেলা ১১টা ৩৪ মিনিট ৫৭ সেকেন্ড, ঠিক তখনই কায়ার সঙ্গে ছায়া পুরোপুরি মিলেমিশে এক হয়ে গিয়ে ছায়াশূন্য হয়ে যায় মহানগর। এমন দিনকে, জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের পরিভাষায়, বলা হয় 'জিরো শ্যাডো ডে'। ২৩.৫ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ ও ২৩.৫ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে থাকা যে কোনও অঞ্চলই বছরে

দু'বার এমনভাবে কিছুক্ষণের জন্য ছায়াশূন্য হয়। সঙ্গে এও জানানো হয়, কলকাতা এবছর প্রথম বারের জন্য এই অভিজ্ঞতা পেল। এরপর মাস খানেক পর আগামী ৭ জুলাই সকাল ১১টা ৪১ মিনিট ২৪ সেকেন্ডে কলকাতা আরও একবার ছায়াশূন্য হবে। এ বছরে প্রথম বার কলকাতার এমন 'জিরো শ্যাডো ডে' নিয়ে বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামের বিজ্ঞান আধিকারিক বিপাশ দাশগুপ্ত বলেন, 'জ্যোতির্বিজ্ঞান এই বিষয়টিকে অস্বাভাবিক হিসেবে দেখে না। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে বিষয়টি অবাক করা। আসলে ছোট হতে হতে কিছুক্ষণের জন্য ছায়ার এমন ভাবে মিলিয়ে যাওয়ার এই ঘটনা তো প্রতিদিন ঘটে না।'

অপারেশন সিঁদুরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, বিধানসভায় প্রস্তাব পাশের সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: অপরেশন সিঁদুরে ভারতীয় সেনা বাহিনীর কৃতিত্বের জন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়ে রাজ্য বিধানসভায় একটি প্রস্তাব আনা হচ্ছে। আগামী মঙ্গলবার বিধানসভার অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে এই সরকারি প্রস্তাব নিয়ে দু'ঘণ্টা আলোচনা হবে বলে রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, আগামী সোমবার থেকে বিধানসভার পরবর্তী অধিবেশন শুরু হচ্ছে। সপ্তাহ দু'য়েক চলবে অধিবেশন। দ্বিতীয় দিনেই ওই প্রস্তাবের উপর আলোচনা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ওই দিনের আলোচনায় অংশ নেবেন বলে অধ্যক্ষ জানিয়েছেন। বিধানসভার অধিবেশন শুরুর আগে বৃহস্পতিবার প্রথা মেনে সর্বদলীয় বৈঠকের আয়োজন করা হয়। যদিও প্রধান বিরোধী দল বিজেপি তাদের ঘোষিত অবস্থান অনুযায়ী ওই বৈঠক বয়কট করেন। তবে উপস্থিত ছিলেন আইএসএফ এর একমাত্র বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। বিধানসভার অধিবেশনে মুর্শিদাবাদ ও মালদার একাধিক এলাকায় সাম্প্রতিক অশান্তি নিয়ে আলোচনা চেয়ে প্রস্তাব আনার পরিকল্পনা করেছে বিজেপি। এই প্রসঙ্গে অধ্যক্ষকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'বিধিমাফিক প্রস্তাব এলে তা বিবেচনা করা হবে।'

এই অধিবেশনে ওবিসি সংরক্ষণ সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিল পেশ করা হতে পারে। সূত্রের খবর, রাজ্য সরকারের তরফে এই বিল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। পাশাপাশি, রাজ্যপাল একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিল আটকে রেখেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এই প্রেক্ষিতে সরকার পক্ষ থেকে একটি সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাব আনার কথাও শোনা যাচ্ছে। বিধানসভার একাধিক স্থায়ী কমিটির রিপোর্টও এই অধিবেশনে উপস্থাপিত হবে বলে জানা গিয়েছে। প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও নীতি নির্ধারণ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় এই রিপোর্টগুলিতে স্থান পাবে। ফলে এই অধিবেশন রাজনৈতিক মতপার্থক্য ছাড়াও একাধিক বাস্তবমুখী ও প্রশাসনিক আলোচনার ক্ষেত্র হতে চলেছে।

ভাইপোর বিকৃত যৌনলালসা সহ্য করতে না পেরেই শ্বাসনালী কেটে হত্যা!

পুলিশি জেরায় খুনের কথা স্বীকার করলেন মৃতের কাকা ও কাকিমা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: গত পাঁচ বছর ধরে ভাইপোর বিকৃত যৌন লালসার শিকার হয়ে আসছিল কাকিমা। মানসিক এবং শারীরিকভাবেও নির্যাতন করা হচ্ছিল তাকে। অবশেষে এই নির্যাতন সহ্য করতে না পেরেই নিজেই ভাইপোকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। যদিও পরবর্তীতে ওই মহিলার স্বামীও ভাইপো খুনের ঘটনায় জড়িয়ে পড়েন। ১৮ মে যেদিন রাতে নিখোঁজ হয়েছিল ভাইপো সাদ্দাম নাদাপ (৩৬)। সেদিন রাতেই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন এলাকার ওই মহিলা তার বাবার একটি নির্মীয়মাণ বাড়িতেই ভাইপোকে গলা কেটে খুন করে। অন্ধকার ঘরে অন্তরঙ্গ মুহূর্তের সময় আচমকায় বালিশের নিচে লুকিয়ে রাখা ধারালো চাকু দিয়েই গলা কাটা হয় ভাইপোর। আর তখন ওই বাড়িতে লুকিয়ে ছিল ওই মহিলার স্বামী রহমান নাদাপ। মালদার ব্যবসায়ী ঠিকাদার সাদ্দামকে খুনের ঘটনার পর তার কাকিমা ও কাকাকে

গ্রেপ্তার করে সর্বশেষ জেরায় এমন তথ্য জানতে পেরেছে পুলিশ। যদিও এই খুনের ঘটনায় বহিরাগত কোনো দুষ্কৃতীদের সাহায্য নেয়নি ওই দম্পতি। শুধুমাত্র আক্রোশ এবং অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতেই পথের কাঁটা ভাইপোকে এভাবে খতম করে কাকিমা নিজেই। গলা কেটে খুন করার পর ওই মহিলার স্বামী রক্তাক্ত মৃতদেহর হাত, পা বেঁধে নির্মীয়মাণ বাড়ির একটি দেওয়ালের কুঠুরিতে প্লাস্টিকে মুড়িয়ে ঢুকিয়ে দেয়। তার ওপর সিমেন্ট, বালি দিয়ে ঢেকে দেয়। এমনকী, সারারাত ধরে নির্মীয়মাণ ওই বাড়ির একটি ঘরের রক্ত পরিষ্কার করে স্বামী-স্ত্রী দুজন মিলে। বুধবার রাতে একটানা জেরার পর ধৃত মৌমিতা হাসানের স্বামী রহমান নাদাপকে গ্রেপ্তার করেছিল ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার তাকে মালদা আদালতে পেশ করে তদন্তকারী পুলিশ কর্তারা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৮ মে যেদিন সন্ধ্যা রাতে নিখোঁজ হয়েছিল ঠিকাদার ব্যবসায়ী সাদ্দাম নাদাপ। সেদিন ট্রেনে করে দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটে যাওয়ার কথা ছিল। ট্রেন লেট থাকায় ওইদিন রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ কাকিমার বাবার বাড়িতে পৌঁছয় সাদ্দাম। এরপর ওই রাতেই একটি নির্মীয়মাণ বাড়ির ঘরে কাকিমার সঙ্গে যৌনলীলায় লিপ্ত হয় ভাইপো সাদ্দাম। সেই সময় বালিশের তলায় ধারালো অস্ত্র রেখেছিল তার কাকিমা। পরিস্থিতি বুঝে আচমকাই অন্ধকারের মধ্যে সাদ্দামের গলায় ধারালো অস্ত্র চালিয়ে শ্বাসনালী কেটে দেন মৌমিতা হাসান।

প্রাথমিক জেরায় ধৃত ওই দম্পতি পুলিশকে জানিয়েছে, তপন এলাকার মৌমিতা হাসানের বাবার ওই বাড়িতে কেউ ছিল না। মৌমিতার বাবা-মা, ভাই তাদের অন্য একটি বাড়িতে ছিলেন। সেই বাড়ির দূরত্ব ঘটনাস্থল থেকে প্রায় ৫০ মিটার। ওরা ভেবেছিল মালদা ইংরেজবাজার শহর থেকে দূরে কোনও জায়গায় এই অপরাধ সংগঠিত করলে কেউ জানতে পারবে না। প্রাথমিক তদন্তে ধৃত ওই দম্পতি পুলিশকে জানিয়েছে, ১৮ মে গভীর রাতে এই খুনের ঘটনাটি ঘটে। সেদিন গভীর রাতে প্রচন্ড ঝড়, বৃষ্টি হয়েছিল। ফলে রাস্তা দিয়ে ভাইপো সাদ্দামকে কাকিমার বাবার বাড়িতে ঢুকতে আশেপাশের লোকজন দেখেনি। বিদ্যুৎ না থাকার কারণেই আশেপাশের কোনও সিসিটিভি ফুটেজ সেভাবে ছবিও পাওয়া যায়নি। তবে এটা যে পরিকল্পিত খুন, সেটা অবশ্য ধৃত ওই দম্পতি স্বীকার করেছে।

পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত মৌমিতা জানিয়েছেন, তিনি একাই তার ভাইপোর গলা কেটেছেন। কোনও বহিরাগত দুষ্কৃতীর সাহায্য নেওয়া হয়নি। গত চারবছর ধরে বিকৃত যৌন চাহিদা মেটাতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। শুধু তাই নয়, মাস কয়েক ধরে স্বামী সন্তানকে ছেড়ে বিয়ের চাপ দিচ্ছিল ভাইপো। এমনকী প্রতিদিন কাজের ফাঁকে দুই থেকে তিনবার করে যৌন চাহিদা মেটাতে হত ভাইপোর। পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, ধৃতদের পুলিশি হেপাজতে নিয়েই ঘটনার তদন্ত চালানো হচ্ছে।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে অন্য চিত্র

শৌচকর্ম যত্রতত্র খোলা জায়গায়! কমিউনিটি শৌচালয়ের দরকার কী?

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: শৌচকর্ম পুকুরপাড়ে, নিকাশিনালা কিংবা যত্রতত্র খোলা জায়গায়! ঢাকঢোল পিটিয়ে, মহা ধুমধামে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে যখন 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' পালিত হচ্ছে, ঠিক তখনই এহেন ছবি সামনে এসেছে, যা ভীষণই লজ্জার!

২০২৫ সালে পৌঁছেও 'এগিয়ে' থাকা বাংলার 'এগিয়ে' থাকা বাঁকুড়ার মতো একটি শহরের কিছু মানুষ শৌচকর্ম সারছেন পুকুরপাড়ে, নিকাশিনালা কিংবা যত্রতত্র খোলা জায়গায়! তাহলে বাঁকুড়াকে 'গ্রিন সিটি' গড়ে তোলার নামে কোটি কোটি টাকা খরচ করা আর 'কমিউনিটি শৌচালয়' তৈরির দরকারটাই বা কী? প্রশ্ন তুলছেন শহরবাসী।

খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, বাঁকুড়া পুরসভার ৬ ও ২০ নম্বর ওয়ার্ড এলাকার একটি অংশের মানুষের নিকাশিনালা থেকে পুকুর পাড়ে মলত্যাগ করা নিত্যদিনের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এমন পরিস্থিতি রাস্তা দিয়ে পেরনোই দায়, দুর্গন্ধের চোটে নাক চাপা দিয়ে যাতায়াত করছেন মানুষ। 'কমিউনিটি শৌচালয়' আর 'আসুন সবাই শপথ করি উন্মুক্ত শৌচ মুক্ত বাঁকুড়া গড়ি' স্লোগান সহ 'উন্মুক্ত স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করলে তাৎক্ষণিক ১০০ টাকা জরিমানা' করার কথা বলে বোর্ড টাঙিয়ে দায় সেরেছে পুরসভা। কোনও নজরদারি নেই, এমনটাই অভিযোগ ওই এলাকার অনেকের।

স্থানীয় বাসিন্দা টুম্পা সূত্রধর জানান, মানুষ এখনও সচেতন নয়। বেশ কয়েকটি শৌচাগার রয়েছে, তারপরেও একটি অংশের মানুষ যত্রতত্র মলত্যাগ করছেন। এবিষয়ে পুরসভার আরও বেশি নজরদারি দরকার বলে তিনি জানান। বিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মী জয়দেব চন্দ্র 'গ্রিন সিটি' প্রকল্পের বাস্তবায়ন নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। তিনি বলেন, মানুষের যেখানে সাধারণ চাহিদা পূরণ হচ্ছে না, সেখানে পরিবেশ দিবস পালন তো হাস্যকর ব্যাপার। এবিষয়ে পুরসভাকেই দায়িত্ব নিতে হবে বলে তিনি জানান।

বাঁকুড়া পুরসভার পুরপ্রধান অলকা সেন মজুমদারকে এবিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, মানুষ এখনও সচেতন নয়। বারবার ওই বিষয়ে মানুষকে সচেতন করা হবে। তারপরেও কাজ না হলে পুর আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি জানান।

আইসিডিএস কেন্দ্রে নিম্নমানের খাবার বিলির অভিযোগে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: আইসিডিএস কেন্দ্রের রান্না করা খাবারের মান এতটাই খারাপ যে তা দীর্ঘদিন ধরেই মুখে তোলা যায় না বলে অভিযোগ। প্রতিবাদে বিক্ষোভ স্থানীয়দের।

স্থানীয়দের দাবি, খিচুড়ি ও তরকারিতে কাঁচা সবজি দেওয়া হয় না বললেই চলে। ডালের অবস্থাও তথৈবচ। অত্যন্ত নিম্নমানের সেই খাবারও মাঝেমধ্যে আইসিডিএস কর্মীদের অবহেলায় পুড়ে যায়। সেই পোড়া খাবারই দেওয়া হয় উপভোক্তাদের। স্থানীয়দের দাবি, আইসিডিএস কেন্দ্র থেকে দেওয়া খাবার মুখে তোলার যোগ্য থাকে না অধিকাংশ দিন। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন স্থানীয়রা। ব্লক প্রশাসন একাধিকবার সরেজমিনে আইসিডিএস কেন্দ্রে গিয়ে তদন্তও করে।

স্থানীয়দের দাবি, তদন্তের সময় কয়েকদিন আইসিডিএস কেন্দ্রে রান্নাবান্নার মান কিছুটা ভালো হয়। কিন্তু কয়েকদিন যেতে না যেতেই ফের রান্নার মানের হাল ফিরে যায় নিজস্ব ছন্দে। এরই প্রতিবাদে বাঁকুড়া লাদনা গ্রামের আইসিডিএস কেন্দ্রে এবার বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন স্থানীয় উপভোক্তারা।

আইসিডিএস কর্মীর দাবি, বরাদ্দ অনুযায়ী যতটা সম্ভব ভালো মানের খাবার দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। নিম্নমানের খাবার দেওয়ার অভিযোগ ভিত্তিহীন। বিষয়টি নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক দায় ঠেলাঠেলি। বিজেপির দাবি, তৃণমূল নেতারা আইসিডিএস কেন্দ্রের বরাদ্দ থেকেও কাটমানি নেন। আর তার জেরেই নিম্নমানের খাবার দিতে বাধ্য হচ্ছেন আইসিডিএস কেন্দ্রগুলি। তৃণমূল পালটা এই ঘটনার দায় ঠেলেছে বিরোধী বিজেপি ও সিপিএমের ঘাড়ে। উল্লেখ্য, বাঁকুড়া ২ নম্বর ব্লকের লাদনা আইসিডিএস কেন্দ্রে প্রসূতি ও শিশু মিলিয়ে মোট উপভোক্তার সংখ্যা ১০৬ জন।

জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে গুলি চলল মুর্শিদাবাদে, আহত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, মুর্শিদাবাদ: নওদা থানার কোদালকাটি এলাকায় বৃহস্পতিবার সকালে গুলি চালানোর ঘটনায় এক যুবক আহত হয়েছেন। আহতর নাম আজিজ মণ্ডল (২৫)। তাঁকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জমি নিয়ে দু'পক্ষের সংঘাতের জেরে ঘটনাটি ঘটে। বচসার মাঝেই গুলি চলে। সেখানেই আজিজ মণ্ডল নাম ওই যুবক আহত হন। যুবকের পায়ে গুলি লেগেছে বলে খবর। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে প্রথমে আমতলা গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে তাঁকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়।

জানা গিয়েছে, আজিজ মণ্ডল এদিন সকালে নিজের চাষের জমিতে কিছু কাজের জন্য যাচ্ছিলেন। পাশেরই অন্য একজনের পাটের জমির উপর দিয়ে যাওয়ার সময় কিছু ক্ষতি হয়। এই নিয়ে দুই জমির মালিকের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। বিবাদ বাড়লে আরও লোকজন ঘটনাস্থলে জড়ো হন।

বিবাদ চরমে উঠলে দুই পক্ষের মধ্যেই মারামারি শুরু হয়। তার মধ্যেই হঠাৎ করে গুলি চলে। মারামারির ঘটনায় আরও কয়েকজন আহত হন। আহতদের আমতলা গ্রামীণ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। গুলি চালানোর ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আহ্বানে মেচেদায় শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেব-এর শঙ্খানন্দ মন্দিরে একটি চন্দনবৃক্ষ রোপণ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির শেষে প্রভু শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের আরতি ও গো-মাতার সেবাও করলেন বিরোধী দলনেতা। তিনি বলেন, 'বিশ্ব উষ্ণায়ন রোধ করতে বৃক্ষরোপণই একমাত্র পথ। প্রত্যেকে গাছ লাগান। প্লাস্টিক বর্জন করুন। সকলে মিলে আগামী প্রজন্মের স্বার্থে আরও সবুজ, পরিছন্ন, প্লাস্টিকবর্জিত, দূষণমুক্ত একটি সুন্দর পরিবেশ গড়ে তুলতে অঙ্গীকারবদ্ধ হই।'

পরিবেশ দিবসে সিউড়িতে পরিবেশ রক্ষায় শপথবাক্য পাঠ করালেন জেলাশাসক

মিলন গোস্বামী

বীরভূম: 'পরিচ্ছনতাই পবিত্রতা'- মহাত্মা গান্ধির এই দর্শনকে পাথেয় করে বীরভূম জেলা জুড়ে পরিবেশ দিবসে পরিবেশ রক্ষায় সকলকে এগিয়ে আসার ডাক দিলেন বীরভূমের জেলাশাসক বিধান রায়। বৃহস্পতিবার বীরভূম জেলা প্রশাসন ভবন চত্বরে মহাত্মা গান্ধির প্রতিকৃতির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জেলাশাসক। গাছ লাগিয়ে পদযাত্রার সূচনা করেন জেলাশাসক বিধান রায়। তিনি বলেন, বীরভূম জেলা প্রশাসন জেলা পরিষদ সহ জেলার ছটি পুরসভা, ত্রিস্তরীয় গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে নানা কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। জেলাশাসকের কার্যালয় হতে সিধু কানহু মঞ্চ পর্যন্ত এই উপলক্ষে একটি পদযাত্রা বের হয়। সিধু কানু মঞ্চে দাঁড়িয়ে পরিবেশ দিবসে পরিবেশ রক্ষায় উপস্থিত সকলকে শপথ বাক্য পাঠ করান জেলাশাসক বিধান রায়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী, অতিরিক্ত জেলা শাসক (উন্নয়ন) নীতু শুক্লা, অতিরিক্ত

জেলাশাসক (সাধারণ) বিশ্বজিৎ মোদক, অতিরিক্ত জেলাশাসক (বীরভূম জেলা পরিষদ) কৌশিক সিনহা-সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা। জেলা প্রশাসনের পাশাপাশি বিভিন্ন গণসংগঠন ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকেও পরিবেশ দিবস উদযাপিত হয়।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন জেলা পরিষদে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: জেলা পরিষদের বন ও ভূমি দপ্তর ও জেলা বন দপ্তরের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার পালিত হল বিশ্ব পরিবেশ দিবস। এদিন জেলা পরিষদের নীলদর্পণ সভা কক্ষে দিনটি পালিত হয়। পাশাপাশি একটি আলোচনা সভার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী, জেলা পরিষদের বন ও ভূমির কর্মাধ্যক্ষ এটিএম আবদুল্লা ওরফে রনি, অধ্যক্ষ আরসাদ উদ জামান, মেন্টর ধীমান রায়, কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক শাহাজী-সহ অন্যান্যরা। এদিন জেলা পরিষদ ভবনের বাগানে বৃক্ষরোপণ করেন এদিনের অনুষ্ঠানে মূল উদ্যোক্তা এটিএম আবদুল্লা সহ অন্যান্যরা।

ইসিএলের উদ্যোগে বিশ্ব পরিবেশ দিবসে বৃক্ষরোপণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: বিশ্ব পরিবেশ দিবস প্রতি বছর ৫ জুন সারা বিশ্বে পালিত হয়। জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি এই দিবসের আয়োজন করে। এই দিবসটি পরিবেশ রক্ষার জন্য সচেতনতা তৈরি করতে এবং পরিবেশগত সমস্যাগুলি মোকাবিলায় রাজনৈতিক কর্মোদ্যোগকে উৎসাহিত করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস দূষণ নিয়ন্ত্রণে সচেতনতা বাড়াতে সাহায্য করে। এই দিবসটি প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন বন, জল, মাটি এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরে তেমনই বিশ্ব পরিবেশ

দিবস জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করতে সহায়তা করে।

বৃহস্পতিবার পাণ্ডবেশ্বরের জোয়ালভাঙা খোলামুখ খনি প্রাঙ্গণে ৫০০টি গাছের চারা রোপণ করার সংকল্প নিয়েছে, এদিন প্রায় ১০০র অধিক গাছের চারা রোপণ করা হয়। ইস্টার্ন কোল্ড ফিল্ড লিমিটেডের পাণ্ডবেশ্বরের জোয়ালভাঙা খোলামুখ খনিতে কয়লা উত্তোলনের বরাত পাওয়া একটি বেসরকারি সংস্থার অফিসার ও কর্মীরা এদিন বৃক্ষরোপণ করেন। বেসরকারি সংস্থাটির সিনিয়র ম্যানেজার সঞ্জয় মজুমদার জানান, আগামী দিনে এলাকায় আরও বৃক্ষরোপণের কর্মসূচি রয়েছে। পাশাপাশি এলাকার যে সমস্ত খনিতে কয়লা উত্তোলনের পর মাটি-ভরাট করা হয়েছে সেই সব জায়গাগুলিকে চিহ্নিত করে প্রচুর পরিমাণে বৃক্ষরোপণ করা হবে বলে তিনি জানান। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সিনিয়র ম্যানেজার সঞ্জয় মজুমদার, প্রজেক্ট হেড জিতেন্দ্র কুমার সিনহা ও কোলিয়ারির এজেন্ট একে পান্ডে প্রমুখ।

'মা-বোনেদের ওপর অত্যাচারে একেবারে ঘুসকে মারেঙ্গে'

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টে নাগাদ ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে পাণ্ডবেশ্বরের কেন্দ্রা অঞ্চলে অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য উদযাপনের জন্য একটি তিরঙ্গা যাত্রা বের করা হয়। মিছিল শেষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তেওয়ারি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'যে ভাবে ভারতীয় সেনা পহেলগাঁওয়ের জঙ্গিহানার বদলা নিয়েছে, একেবারে পাকিস্তানে ঢুকে জঙ্গির ঘাঁটি নিকেশ করেছে। এখানেও বিজেপির নেতা কর্মীদের মা ও বোনেদের ওপর যারা অত্যাচার করবে, তাদের একেবারে ঘুসকে মারেঙ্গে।' এই তিরঙ্গা যাত্রা পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার কেন্দ্রা অঞ্চলের বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু হয়ে কেন্দ্রা গ্রাম পরিক্রমা করে। এই মিছিলে প্রায় ২০০ থেকে ২৫০ জন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা এই পা মেলান। প্রধানত বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারির নেতৃত্বে এই তিরঙ্গা মিছিল বের করা হয়। এই মিছিলে ভারতের জাতীয় পতাকার সঙ্গে নিয়ে এবং ভারত দেশের স্লোগান দিয়ে এই মিছিল করা হয় ও সেনাবাহিনীদের সম্মান জানিয়ে এই তিরঙ্গা যাত্রা করা হয় বলে জানান জিতেন্দ্র তিওয়ারি।

স্বাধীনতা সংগ্রামী তথা শিক্ষা আন্দোলনের জনক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মূর্তি উন্মোচন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বৃহস্পতিবার হরিপাল বিধানসভার অন্তর্গত বন্দিপুর পাতকোয়াতলায় ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বার্তাবাহক, জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রধান পুরোহিত, 'ডন' সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা বন্দিপুরের বীরসন্তান শ্রদ্ধেয় আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুণ্য জন্মদিনে তাঁর জন্মভিটায় এই কৃতী বঙ্গ সন্তানের আবক্ষ মূর্তি স্থাপন ও তাঁর আবরণ উন্মোচনের একটি অনুষ্ঠান ও প্রভাতফেরির আয়োজন করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী বেচারাম মান্না জানালেন, 'অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। দেরিতে হলেও এই স্বাধীনতা সংগ্রামীর ভারতের শিক্ষা আন্দোলনের জনক সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের আবরণ মূর্তি উন্মোচন করা হল। শিক্ষা নিয়ে তাঁর অবদান অনেক আছে। তাঁর জন্মভিটে সংরক্ষণ করা হয়েছে। জন্মভিটেতে মিউজিয়াম বা অন্য কিছু করা যায় আমরা সরকারকে বলেছি এবং এখানে অনেক শিক্ষা জগতের ব্যক্তিত্বরা আছেন এমপি, বিধায়ক, জেলাশাসক আছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য আছেন, আছেন অনেকে। হরিপাল অনেক মনীষীদের পিঠস্থান। একটা একটা করে আমরা এবার তাদের ইতিহাস বার করব। সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় শিক্ষা আন্দোলনের মাধ্যমে অনেক কিছু দিয়েছেন। তাঁকে আমরা সারা জীবন স্মরণ করব। আগামী প্রজন্মের কাছে সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কী অবদান ছিল সেসব তুলে ধরাই আমাদের লক্ষ্য।'

এই পবিত্র দিনে মূর্তির আবরণ উন্মোচিত অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলাশাসক মুক্তা আর্য, সাংসদ মিতালি বাগ, বিধায়ক ডাঃ করবী মান্না, জেলা সভাধিপতি রঞ্জন ধাড়া, ডঃ ভাস্কর গুপ্ত (উপাচার্য, জেআই এস ইউনিভার্সিটি, কলকাতা), প্রফেসর অমিয় কুমার পান্ডা (উপাচার্য, রানি রাসমণি গ্রিন ইউনিভার্সিটি), প্রফেসর অসিত কুমার মিত্র (সেক্রেটারি, ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন, পশ্চিমবঙ্গ), এসপি গ্রামীণ কামনাশিস সেন সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

মমতা সরকারে থাকলে, অনুব্রতর মতো লোকেদের রমরমা বাজার থাকবে: লকেট

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: অনুব্রত মণ্ডলের মাথায় দিদির হাত আছে। বীরের সম্মান দিয়ে রেখেছেন। মা-বোনকে নিয়ে অকথ্য ভাষায় কথা বলছেন। অথচ পুলিশ কিছু করতে পারছে না। এখানেই বোঝা যাচ্ছে এ রাজ্যে পুলিশের ক্ষমতা কোথায় আর অনুব্রত

মণ্ডলের মতো লোকেরা, যারা সন্ত্রাস করছে তাদের ক্ষমতা কোথায়। যতদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার থাকবে, ততদিন এদের মতো লোকেদের রমরমা বাজার থাকবে। এতবার পুলিশের পক্ষ থেকে নোটিস দেওয়ার পরেও থানায় যাননি না। এটা সাহস ছাড়া কিচ্ছু না। পুরুলিয়ায় দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হতে একথা বললেন লকেট চ্যাটার্জি। এদিন তিনি বলেন, যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য কোনও সুবিচার হয়নি। যোগ্য-অযোগ্যদের বাছাই করা হয়নি বলে তাঁদের জীবন এবং জীবিকা দুটোই নষ্ট করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আগামী ২৬ এর নির্বাচনে তাঁরা জবাব দেবেন। ভোটের আগে তাঁদের ভালো ভালো কথা বলা হবে, ভোট পেরনোর পর সব ভ্যানিশ।

বেঙ্গালুরুতে পদপিষ্টের ঘটনা প্রসঙ্গে লকেট চ্যাটার্জি বলেন, এই ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। সরকারের আগাম ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল। বিরোধীরা কেউ কোনও উচ্চবাচ্য করছে না। আজকে বিজেপিশাসিত রাজ্যে হত, তা হলে সবাই রেরে করে উঠত।

পুরনো প্রথা ফেরানোর উদ্যোগ বিষ্ণুপুরে

দশহরা পুজোয় প্রাথমিক স্কুলে ঘুড়ি ও সুতো বিলি শিক্ষকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: রাঢ় বাঁকুড়ায় জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের দশমী তিথিতে দশহরা ব্রত পালন করে মনসা পূজা করা হয়। এই সময় এখানে ঘুড়ি ওড়ানো হয়। মনসা পূজার অঙ্গ হল অরন্ধন। রাঢ়ে চৈতন্যদেবের সময় মনসাকে মা দুর্গার এক রূপ মনে করা হত। তবে বর্তমান সময়ে অ্যান্ড্রয়েডের যুগে দশহরা পুজো থাকলেও, ঘুড়ি উড়ানোর প্রবণতা কমেছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।

কচিকাঁচারা সময় পেলেই হাতে

মোবাইল নিয়ে বসে পড়ে কেউ গেম খেলে, কেউ ভিডিও, কেউ বা আবার রিল ভিডিও বানাতে ব্যস্ত। ঘুড়ি কী ভাবে ওড়াতে হয় সেই বিষয়টাই দিন দিন বিলুপ্ত হতে বসেছে। তবে এবার বিষ্ণুপুরের চৌকান সাঁওতাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এক অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রদের জন্য নিজের টাকা খরচ করে ঘুড়ি ও সুতো কিনে নিয়ে আসেন। প্রত্যেক ছাত্রর হাতে একটি করে ঘুড়ি ও সুতো তুলে দেন।

তিনি মনে করেন, মোবাইলে ভালোর দিক থাকলেও শিশুরা সেটা খারাপ ভাবেই ব্যবহার করছে। তাই শিশুদের মোবাইলের ওপর আসক্ত কমানোর জন্য তাঁদের এই উদ্যোগ। দশহরার দিন ঘুড়ি ওড়ানোর পুরনো ঐতিহ্য থেকে একটা সময় তাঁরাও প্রচুর পরিমাণে ঘুড়ি উড়িয়েছেন। যাতে শিশুরাও এই প্রথা ভুলে না যায়, তাদের মধ্যে আবার যাতে ফিরে আসে পুরনো দিনের খেলাধুলো এবং কালচার তাই তাদের হাতে ঘুড়ি তুলে দিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

কর্নাটক সরকারকে তোপ সম্বিত পাত্রর

নয়াদিল্লি, ৫ জুন: আরসিবি-র বিজয় উৎসবে পদপিষ্ট হয়ে প্রাণহানির ঘটনায় কর্নাটক সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সম্বিত পাত্র। কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে উভয়ের পদত্যাগ দাবি করেছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সম্বিত পাত্র বলেন, 'বিসিসিআই সভাপতি এবং আইপিএল চেয়ারম্যান বলেছেন, তারা এই ধরণের কোনও ঘটনার কথা জানেন না। আগেও বিজয় মিছিল করা হয়েছে। কিন্তু বিজয় মিছিল সর্বদা জয়ের কমপক্ষে ২ দিন পরে অনুষ্ঠিত হত। এই সময়ের ব্যবধানে সঠিক ভিড় ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। মুখ্যমন্ত্রী এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিজয় মিছিলের জন্য বাধ্য করেছিলেন এবং এই সমস্ত ব্যবস্থা মাত্র ১২ ঘণ্টার মধ্যে করা হয়েছিল এবং ফলাফল ১১ জনের মৃত্যু।' সম্বিত পাত্র আরও বলেছেন, 'আল্লু অর্জুনের সিনেমার প্রদর্শনীর সময় যখন পদপিষ্টের ঘটনা ঘটে, তখন তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। কর্নাটক সরকার তাকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেয়। আল্লু অর্জুনের গ্রেপ্তারের একই নীতিতে কি ডিকে শিবকুমার এবং সিদ্দারামাইয়াকে গ্রেপ্তার করা হবে?'

দিল্লি এইমসে ধানুকা প্রতীক্ষালয়ের উদ্বোধন

নয়াদিল্লি, ৫ জুন: দিল্লির এইমস-এ ধানুকা প্রতীক্ষালয়ের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। বৃহস্পতিবার যজ্ঞ ও পূজার্চনার মাধ্যমে এই প্রতীক্ষালয়ের উদ্বোধন করা হয়।

এর আগে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী এইমস প্রাঙ্গণে 'এক পেড় মা কে নাম' এর অংশ হিসাবে একটি গাছ লাগান। মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা এদিন বলেন, '২০১৪ সালের আগে, এই হাসপাতালটি বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল। গত ১০ বছরে, এইমসের সুযোগ-সুবিধা উন্নত হয়েছে। আমি ধানুকা গ্রুপকে তাদের সিএসআর উদ্যোগ হিসেবে এই প্রতীক্ষালয়ের জন্য অভিনন্দন জানাই।'

১২টি দেশের নাগরিকদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ৫ জুন: আমেরিকায় প্রবেশের ক্ষেত্রে ১২টি দেশের নাগরিকদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বুধবার একটি নির্বাহী আদেশে সই করেন ট্রাম্প। জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়ে চিন্তা করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে হোয়াইট হাউজ সূত্রে খবর। এছাড়া আরও সাতটি দেশের নাগরিকদের ওপর আংশিক ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে। যে সব দেশগুলি নিষেধাজ্ঞার তালিকায় রয়েছে, সেগুলি হল; আফগানিস্তান, মায়ানমার, চাদ, কঙ্গো, ইকুয়েটোরিয়াল গিনি, ইরিত্রিয়া, হাইতি, ইরান, লিবিয়া, সোমালিয়া, সুদান ও ইয়েমেন। এছাড়া, আরও সাতটি দেশের ওপর আংশিক ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন ট্রাম্প। দেশগুলি হল, বুরুন্ডি, কিউবা, লাওস, সিয়েরা লিওন, টোগো, তুর্কমেনিস্তান ও ভেনেজুয়েলা। নির্দেশিকা অনুযায়ী, ৯ জুন থেকে নিষেধাজ্ঞার নির্দেশিকা কার্যকর হবে। ওয়াইট হাউসের অফিসিয়াল পেজের এক ভিডিও বার্তায় ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, আমরা এমন কোনও দেশের জন্য দরজা খুলে রাখতে পারি না যারা আমাদের ক্ষতি করতে চায়। সেই কারণেই আমি ইয়েমেন, সোমালিয়া, হাইতি, লিবিয়া এবং আরও অনেক দেশের উপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে একটি নতুন নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করছি। ঘোষণায় আরও বলা হয়েছে, ঘোষণার আগে ইস্যু করা ভিসাগুলির বৈধতা থাকবে, সেগুলো বাতিল করা হবে না।

সংশোধনী

শ্রদ্ধা এজেন্সিজ প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত) এর সম্পদ বিক্রয় সংক্রান্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ এই সংবাদপত্রে **মঙ্গলবার ৩ জুন ২০২৫** সংস্করণে প্রকাশিত সম্পর্কিত কিছু সংশোধনী ইস্যু করা হয়েছে নিম্নোক্ত মতে : দুইটি ব্লকের ই-নিলাম এর সময় নিম্নোক্ত মতে পড়তে হবে :

ব্লক - এ কর্পোরেট ডেটর চালু সংস্থা হিসেবে, যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে, যা আছে ভিত্তিতে, যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে এবং কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত ২০১৬ সালের আইবিবিআই লিকুইডেশন রেগুলেশন এর রেগুলেশন ৩২(ই) সংস্থান অধীনে কোনও দায়বদ্ধতা ব্যতীত। **কর্পোরেট ডেটরের অধিকাংশ সম্পদ :** সম্পদের ব্লক (নিরীক্ষিত ব্যালেন্সিট আর্থিক বর্ষ ২০২১-২২ বুক ভ্যালু অনুযায়ী), দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ এবং অগ্রিম-(আইএনআর) ৬৩,৬১.১৮৭; লেনদেন আদায়যোগ্য -(আইএনআর) ৪১,১৭.৮২০; নগদ এবং নগদ সমপরিমাণ -(আইএনআর) ১৮,৭২,৯১৭; স্বল্প মেয়াদী ঋণ এবং অগ্রিম- (আইএনআর) ১১,৮০,৯৭,৩২৪; অন্যান্য চালু সম্পদ -(আইএনআর) ১১,১৩,২৩৯। মোট বুক ভ্যালু (আইএনআর) ১৩,১৫,৬২,৪৮৭ টাকা।	০৩.০৭.২০২৫ সকাল ১১.৩০টা থেকে দুপুর ১.৩০ টা পর্যন্ত (৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে)
ব্লক -বি **কর্পোরেট ডেটরের অধিকাংশ সম্পদ :** সম্পদের ব্লক (নিরীক্ষিত ব্যালেন্সিট আর্থিক বর্ষ ২০২১-২২ বুক ভ্যালু অনুযায়ী), দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ এবং অগ্রিম-(আইএনআর) ৬৩,৬১.১৮৭; লেনদেন আদায়যোগ্য -(আইএনআর) ৪১,১৭.৮২০; নগদ এবং নগদ সমপরিমাণ -(আইএনআর) ১৮,৭২,৯১৭; স্বল্প মেয়াদী ঋণ এবং অগ্রিম- (আইএনআর) ১১,৮০,৯৭,৩২৪; অন্যান্য চালু সম্পদ -(আইএনআর) ১১,১৩,২৩৯। মোট বুক ভ্যালু (আইএনআর) ১৩,১৫,৬২,৪৮৭ টাকা।	০৩.০৭.২০২৫ দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত (৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে)

(ব্লক - বি এর নিলাম উদ্যোগ/শুরু হবে কেবল ব্লক-এ এর নিলাম ব্যর্থ হলে)

বিক্রয় নোটিশের অন্যান্য নিয়ম এবং শর্তাদি অপরিবর্তিত থাকবে। আরও তথ্যের জন্য সম্ভাব্য ডাকদাতারা নিম্নস্বাক্ষরকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

মনীশ জৈন, লিকুইডেটর
শ্রদ্ধা এজেন্সিজ প্রা. লি. (দেউলিয়াগ্রস্ত) বিষয় সম্পর্কিত
রেজিস্ট্রেশন নং : IBBI/IPA-001/IP-P00582/2017-2018/11023
রুম নং ৩০৩, ৪র্থ তল, ২বি, গ্রান্ট লেন, বজরং ভবন
লাল বাজার বাটা দোকানের কাছে, কলকাতা-১২
মোবাইল ০৯৮৩০২৪৮৬৮৪/৮৫৮২৮০৬২২১

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৬/০৬/২০২৫

इंडियन बैंक Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১

দাবি নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

১. **সঞ্জীব কুন্ডু,** ফ্ল্যাট নং ২সি, নলিনি অ্যাপার্টমেন্ট, প্রেমিসেস ৩৮৮, উপেন ব্যানার্জি রোড, উপেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি রোড, পো. এবং থানা - পর্ণশ্রী, কলকাতা - ৭০০০৬০
স্থায়ী ঠিকানা - সঞ্জীব কুন্ডু, পিতা শ্রী মৃত্যুঞ্জয় কুন্ডু, গ্রাম - বলরামপুর, রোড - বরঝুরি মোড়, বেলিয়াটোর, পো. বেলিয়াটোর, থানা - বড়জোরা, সিটি/টাউন - বাঁকুড়া, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, পিন - ৭২২২০৩।

২. **দুলালি কুন্ডু,** ফ্ল্যাট নং ২সি, নলিনি অ্যাপার্টমেন্ট, প্রেমিসেস ৩৮৮, উপেন ব্যানার্জি রোড, উপেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি রোড, পো. এবং থানা - পর্ণশ্রী, কলকাতা - ৭০০০৬০
স্থায়ী ঠিকানা - দুলালি কুন্ডু, স্বামী শ্রী মৃত্যুঞ্জয় কুন্ডু, গ্রাম - বলরামপুর, রোড - বরঝুরি মোড়, বেলিয়াটোর, পো. বেলিয়াটোর, থানা - বড়জোরা, সিটি/টাউন - বাঁকুড়া, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, পিন - ৭২২২০৩।

বিষয় : আপনার ঋণ অ্যাকাউন্ট সঞ্জীব কুন্ডু এবং দুলালি কুন্ডু - এ/সি-৫০৫০৬০৮৮৬২৭ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, গড়িয়াহাট শাখার সাথে - রেজি.

আপনাদের মধ্যে ১ম এবং ২য় জন একটি ব্যক্তিগত / মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান / অংশীদারিত্ব সংস্থা / কোম্পানি। আপনাদের মধ্যে ১ম এবং ২য় জন এখন বা যেকোনো সংশ্লিষ্ট সময়ে ঋণগ্রহীতাগণ। আপনাদের মধ্যে প্রথম এবং দ্বিতীয় জন হলেন বন্ধকদাতা (গণ) যারা আপনাদের উভয়ের দ্বারা গৃহীত ঋণ অ্যাকাউন্টে নিরাপত্তা হিসাবে তাদের সম্পদ জামিন রেখেছেন। আপনাদের উভয়ের অনুরোধে, ব্যাঙ্কিং ব্যবসার সময়, নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি অনুমোদিত হয়েছিল এবং আপনারা উভয়েই তা গ্রহণ করেছিলেন।

সুবিধার প্রকৃতি	সীমা
হোম লোন BR/GHT/ADV/19-20/1044A	২৫.০০ লাখ টাকা

আপনাদের মধ্যে প্রথম এবং দ্বিতীয়জন নিম্নোক্ত নথিগুলি দাখিল করেছেন প্রতিটি সুবিধার জন্য :

সুবিধার প্রকৃতি	নথির প্রকৃতি
হোম লোন	১. ১৬/১১/২০১৯ তারিখের অনুমোদন টিকিট এবং অনুমোদন টিকিটের নিয়ম এবং শর্তাবলীর স্বীকৃতি
	২. ১৬/১১/২০১৯ তারিখের দাবি প্রতিশ্রুতি নোট
	৩. গৃহ ঋণের জন্য মেয়াদী ঋণ চুক্তি
	৪. ন্যায্য বন্ধক তৈরির জন্য মালিকানা দলিল জমা দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে বন্ধকদাতার পত্র ।

উক্ত ঋণের পরিশোধ ফ্ল্যাট নং ২সি, ৩য় তল, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে, নলিনী অ্যাপার্টমেন্ট, উপেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি রোড, পো এবং থানা - পর্ণশ্রী, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০৬০, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত প্রায় ৯২৪ বর্গফুট আয়তনের সম্পত্তি (গুলি) বন্ধক/দায়বদ্ধ। এই সম্পত্তিতে ২টি বেডরুম, ১টি রান্নাঘর, ১টি ড্রয়িং-কাম ডাইনিং রুম, ১টি টয়লেট, ১টি ডব্লিউসি লবি এবং ১টি ব্যালকনি রয়েছে যা নীচের তফসিলে দেওয়া হয়েছে।

বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও আপনাকে সুদের সাথে একত্রে অর্থ প্রদানের আহ্বান জানানো হয়েছে; আপনারা সবাই এবং আপনারা যারা যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে দায়বদ্ধ তারা প্রত্যেকেই বকেয়া অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন এবং খেলাপি করেছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার দ্বারা জারি করা সম্পদের শ্রেণীবিভাগ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী/নির্দেশিকা অনুসারে **২৯.০৫.২০২৫** থেকে ঋণ অ্যাকাউন্টটিকে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।

***০৪.০৬.২০২৫ তারিখে আপনার দ্বারা প্রদেয় বকেয়া নিম্নরূপ :

অ্যাকাউন্ট নং	বুক ব্যালান্স	সুদ	মোট
৫০৫০৬০৮৮৬২৭	১৮,৬৮,২৩৫.২৪ টাকা	৮৪,৩৩৮.০০ টাকা	১৯,৫২,৬৭২.২৪ টাকা
	মোট		**১৯,৫২,৬৭২.২৪ টাকা**

আর্থিক সম্পদের নিরাপত্তা ও পুনর্গঠন এবং নিরাপত্তা সুদের আইন ২০০২-এর অধীনে ঋণগ্রহীতা শব্দের অর্থ হল যে কোনও ব্যক্তি যাকে ব্যাঙ্কের দ্বারা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে বা যিনি কোনও গ্যারান্টি দিয়েছেন বা প্রদত্ত আর্থিক সহায়তার জন্য নিরাপত্তা হিসাবে কোনও বন্ধকী /দায়বদ্ধ করেছেন ব্যাংকের নিকট।

অতএব, আপনাকে এবং প্রত্যেককে **০৪.০৬.২০২৫ অনুযায়ী** বকেয়া পরিমাণ **১৯,৫২,৬৭২.০০ টাকা (উনিশ লাখ বাহান্ন হাজার ছশো বাহাত্তর টাকা) সুদ সহ** সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত দাবি নোটিশ পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে জারি করা পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত। যা ব্যর্থ হলে উক্ত আইনের অধীনে আপনার কাছে আর কোনো উল্লেখ ছাড়াই ব্যাঙ্ক নিরাপত্তা সুদের প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে। আপনি যদি এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আপনার দায় পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে ব্যাঙ্ক আইনের ধারা ১৩ (৪) অধীন এই তফসিলে দেওয়া সুরক্ষিত সম্পদের সাহায্যে তার প্রয়োগকারী অধিকার প্রয়োগ করবে।

এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মেয়াদ শেষ হলে এবং আপনারা দাবি মেনে চলতে ব্যর্থ হলে, ব্যাঙ্ক আইনের অধীনে তার অধিকার প্রয়োগের জন্য দখল নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। অনুগ্রহ করে নোট করুন যে উক্ত আইনের ১৩(১৩) ধারা অধীনে বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোন উপায়ে সুরক্ষিত সম্পদের কোন স্থানান্তর (এখানে তফসিল দেওয়া হয়েছে), ব্যাঙ্কের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়া এই নোটিশের তারিখের পরে করতে পারবেন না।

উল্লেখ করা বাহুল্য যে এই নোটিশটি ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও প্রতিকারের প্রতি বিরূপতা ছাড়াই আপনাকে জানানো হয়েছে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই নোটিশটি ডিআরটি/ডিআরএটি/আদালতের ডিআরটি/আরও-এর সমীপে বিচারাধীন থাকা এবং প্রাপ্ত আদেশ/ডিক্রির বাস্তবায়নের সাথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যাঙ্কের অধিকারের প্রতি কোনো ক্ষতি না করেই জারি করা হয়েছে।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে বকেয়া বিল ছাড়, ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি এবং আপনার পক্ষে ইস্যু করা এবং প্রতিষ্ঠিত ক্রেডিট লেটারগুলির পাশাপাশি অন্যান্য আনুষঙ্গিক দায়গুলির অধীনে উদ্ভূত দায়গুলি পরিশোধ করার জন্য ব্যাঙ্ক আপনাকে আহ্বান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

''আমরা সারফেসি আইনের ধারা ১৩(৮) এর বিধান এবং সেখানে প্রণীত বিধিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যার অধীনে আপনার সিকিউরিটিজ থেকে মুক্তি পাওয়ার অধিকারের সাথে সম্পর্কিত''।

নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার জন্য ব্যাংকের যথাযথভাবে অনুমোদিত অফিসার এবং উপরোক্ত ধারা ১৩ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে।

জামিনদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত তফসিল নিম্নোক্ত মতে :

বন্ধকদত্ত সম্পদ : সেরাসাই অ্যাসেট আইডি : ২০০০৭৩৮২০৫৯৪ : সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইডি : ৪০০০৭২৪৫৬৫৬২।

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২সি,সুদৃশ্য টাইলস এর মেঝে, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ৯২৪.০০ বর্গফুট তিনতলায় অবস্থিত দক্ষিণ-পূর্ব দিকে, বহুতল ভবন , নলিনী অ্যাপার্টমেন্ট, প্রেমিসেস নং ৩৮৮, উপেন ব্যানার্জি রোড (পুরসভা প্রেমিসেস নং ৮৬১, উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং স্বার্থ জমির চাতালের উক্ত ফ্ল্যাট এর সকলের ব্যবহারের এলাকা , তৌজি নং ৩৪৬, আরএস নং ৮৩, জেএল নং ২, সিএস খতিয়ান নং ১৫৪০, সিএস দাগ নং ৩০৪, আরএস খতিয়ান নং ৬৩৪১২, আরএস দাগ নং ৩০৪/১৪৫৫, পো : পর্ণশ্রী, কলকাতা : ৭০০০৬০, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ওয়ার্ড নং ১৩১, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন।

স্বত্বাধিকারী : শ্রী সঞ্জীব কুন্ডু এবং শ্রীমতি দুলালী কুন্ডু।

চৌহদ্দি : উত্তরে : গঙ্গোত্রী নিবাস, **দক্ষিণে :** আশুতোষ রায়ের ভবন, **পূর্বে :** শ্রী পান্নালাল সিকদারের খালি জমি, **পশ্চিমে :** ১২ ফুট চওড়া কেএমসি রোড।

তারিখ : ০৪.০৬.২০২৫, স্থান : কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

বিক্রয়/ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

রিকন ইঞ্জিনিয়ার্স (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড ইন লিকুইডেশন

CIN : U45201WB1988PTC045417

রেজিস্টার্ড ঠিকানা : ২২৭, কমলালয় সেন্টার, ১৫৬এ লেনিন সরণী, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০১৩
কোম্পানিটি ১৭/১২/২০২৪ তারিখের মাননীয় এনসিএলটি আদেশ অনুসারে আই.এ.(আইবিসি) (এলআইকিউ.)/ ৩০ (কেবি) ২০২৪ এবং সি.পি. (আইবি)/২০১(কেবি) ২০২১ অনুসারে লিকুইডেশন অধীনে রয়েছে।

কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার সম্পদ **''চালু সংস্থা (এসসিসি কর্তৃক নির্দেশিত)'' ''যেখানে যেমন আছে'', ''যেখানে যা আছে'', ''যেমন অবস্থায় আছে'' এবং ''কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত''** রেগুলেশন ৩২(ই) অনুসারে বিক্রি করা হবে এবং মাননীয় এনসিএলটি কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক ১৭.১২.২০২৪ তারিখের আদেশ অনুসারে **মাননীয় এনসিএলটি কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক নিযুক্ত লিকুইডেটর শ্রী সঞ্জীব ঝুনঝুনওয়ালা** কর্তৃক আইবিবিআই লিকুইডেশন প্রক্রিয়া রেগুলেশন ২০১৬ এর রেগুলেশন ৩২(এ) এর অধীনে জমি, উদ্ভিদ এবং যন্ত্রপাতি সমন্বিত একটি স্বতন্ত্র ভিত্তিতে (ভূমি, উদ্ভিদ এবং যন্ত্রপাতি সমন্বিত) আদেশ নং **IA(IBC)(LIQ.)/30 (KB)2024** সংযুক্ত **C.P (IB) 201/KB/2021** অনুযায়ী। বিক্রয়টি নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://baanknet.com** এর মাধ্যমে সম্পাদিত হবে।

ক্রম নং	বিবরণাদি	ব্লক-এ	ব্লক - বি, সি এবং ডি
১.	ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথি এবং বিক্রয় নোটিশ প্রকাশের তারিখ :	৬ জুন ২০২৫	৬ জুন ২০২৫
২.	সম্ভাব্য ডাকদাতাগণ বৈদ্যুতিন নিলাম প্ল্যাটফর্ম মাধ্যমে ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড এর ধারা ২৯এ অধীনে উপযুক্ততার ঘোষণা সহ সম্পর্কিত নথি দাখিল করবেন :	৬ জুন ২০২৫ সকাল ১১ টা থেকে ২৫ জুন ২০২৫ বিকেল ৫ টার মধ্যে	৬ জুন ২০২৫ সকাল ১১ টা থেকে ২৫ জুন ২০২৫ বিকেল ৫ টার মধ্যে
৩.	নিলাম প্রক্রিয়াধীন সম্পদের পর্যবেক্ষণ এবং অবধারণ:	৭ জুন ২০২৫ সকাল ১১ টা থেকে ২৬ জুন ২০২৫ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত আগাম অনুমোদন সাপেক্ষে	৭ জুন ২০২৫ সকাল ১১ টা থেকে ২৬ জুন ২০২৫ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত আগাম অনুমোদন সাপেক্ষে
৪.	সম্ভাব্য ডাকদাতাগণ ব্যাঙ্কনেট অকশন প্ল্যাটফর্ম মারফত বায়না জমা (ইএমডি) দাখিল করবেন :	৮ জুন ২০২৫ সকাল ১১ থেকে ২৭ জুন ২০২৫ বিকেল ৫ টার মধ্যে	৮ জুন ২০২৫ সকাল ১১ থেকে ২৭ জুন ২০২৫ বিকেল ৫ টার মধ্যে
৫.	নিলামের তারিখ এবং সময় :	ওয়েব পোর্টালে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে উপলব্ধ https://baanknet.com অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **৩০ জুন ২০২৫ (সোমবার) সকাল ১১ থেকে বেলা ২টো পর্যন্ত (৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে) বিক্রয় সম্পাদিত হবে।**	ওয়েব পোর্টালে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে উপলব্ধ https://baanknet.com অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **১ জুলাই ২০২৫ (মঙ্গলবার) সকাল ১১ থেকে বেলা ২টো পর্যন্ত (৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে) বিক্রয় সম্পাদিত হবে।**
৬.	লিকুইডেটরের ঠিকানা এবং ইমেল :	সিদ্ধা ওয়েস্টন, ৯ ওয়েস্টন স্ট্রিট, স্যুট নং ১৩৪, কলকাতা ৭০০০১৩ cirp.reacon@gmail.com	

কর্পোরেট ডেটরের সম্পদসমূহের বিক্রি নিম্নোক্ত মতে :

পরিমাণ (টাকা) লাখ

লট নং	সম্পদের বিবরণ	নিলামের তারিখ এবং সময়	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য
	২০১৬ সালের আইবিবিআই লিকুইডেশন প্রক্রিয়া রেগুলেশন এর রেগুলেশন ৩২(ই) অধীনে কর্পোরেট ডেটরের চালু সংস্থা (দায়মুক্ত) সম্পদসমূহের বিক্রয় সম্পাদিত হবে।				
ব্লক এ	**কর্পোরেট ডেটরের সম্পদ বিক্রি চালু সংস্থা হিসেবে (এসসিসি কর্তৃক পরামর্শক্রমে), 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে', 'যে অবস্থায় আছে', এবং 'পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত'** ২০১৬ সালের আইবিবিআই লিকুইডেশন রেগুলেশন এর রেগুলেশন ৩২(ই) অধীনে সম্পাদিত হবে। গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের সিডি ইপিসি ঠিকাদার এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থায়ী সম্পদ প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি অবস্থিত - ১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ লিজ অধীন জমি পরিমাণ আনুমানিক ৫ একর জমি (কমবেশি) প্লট নং ৩ (অংশ), খতিয়ান নং ২৭, জেএল নং ৪৮, মৌজা : হেতাডোবা, থানা : ফরিদপুর, পো অফিস : দুর্গাপুর ৪, জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস -দুর্গাপুর, জেলা : বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ। ২. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এরিয়া পরিমাণ আনুমানিক ১.৮৩ হেক্টর জমি (কমবেশি) অবস্থিত সার্ভে নং ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৮ এবং ৩৯, গ্রাম - দুন্দাস পয়েন্ট, ফেরারগঞ্জ তহশিল, জেলা : দক্ষিণ আন্দামান অধীন। ৩. প্ল্যান্ট মেশিনারি -দিল্লিতে অবস্থিত : ইএসআইসি হসপিটাল, মা আনন্দময়ী মার্গ, ওখলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, ফেজ-১, নিউ দিল্লি : ১১০০২০। কলকাতা অফিশ : ১২৪ বি, লেনিন সরণি, কলকাতা : ৭০০০১৩। ৪. জামিন এবং আর্থিক সম্পদ (এমইএস এবং টেন্ডার নথি তে উল্লিখিত অনুযায়ী অন্যান্য বিস্তারিত থেকে বিবাদ সে বিশ্বাস এবং নগদ এবং নগদ সমপরিমাণ ব্যতীত)	ওয়েব পোর্টালে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে উপলব্ধ https://baanknet.com অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ৩০ জুন ২০২৫ (সোমবার) সকাল ১১ থেকে বেলা ২টো পর্যন্ত (৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে) বিক্রয় সম্পাদিত হবে।	**৬৩২ লাখ**	**৬৩ লাখ**	**১০ লাখ**
	কর্পোরেট ডেটরের সম্পদ বিক্রি সম্পদ স্ট্যান্ডালোন ভিত্তিতে (জমি, ভবন, প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি সহ ২০১৬ সালের আইবিবিআই লিকুইডেশন প্রসেস রেগুলেশন এর রেগুলেশন ৩২(এ) অধীনে যেখানে যেমন আছে, যা আছে, যে অবস্থায় আছে এবং কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত ভিত্তিতে। (ব্লক এ এর নিলাম ব্যর্থ হলেই কেবল ব্লক বি সি এবং ডি এর নিলাম শুরু হবে) (ব্লক এ এর নিলাম সফল হলে ব্লক বি সি এবং ডি এর নিলাম বাতিল হবে)				
ব্লক - বি	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ লিজ অধীন জমি এরিয়া পরিমাণ আনুমানিক ৫ একরজমি (কমবেশি) প্লট নং ৩ (অংশ), খতিয়ান নং ২৭, জেএল নং ৪৮, মৌজা : হেটেডোবা,থানা : ফরিদপুর, পো অফিস : দুর্গাপুর ৪, জেলা : সাব রেজিস্ট্রি অফিস-দুর্গাপুর, জেলা : বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ।	ওয়েব পোর্টালে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে উপলব্ধ https://baanknet.com অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ১ জুলাই ২০২৫ (মঙ্গলবার) সকাল ১১ থেকে বেলা ২টো পর্যন্ত (৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে) বিক্রয় সম্পাদিত হবে।	**৪৪০ লাখ**	**৪৪ লাখ**	**৫ লাখ**
ব্লক - সি	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির এরিয়া পরিমাণ আনুমানিক ১.৮৩ হেক্টর জমি (কমবেশি) অবস্থিত সার্ভে নং ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৮ এবং ৩৯, গ্রাম : দুন্দাস পয়েন্ট, ফেরার গঞ্জ তহশিল , জেলা দক্ষিণ আন্দামান।		**১৮৪ লাখ**	**১৮.৪ লাখ**	**৫ লাখ**
ব্লক - ডি	প্ল্যান্ট মেশিনারি দিল্লিস্থিত :- ইএসআইসি হসপিটাল, মাআনন্দ ময়ী মার্গ, ওখলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, ফেজ-১,নিউ দিল্লি-১১০০২০। কলকাতা অফিস : ১২৪ বি,লেনিন সরণি, কলকাতা : ৭০০০১৩।		**৮ লাখ**	**০.৮ লাখ**	**১ লাখ**

নিয়ম এবং শর্তাদি :

১. উপরে উল্লেখিত তফসিলে উল্লেখিত সম্পদের বিবরণ লিকুইডেটরের সর্বোচ্চ তথ্যের ভিত্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, তবে এই ঘোষণায় কোনও ত্রুটি বা বাদ পড়ার জন্য লিকুইডেটর দায়ী থাকবেন না।
২. নিলামে তোলা সম্পদের ক্ষেত্রে সরকার বা অন্য কারও কাছে কোনও চার্জ, লিয়েন, দায়বদ্ধতা বা অন্য কোনও পাওনার জন্য লিকুইডেটর দায়ী থাকবেন না। আগ্রহী দরদাতাকে সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা সম্পর্কে স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, যার মধ্যে রয়েছে আইনগত দায়, সম্পত্তি করের বকেয়া, বিদ্যুৎ বকেয়া ইত্যাদি।
৩. ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিতে সমস্ত সম্পদের বিবরণ এবং আইনি প্রভাব, যদি থাকে, তা নিলামে অংশগ্রহণের আগে বাধ্যতামূলকভাবে দেখা উচিত।
৪. স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে যে, এই আমন্ত্রণপত্রটি সম্ভাব্য দরদাতাদের আমন্ত্রণ জানানোর উদ্দেশ্যে এবং বিক্রয় কার্যকর করার জন্য লিকুইডেটর বা কোম্পানির পক্ষ থেকে কোনও ধরণের বাধ্যবাধকতা তৈরি করে না। লিকুইডেটর কোনও কারণ দর্শানো ছাড়াই এবং কোনও দায়বদ্ধতা ছাড়াই প্রক্রিয়াটি বাতিল বা পরিবর্তন করার এবং / অথবা কোনও আগ্রহী পক্ষ / সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী / দরদাতাকে গ্রহণ বা অযোগ্য ঘোষণা করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।
৫. ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্কাপ্সি কোড, ২০১৬ এবং এর অধীনে প্রণীত প্রবিধানের বিধান সাপেক্ষে বিক্রয় হবে। যোগ্য দরদাতারা **https://baanknet.com** পোর্টালে ই-নিলামে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড যোগ্য দরদাতাদের ইমেলের মাধ্যমে ব্যবহারকারীর আইডি এবং পাসওয়ার্ড প্রদান করবে।
৬. ই-নিলাম কঠোরভাবে **''যেখানে যেমন আছে'', ''সেখানে যা আছে'', ''সেখানে যা কিছু আছে''** এবং **''রিকোর্স ব্যতীত ভিত্তিতে''** পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে। নিলামের সমস্ত শর্তাবলী **https://baanknet.com** এ উপলব্ধ ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
৭. **cirp.reacon@gmail.com** তে লিখিত অনুরোধ প্রাপ্তির পর ০৪.০৬.২০২৫ থেকে ২২.০৬.২০২৫ পর্যন্ত সম্পদ/সাইট পরিদর্শনের যথাযথ পর্যবেক্ষণ এবং পরিদর্শন করা যাবে।
৮. সম্ভাব্য দরদাতাদের একটি অঙ্গীকারপত্র জমা দিতে হবে যে তারা প্রযোজ্য পরিমাণে কোডের ধারা ২৯এ এর অধীনে কোনও অযোগ্যতার শিকার নন এবং যদি কোনও পর্যায়ে অযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে জমা করা জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৯. উপরে উল্লিখিত রিজার্ভ মূল্যে জিএসটি, অন্যান্য কর, স্ট্যাম্প এবং বিক্রয়ের উপর প্রযোজ্য অন্য কোনও চার্জ বাদ দেওয়া হয়েছে।
১০. সম্ভাব্য দরদাতাদের ইলেকট্রনিক নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্কাপ্সি কোডের ধারা ২৯এ এর অধীনে যোগ্যতার ঘোষণা সহ প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দিতে হবে।
১১. সম্ভাব্য দরদাতাদের শুধুমাত্র ব্যাংকনেট নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) জমা দিতে হবে।
১২. যদি সর্বোচ্চ দরদাতা উপরে উল্লেখিত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি সহ অযোগ্য বলে প্রমাণিত হন, তাহলে ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে।
১৩. ''ব্লক বি, ব্লক সি, ব্লক ডি'' এর অধীনে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত এবং সক্রিয় করা হবে যদি ''ব্লক-এ'' এর অধীনে ই-নিলাম ব্যর্থ হয়।
১৪. ব্লক বি, ব্লক সি এবং ব্লক ডি এর নিলাম স্ট্যান্ডালোন ভিত্তিতে একটি সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে।
১৫. আইবিবিআই লিকুইডেশন রেগুলেশন, ২০১৬ এর রেগুলেশন ৩২(ই) অনুসারে চলমান বিক্রয়, এমইএস এবং অন্যান্যদের কাছ থেকে নগদ এবং নগদ সমতুল্য এবং বিবাদ সে বিশ্বাস নিষ্পত্তির পরিমাণ বাদে বিস্তারিত টেন্ডার নথিতে পাওয়া যাবে।
১৬. কোনও স্পষ্টীকরণের ক্ষেত্রে, **www.ibbi.gov.in**-এ উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং নির্দেশিকা নথিগুলি উল্লেখ করা যেতে পারে। এছাড়াও, আপনি ফোন নম্বর +৯১ ৮২৯১২২০২২০ অথবা ইমেল আইডি **support.baanknet@psballiance.com**-এ যোগাযোগ করতে পারেন।
১৭. সময়সীমার যেকোনো পরিবর্তন ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।
১৮. যেকোনো প্রশ্নের জন্য, লিকুইডেটরের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করুন **শ্রী ঋষি মুরারকা ইমেল cirp.reacon@gmail.com**।

সঞ্জীব ঝুনঝুনওয়ালা
লিকুইডেটর
মেসার্স রিকন ইঞ্জিনিয়ার্স (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড বিষয় সম্পর্কিত
(লিকুইডেশন প্রক্রিয়ার অধীনে)
রেজি নং : IBBI/IPA-001/IP-P00325/2017-18/10595
এএফএ ৩০/০৬/২০২৫ পর্যন্ত বৈধ
ই-মেইল আইডি : cirp.reacon@gmail.com
ঠিকানা : সিদ্ধা ওয়েস্টন, ৯ ওয়েস্টন স্ট্রিট, স্যুট নং ১৩৪, কলকাতা-৭০০০১৩

তারিখ : ০৬.০৬.২০২৫
স্থান : কলকাতা

LEGAL NOTICE

Land of Jai Balaji Industries Limited (i) All That piece and parcel of land measuring about 14163.19 Decimals i.e. 141.618708 acres comprised in several L.R. Dags, in Mouza Bamunara, J.L. No. 58 and Mouza Banskopa, J.L. No. 61, under L.R. Khatian Nos. 2605 and 1207, Police Station Kanksa, District Paschim Bardhaman and (ii) All That piece and parcel of land measuring about 2986.75 Decimals i.e. 29.8675 acres comprised in Mouza Banskopa, J.L. 61, L.R. Khatian No. 1220, Police Station Kanksa, District Paschim Bardhaman (collectively "Said Lands")

My Client Jai Balaji Industries Limited owns the Said Lands. My Clients have misplaced and lost the following link deeds in respect of the said lands:-

1. Sale Deed being no. 6721 for the year 1991 and registered at the office of the Additional District Sub Registrar, Durgapur, made between Ganesh Chandra Roy (referred to as the Vendor therein) and Amit Mondal (referred to as the Purchaser therein).
2. Sale Deed being no. 6704 for the year 1993 and registered at the office of the Additional District Sub Registrar, Durgapur.
3. Sale Deed being no. 4532 for the year 1994 and registered at the office of the Additional District Sub Registrar, Durgapur.
4. Sale Deed being no. 2456/1995 and registered at the office of the Additional District Sub Registrar, Durgapur.
5. Sale Deed being no. 426 for the year 2003 and registered at the office of the Additional District Sub Registrar, Durgapur.
6. Sale Deed being no. 5645 for the year 2002.
7. Deed No. 4921/2003 in respect of R.S. Dag No. 3315 corresponding to L.R. Dag No. 3217 for parcel of land ad measuring 14 Decimal;
8. Deed No. 4922/2003 in respect of R.S. Dag No. 4909 for parcel of land ad measuring 40 Decimal;
9. Deed No. 4923/2003 in respect of R.S. Dag No. 4918 & 4921 for parcel of land ad measuring 93 Decimal;
10. Deed No. 4924/2003 in respect of R.S. Dag No. 3323 corresponding to L.R. Dag No. 3231 for parcel of land ad measuring 56 Decimal;
11. Deed No. 4925/2003 in respect of R.S. Dag No. 3314 corresponding to L.R. Dag No. 3216 for parcel of land ad measuring 20 Decimal;
12. Deed No. 4926/2003 in respect of R.S. Dag No. 4910 & 4911 corresponding to L.R. Dag No. 4822 & 4823 for parcel of land ad measuring 29 Decimal;
13. Deed No. 4927/2003 in respect of R.S. Dag No. 4913 corresponding to L.R. Dag No. 4826 for parcel of land ad measuring 9 Decimal;
14. Deed No. 4928/2003 in respect of R.S. Dag No. 3326 corresponding to L.R. Dag No. 3234 for parcel of land ad measuring 23 Decimal;
15. Deed No. 4929/2003 in respect of R.S. Dag No. 4912 corresponding to L.R. Dag No. 4824 for parcel of land ad measuring 6 Decimal;
16. Deed No. 4930/2003 in respect of R.S. Dag No. 4917 corresponding to L.R. Dag No. 4860 for parcel of land ad measuring 36 Decimal;
17. Deed No. 4931/2003 in respect of R.S. Dag No. 3317 corresponding to L.R. Dag No. 3219 for parcel of land ad measuring 4 Decimal;
18. Deed No. 4932/2003 in respect of R.S. Dag No. 4913/5132 corresponding to L.R. Dag No. 4825 for parcel of land ad measuring 8 Decimal;
19. Deed No. 4933/2003 in respect of R.S. Dag No. 4914 corresponding to L.R. Dag No. 4827 for parcel of land ad measuring 51 Decimal;
20. Deed No. 4934/2003 in respect of R.S. Dag No. 4914 corresponding to L.R. Dag No. 4827 for parcel of land ad measuring 7 Decimal;
21. Deed No. 5001/2003 in respect of R.S. Dag No. 4912 corresponding to L.R. Dag No. 4824 for parcel of land ad measuring 8 Decimal;
22. Deed No. 5752/2003 in respect of R.S. Dag No. 3328 corresponding to L.R. Dag No. 3236 for parcel of land ad measuring 16 Decimal;
23. Deed No. 5311/2003 in respect of R.S. Dag No. 3327 corresponding to L.R. Dag No. 3295 for parcel of land ad measuring 56 Decimal;
24. Title Deeds in favour of (1) Smt. Jyotsna Chatterjee, (2) Pradip Kumar Chatterjee, (3) Bishnupada Roy, (4) Manik Das, (5) Smt. Lakshmi Das, (6) Gangadhar Maji, (7) Shyamal Kumar Maji, (8) Smt. Archana Maji, (9) Nimai Ghosh and (10) Pagal Ghosh.
25. Sale Deed No. 2698 for the year 1981.
26. Title Deeds/documents in favour of Prafulla Das.
27. Title Deeds/documents in favour of Uma Pada Mondal and Kamala Sankar Mondal.
28. Title Deeds/documents in favour of Baren Chandra Roy.
29. Title Deeds/documents in favour of (1) Aswini Kumar Mondal, (2) Abani Kumar Mondal, (3) Biresh Kumar Mondal, (4) Swapan Kumar Mondal, (5) Amit Mondal, (6) Smt. Jyotsna Kundu, (7) Smt. Aaba Chaudhury, (8) Smt. Munmun Panja, (9) Amiya Kumar Chatterji, (10) Sunity Chatterjee, (11) Samir Pramanik, (12) Smt. Jyotsna Pramanik, (13) Biswanath Roy, (14) Subrata Roy, (15) Surajit Roy, (16) Somnath Roy, (17) Muralidhar Das, (18) Gangadhar Maji, (19) Shyamal Kumar Maji, (20) Tara Pada Maji, (21) Madhu Sudan Maji, (22) Rajen Maji and (23) Sri Sri Narayan and Sri Sri Mahamaya and Sri Sri Annapurna Thakur.
30. Title Deeds/documents in favour of (1) Shymapada Koner, (2) Tarapada Koner, (3) Smt. Mamata Koner, (4) Dwarakeshwar Roy, (5) Nirmalendu Roy, (6) Smt. Sita Rani Roy, (7) Ajit Roy, (8) Paban Chandra Roy, (9) Suprabhat Roy, (10) Kuroram Ruidas, (11) Rasamoy Ghosh, (12) Smt. Sukhibala Ghosh, (13) Siddhartha Roy, (14) Paresh Chandra Roy, (15) Smt. Kalyani Shyam, (16) Gunamoy Kesh, (17) Ajoy Das, (18) Sujay Das, (19) Sisir Roy, (20) Smt. Khandabala Roy, (21) Shantimoy Roy, (22) Karmajogi Roy, (23) Someswar Roy, (24) Smt. Bhola Roy, (25) Bhabani Ghosh, (26) Paban Ghosh, (27) Abani Ghosh, (28) Nagen Ghosh, (29) Smt. Menaka Bala Ghosh and (30) Ramdulal Roy.
31. Title Deeds/documents in favour of Abinash Chandra Roy.
32. Title Deeds/documents in favour of Narottam Roy.
33. Title Deeds/documents in favour of Jitendranath Das.
34. Title Deeds/documents in favour of Usha Rani Mondal.
35. Title Deeds/documents in favour of (1) Jagabandhu Roy, (2) Karunamoy Roy, (3) Pashupati Roy, (4) Dinabandhu Roy, (5) Banamali Roy, (6) Parimal Roy, (7) Smt. Parbati Kesh, (8) Smt. Basuki Mondal, (9) Smt. Sarama Aich, (10) Dayamay Roy, (11) Smt. Diparani Roy, (12) Ganesh Chandra Roy, (13) Tarapada Roy, (14) Lalmohan Shyam, (15) Tapan Shyam, (16) Swapan Shyam, (17) Rabi Gope, (18) Nepal Ghosh, (19) Gour Gope, (20) Baren Ghosh, (21) Sukhamoy Roy, (22) Asit Baran Roy, (23) Sanjit Roy, (24) Prasenjit Roy, (25) Sadhana Roy, (26) Radharani Shyam Roy, (27) Budhan Chandra Das, (28) Smt. Sanakari Das, (29) Adhir Das, (30) Sibani Bala Das, (31) Mantu Das, (32) Jhantu Das, (33) Rabindranath Das, (34) Binay Das, (35) Smt. Mira Das, (36) Gouri Sankar Das, (37) Aswini Kumar Mondal, (38) Nityagopal Roy and (39) Smt. Josorani Sain.
36. Title Deeds/documents in favour of (1) Bhutnath Das, (2) Biswanath Das, (3) Smt. Sandharani Das Bairagya, (4) Smt. Gitabala Das, (5) Smt. Kalpana Das, (6) Samir Kumar Pramanik, (7) Badal Pramanik, (8) Smt. Bhabani Pramanik, (9) Sahadev Das, (10) Mahadev Das, (11) Mantu Das, (12) Bidhan Chandra Roy, (13) Devdas Roy, (14) Annahari Roy, (15) Smt. Swapna Roy, (16) Smt. Munmun Roy, (17) Shambhu Nath Das, (18) Daru Ghosh, (19) Magaram Ghosh, (20) Subhas Ghosh, (21) Nepal Ghosh, (22) Dayamoy Ghosh, (23) Shibtulya Pal, (24) Samatulya Pal, (25) Amar Das, (26) Gita Pramanik, (27) Anath Bandhu Roy, (28) Faring Ghosh, (29) Sisir Ghosh, (30) Adhir Ghosh, (31) Dulal Roy, (32) Smt. Bandana Ram Mondal, (33) Shambhunath Das, (34) Ratneswar Ghosh, (35) Manik Ghosh, (36) Karipada Ghosh, (37) Gosai Ghosh and (38) Santosh Ghosh.
37. Title Deeds/documents in favour of Gopal Das.
38. Title Deeds/documents in favour of Golok Pramanik.
39. Title Deeds/documents in favour of Bikash Chandra Roy.
40. Title Deeds/documents in favour of Alok Lata Pal.
41. Title Deeds/documents in favour of Fani Bhushan Pramanik.
42. Title Deeds/documents in favour of Banku Ghosh Pramanik.
43. Title Deeds/documents in favour of (1) Netai Das, (2) Sannyasi Charan Das, (3) Fanibhushan Das, (4) Muktobala Das, (5) Smt. Anjali Das, (6) Mayarani Ghosh, (7) Ramesh Ghosh, (8) Sandhya Ghosh, (9) Mahadev Ghosh, (10) Manik Ghosh, (11) Ganesh Ghosh, (12) Madan Sarkar, (13) Sudan Sarkar, (14) Satinath Sarkar, (15) Mahadev Pramanik, (16) Krishna Chandra Das, (17) Satya Bati Das, (18) Sadhan Chandra Das, (19) Lakshminarayan Das, (20) Barun Kumar Chatterjee, (21) Nimai Chatterjee, (22) Netai Chatterjee, (23) Shyamal Chatterjee, (24) Nihar Chatterjee, (25) Uttam Chatterjee, (26) Puspalata Chatterjee, (27) Susil Das, (28) Sital Chandra Roy, (29) Sridhar Roy, (30) Lal Bahadur Roy, (31) Annapurna Roy, (32) abita Roy, (33) Rati Kanta Roy, and (34) Bhairav Dutta.
44. Title Deeds/documents in favour of Bhairav Chandra Das.
45. Title Deeds/documents in favour of Khemangini Sarkar.
46. Title Deeds/documents in favour of Nalinikanta Pramanik.
47. Title Deeds/documents in favour of Sanatan Das.
48. Title Deeds/documents in favour of Narayan Chatterjee.
49. Sale Deed being no. 786/2003.
50. Sale Deed being no. 5819/2004.
51. Title Deeds/documents in favour of ((1) Rabindra Nath Roy, (2) Golak Nath Roy, (3) Smt. Latuka Rani Dutta, (4) Smt. Niva Rani Hazra, (5) Smt. Genubala Roy, (6) Smt. Kanubala Roy, (7) Smt. Maha Maya Roy, (8) Ranjit Roy, (9) Smt. Radharani Shyam Roy, (10) Rabilochon Shyam, (11) Sabit Shyam, (12) Sama Pada Shyam, (13) Smt. Narayani Mondal, (14) Smt. Latika Roy, (15) Smt. Sikha Roy, (16) Smt. Sulekha Mondal, (17) Sunil Dutta, (18) Gunamoy Ghosh, (19) Satish Ghosh, (20) Dulai Ghosh, (21) Aswini Ghosh, (22) Subash Ghosh, (23) Jyotsna Ghosh, (24) Tarapada Roy, (25) Subhas Roy, (26) Parimal Roy, (27) Taresh Roy, (28) Hari Sankar Roy, (29) Sanjoy Kumar Pal, (30) Nepal Chandra Pal, (31) Aul Chandra Roy, (32) Deul Chandra Roy, (33) Swapan Kumar Mondal, (34) Smt. Jyotsna Kundu, (35) Smt. Abha Chowdhury, (36) Smt. Munmun Panja and (37) Amit Mondal.
52. Title Deeds/documents in favour of Bijoy Roy.
53. Title Deeds/documents in favour of Subodh Roy.
54. Title Deeds/documents in favour of Tarapada Roy.
55. Title Deeds/documents in favour of Kartick Shyam.
56. Title Deeds/documents in favour of Sindhu Bala Ghosh.
57. Title Deeds/documents in favour of Dulali Roy.
58. Title Deeds/documents in favour of Bimala Sankar Mondal .
59. Title Deeds/documents in favour of Ashok Mondal.
60. Title Deeds/documents in favour of (1) Rabi Gope, (2) Baren Ghosh, (3) Sankar Gope, (4) Sunil Ghosh, (5) Nalin Ghosh, (6) Faring Ghosh, (7) Ajit Ghosh, (8) Smt. Lili Ghosh, (9) Hiralal Ghosh, (10) Tarun Ghosh, (11) Smt. Juli Ghosh, (12) Kishore Ghosh, (13) Tapan Ghsoh, (14) Ranjit Ghosh, (15) Narayan Ghosh, (16) Nimai Ghosh, (17) Murali Ghosh, (18) Santosh Ghosh, (19) Haradhan Ghosh, (20) Jharu Ghosh, (21) Smt. Rabibala Ghosh, (22) Swapan Gope, (23) Smt. Umabala Das, (24) Haradhan Jash, (25) Tarapada Jash, (26) Smt. Lebu Bala Ghosh, (27) Haru Ghosh, (28) Malay Chatterjee, (29) Samir Chatterjee, (30) Bhutnath Ghosh, (31) Magaram Pal and (32) Angur Bala Pal.
61. Title Deeds/documents in favour of Manohar Ghosh.
62. Title Deeds/documents in favour of Sudhir Ghosh and Mrityunjoy Ghosh.
63. Title Deeds/documents in favour of Govinda Das.
64. Title Deeds/documents in favour of Murali Ghosh.
65. Title Deeds/documents in favour of (1) Animesh Roy, (2) Bhairab Nath Pramanik, (3) Ashutosh Pramanik, (4) Tarapada Pramanik, (5) Madhusudan Pramanik, (6) Bamacharan Pramanik, (7) Dipak Pramanik, (8) Smt. Kanubala Pramanik, (9) Uttam Kumar Roy, (10) Bhabataran Mondal, (11) Jagat Taran Mondal, (12) Abhijit Mondal, (13) Nitai Mondal, (14) Nimai Mondal, (15) Latika Mondal, (16) Bithika Duyari, (17) Bipad Taran Mondal, (18) Sudhir Ghosh, (19) Sunil Ghosh, (20) Abhay Ghosh, (21) Sisir Ghosh, (22) Santi Ghosh, (23) Sricharan Ghosh, (24) Bhabani Ghosh, (25) Smt. Gita Bala Ghosh, (26) Smt. Annahari Roy, (27) Smt. Anima Das, (28) Partha Das, (29) Baren Ghosh, (30) Rabin Ghosh, (31) Subhas Ghosh, (32) Dinabandhu Ghosh, (33) Prasanta Ghosh, (34) Paresh Ghosh, (35) Bhairab Ghosh, (36) Rasamoy Ghosh, (37) Aul Ghosh, (38) Bijay Ghosh, (39) Baidyanath Das, (40) Debu Das, (41) Smt. Durga Das, (42) Renupada Das, (43) Sankar Das, (44) Sambhunath Das, (45) Utpal Roy, (46) Uttam Kumar Roy, (47) Pranab Kumar Roy, (48) Swapan Kumar Roy, (49) Addeswari Roy, (50) Prabhas Chandra Roy and (51) Smt. Annahari Ghosh.
66. Title Deeds/documents in favour of Paritosh Roy.
67. Title Deeds/documents in favour of Genubala Mondal.
68. Title Deeds/documents in favour of Pada Ghosh .
69. Sale Deed being no. 4582 for the year 1984.
70. Title Deeds/documents in favour of Bhagbat Charan Das and Anima Das.
71. Sale Deed being no. 337 for the year 1996.
72. Title Deeds/documents in favour of Radhapada Ghosh.
73. Title Deeds/documents in favour of Baidyanath Das.
74. Sale Deed being no. 218 for the year 1991.
75. Title Deeds/documents in favour of Shibnarayan Roy.
76. Sale Deed being no. 970 for the year 1969.
77. Sale Deed being no. 973 for the year 1969.
78. Title Deeds/documents in favour of (1) Smt. Sabita Roy, (2) Smt. Annapurna Roy, (3) Smt. Nila Rani Panja, (4) Aloke Kesh, (5) Smt. Sudha Roy, (6) Prabhakar Shyam, (7) Dhananjay Kesh, (8) Smt. Annabala Kesh, (9) Naba Kumar Kesh, (10) Mihir Kesh, (11) Smt. Sadhana Hazra, (12) Smt. Badhubala Hazra, (13) Badal Gope, (14) Paresh Gope, (15) Nanda Dulal Gope, (16) Dharani Ghosh and (17) Aswini Roy.
79. Title Deeds/documents in favour of Jagadish Roy.
80. Sale Deed being no. 991 for the year 1960.
81. Title Deeds/documents in favour of Hembala Dasi.
82. Title Deeds/documents in favour of Patur Rani Jash.
83. Title Deeds/documents in favour of Maga Ram Ghosh.
84. Sale Deed being no. 1538 for the year 2000.
85. Title Deeds/documents in favour of Rani Bala Roy.
86. Sale Deed being no. 5362 for the year 1979.
87. Title Deeds/documents in favour of (1) Santi Kumar Roy, (2) Ranjit Roy, (3) Sanjit Roy, (4) Abhijit Roy and Ramdulal Roy.
88. Title Deeds/documents in favour of (1) Sukumar Acharjee, (2) Sanat Acharjee, (3) Gorachand Acharjee and (4) Smt. Mridula Acharjee.
89. Title Deeds/documents in favour of Dulal Chandra Acharjee.
90. Title Deeds/documents in favour of (1) Parul Bala Dasi and (2) Banku Bihari Barui.
91. Title Deeds/documents in favour of Magaram Pal, Dulal Pal and Shib Shankar Pal.
92. Sale Deed being no. 3528 for the year 1968.
93. Title Deeds/documents in favour of (1) Dhiren Chandra Roy, (2) Rabi Ghosh, (3) Subir Chatterjee, (4) Sarojit Chatterjee, (5) Sanjit Kumar Chatterjee, (6) Sannyasi Chandra Das, (7) Smt. Mukta Bala Das, (8) Smt. Shibani Das Samanta, (9) Paresh Samanta, (10) Tarun Samanta and (11) Samir Kumar Samanta.
94. Title Deeds/documents in favour of Kamalakanta Roy.
95. Title Deeds/documents in favour of Kalipada Gope.
96. Sale Deed being no. 5120 for the year 1981.
97. Title Deeds/documents in favour of Bhagyabati Dasi.
98. Sale Deed being no. 872 for the year 1988.
99. Title Deeds/documents in favour of Bhairab Chandra Das.
100. Title Deeds/documents in favour of (1) Pradip Kumar Roy, (2) Ajit Kumar Roy, (3) Ranjit Kumar Roy, (4) Sujit Kumar Roy, (5) mt. Parul Bala Dasi, (6) Rabindra Nath Adhikary, (7) Arun Adhikary, (8) Narayan Adhikary and (9) Paresh Adhikary.
101. Title Deeds/documents in favour of (1) Srikanta Koner, (2) Subhas Koner, (3) Sarat Koner, (4) Sanat Koner, (5) Smt. Binapani Paul, (6) Pradip Kumar Roy, (7) Sandip Kumar Roy, (8) Tridip Kumar Roy, (9) Sristidhar Samanta, (10) Kartick Samanta, (11) Sushil Das.
102. Title Deeds/documents in favour of Kanaklata Konar.
103. Title Deeds/documents in favour of Annahari Samanta.
104. Sale Deed being no. 5819 for the year 2004.
105. Title Deeds/documents in favour of (1) Srikanta Koner, (2) Subhas Koner, (3) Sarat Koner, (4) Sanat Koner, (5) Smt. Binapani Paul, (6) Pradip Kumar Roy, (7) Sandip Kumar Roy, (8) Tridip Kumar Roy and (9) Smt. Alpana Mukherjee.
106. Title Deeds/documents in favour of Kankabala Dasi.
107. Sale Deed being no. 3276 for the year 2002.
108. Title Deeds/documents in favour of (1) Bhaktipada Ghosh, (2) Dasharath Ghosh and (3) Sashadhar Ghosh.
109. Title Deeds/documents in favour of Shaktipada Ghosh.
110. Title Deeds/documents in favour of (1) Pradip Kumar Roy, (2) Sudhakar Roy, (3) Gangadhar Roy, (4) Smt. Rohinibala Roy and (5) Animesh Roy.
111. Title Deeds/documents in favour of Bibhuti Roy.
112. Title Deeds/documents in favour of Dayamoy Roy.
113. Title Deeds/documents in favour of Paritosh Roy.
114. Title Deeds/documents in favour of Muktipada Roy.
115. Title Deeds/documents in favour of (1) Nityananda Roy, (2) Lakshmikanta Roy, (3) Pradip Kumar Roy, (4) Smt. Gita Jash, (5) Smt. Sandhya Kesh, (6) Smt. Sabita Roy, (7) Smt. Durga Dey, (8) Smt. Mithu Mondal, (9) Bipad Roy and (10) Sampad Roy.
116. Title Deeds/documents in favour of Bankubehari Roy.
117. Sale Deed being no. 4629 for the year 1992.
118. Title Deeds/documents in favour of (1) Sisir Kumar Roy, (2) Debidas Roy, (3) Shantimoy Roy, (4) Karmajogi Roy, (5) Someswar Roy and (6) Bishnupada Roy.
119. Title Deeds/documents in favour of (1) Swapan Kumar Hazra and (2) Hara Kumar Hazra.
120. Title Deeds/documents in favour of Bimala Shankar Hazra.
121. Title Deeds/documents in favour of (1) Shambhunath Das, (2) Smt. Miranbala Das and (3) Mritanjoy Das.
122. Title Deeds/documents in favour of Shambhunath Das.
123. Title Deeds/documents in favour of (1) Kartick Chandra Paul, (2) Naba Kumar Paul, (3) Shyamal Kumar Paul, (4) Pandab Kumar Paul, (5) Bala Ram Paul and Tapan Kumar Paul.
124. Sale Deed being nos. 2083 for the year 1984, 2084 for the year 1984, 2085 for the year 1984, 2086 for the year 1984 and 2087 for the year 1984.
125. Title Deeds/documents in favour of (1) Manas Kumar Dutta, (2) Amiyamoy Bandopadhyay, (3) Narayan Ghosh, (4) Nimai Ghosh, (5) Murali Ghosh, (6) Santosh Ghosh and (7) Haradhan Ghosh .
126. Sale Deed being nos. 3713 for the year 2005.
127. Sale Deed being nos. 2503 for the year 1983.
128. Title Deeds/documents in favour of (1) Dinabandhu Roy, (2) Jagabandhu Roy, (3) Dayamoy Roy, (4) Banamali Roy, (5) Smt. Parbati Kesh, (6) Smt. Basuki Mondal, (7) Smt. Sarama Aich, (8) Parimal Roy and (9) Smt. Dipa Rani Roy.
129. Title Deeds/documents in favour of Abinash Chandra Roy.
130. Title Deeds/documents in favour of Karunamoy Roy.
131. Sale Deed being nos. 4482 for the year 1997.
132. Tittle deed in respect of the ownership of Smt Sibani Shyam .
133. Sale deed being no. 2005/01 and 4335/02.
134. Tittle deed in respect of the ownership of (1) Sri Tapan Gope (2) Sri Lalmohan Gope (3) Sri Maya Gope.
135. Tittle deed in respect of the ownership of (1) Sri Sunil Ghosh (2) Sri Nalin Ghosh (3) Sri Pharing Ghosh (4) Sri Ajit Ghosh.
136. Sale deed being no. 2005/01 and 4335/02.
137. Tittle deed in respect of the ownership of (1) Sri Pharing Ghosh (2) Sri Sisir Ghosh (3) Sri Adhir Ghosh (4) Sri Mahadev Ghosh (5) Sri Ganesh Ghosh (6) Sri Manik Ghosh (7) Smt Annahari Ghosh (8) Sri Bhabani Ghosh (9) Sri Paban Ghosh (10) Sri Abani Ghosh (11) Sri Logen Ghosh .
138. Tittle deed in respect of the ownership of Pachi Gope and Patal Gope.
139. Title deed in respect of the ownership of (1) Sri Nepal Pal.
140. Title deed in respect of the ownership of Lt Bhut Nath Pal.
141. Tittle deed in respect of the ownership of (1) Sri Shibsankar Pal (2) Sri Subhash Ghosh (3) Sri Nepal Ghosh (4) Sri Dayamoy Ghosh (5) Sri Hiralal Ghosh (6) Sri Tarun Ghosh (7) Smt Lily Ghosh (8) Smt Mamata Ghosh (9) Sri Kishor Ghosh (10) Sri Tapan Ghosh (11) Sri Ranjit Ghosh (12) Smt Julu Ghosh (13) Smt Swarnamoyee Ghosh (14) Sri Sagar Gope.
142. Tittle deed in respect of the ownership of Lt Priyalal Pal.
143. Tittle deed in respect of the ownership of (1) Sri Magaram Ghosh.
144. Tittle deed in respect of the ownership of (1) Sri Sunil Ghosh (2) Sri Nalin Ghosh (3) Sri Pharing Ghosh (4) Sri Ajit Ghosh.
145. Tittle deed in respect of the ownership of (1) Sri Gorachand Bauri.
146. Tittle deed in respect of the ownership of Lt Bhola Dasi.
147. Tittle deed in respect of the ownership of (1) Sri Karipada Gope (2) Sri Paresh Gope (3) Bhairap Gope (4) Sri Rasomoy Gope (5) Sri Aul Gope (6) Sri Bijoy Gope (7) Smt Marubala Gope (8) Smt Balurani Gope and Smt Sandha Paul.
148. Tittle deed in respect of the ownership of Lt Mahindra Gope.
149. Tittle deed in respect of the ownership of (1) Sri Karipada Gope (2) Sri Paresh Gope (3) Sri Bhairap Gope (4) Sri Rosomoy Gope (5) Sri Aul Gope (6) Sri Bijoy Gope (7) Smt. Maru Bala Ghosh (8) Smt Balu Rani Ghosh (9) Smt Sandhya Ghosh.
150. Tittle deed in respect of the ownership of Lt Radhapada Gope .
151. Tittle deed in respect of the ownership of (1) Sri Naru Bauri Sri Maya Gope.
152. Tittle deed in respect of the ownership of Lt Radhapada Gope.
153. Tittle deed in respect of the ownership of (1) Sri Pradip Roy (2) Sri Sudhakar Roy (3) Sri Gangadhar Roy (4) Smt Rohinibala Roy Sri Maya Gope.
154. Tittle deed in respect of the ownership of Dayamoy Roy, Animesh Roy, Paritosh Roy.
155. Tittle deed in respect of the ownership of (1) Sri Bhabani Ghosh (2) Sri Praben Ghosh (3) Sri Abani Ghosh (4) Sri Nagen Ghosh (5) Sri Mahadeb Ghosh (6) Sri Manek Ghosh (7) Sri Ganesh Ghosh (8) Sri Faring Ghosh (9) Sri Sisir Ghosh (10) Sri Adhir Ghosh (11) Smt Anna Hari Ghosh.
156. Tittle deed in respect of the ownership of Pachi Ghosh and Patal Ghosh.
157. Tittle deed in respect of the ownership of (1) Sri Tapan Gope (2) Sri Lalmohan Gope (3) Sri Maya Gope.
158. Tittle deed in respect of the ownership of Lt Kalipada Ghosh, Lt Katai Ghosh, Lt Hemandra Ghosh, Lt Murali Ghosh.
159. Tittle deed in respect of the ownership of (1) Sri Kishor Ghosh (2) Sri Ranjit Ghosh (3) Sri Tapan Ghosh (4) Smt Julu Ghosh (5) Smt Swarnomoyee Ghosh (6) Sri Harilal Ghosh (7) Sri Tarun Ghosh (8) Smt Mamata Ghosh (9) Smt Lili Ghosh.
160. Tittle deed in respect of the ownership of (Lt Mritunjoy Ghosh and Sudhir Ghosh.
161. Sale Deed being no. 1961/1998.
162. Tittle deed in respect of the ownership of (1) Sri Murali Ghosh.
163. Tittle deed in respect of the ownership of Baren Roy.
164. Tittle deed in respect of the ownership of (1) Sri Nepal Pal.
165. Tittle deed in respect of the ownership of Lt Bhut Nath Pal.
166. Tittle deed in respect of the ownership of (1) Sri Narayan Ghosh (2) Sri Nimai Ghosh Ghosh (3) Sri Murali Ghosh (4) Sri Santosh Ghosh (5) Sri Haradhan Ghosh.
167. Tittle deed in respect of the ownership of Lt Ptulal Ghosh.
168. Tittle deed in respect of the ownership of (1) Sri Paresh Ghosh (2) Sri Bhairab Ghosh (3) Rasomoy Ghosh (4) Sri Aul Ghosh (5) Sri Bijoy Ghosh (6) Smt Maru Bala Ghosh (7) Smt Bulu Rani Ghosh (8) Smt Sandhya Pal.
169. Tittle deed in respect of the ownership of (1) Sri Sunil Ghosh (2) Sri Nalin Ghosh (3) Sri Pharing Ghosh (4) Sri Ajit Ghosh.
170. Tittle deed in respect of the ownership of Lt Manohar Ghosh.
171. Tittle deed in respect of the ownership of (1) Sri Narayan Ghosh (2) Sri Nimai Ghosh Ghosh (3) Sri Murali Ghosh (4) Sri Santosh Ghosh (5) Sri Haradhan Ghosh.
172. Tittle deed in respect of the ownership of Lt Patulal Ghosh.
173. Tittle deed in respect of the ownership of (1) Sri Narayan Ghosh (2) Sri Nimai Ghosh Ghosh (3) Sri Murali Ghosh (4) Sri Santosh Ghosh (5) Sri Haradhan Ghosh.
174. Tittle deed in respect of the ownership of Lt Patulal Ghosh.
175. Tittle deed in respect of the ownership of (1) Sri Anil Ghosh (2) Sri Phanibhusan Gosh (3) Sri Sannyasi Ghosh.
176. Tittle deed in respect of the ownership of Lt Kalipada Ghosh and Lt. Gakul Ghosh.
177. Tittle deed in respect of the ownership of (1) Sri Karipada Gope.
178. Tittle deed in respect of the ownership of Lt Manindra Gope.
179. Tittle deed in respect of the ownership of (1) Sri Narayan Ghosh (2) Sri Nimai Ghosh (3) Sri Murali Ghosh (4) Sri Santosh Ghosh (5) Sri Haradhan Ghosh.
180. Tittle deed in respect of the ownership of Lt Patulal Ghosh .Murali Ghosh (4) Sri Santosh Ghosh (5) Sri Haradhan Ghosh.
181. Tittle deed in respect of the ownership of ((1) Sri Charan Ghosh (2) Sri Shyama Pada Ghosh (3) Sri Goshai Ghosh (4) Sri Sannyasi Ghosh (5) Smt Parubala Mondal (6) Smt. Buni Ghosh.
182. Tittle deed in respect of the ownership of Lt Murali Ghosh.
183. Sale Deed being no. 723/1962.
184. Tittle deed in respect of the ownership of (1) Sri Bhutnath Ghosh.
185. Tittle deed in respect of the ownership of Lt Gobinda Ghosh.
186. Tittle deed in respect of the ownership of (1) Sri Paresh Chandra Roy (2) Sri Siddhartha Roy.
187. Tittle deed in respect of the ownership of Sri Aswini Roy.
188. Sale Deed being no. 5191/1979 and 5345/1983.
189. Tittle deed in respect of the ownership of (1) Sri Dharani Bauri.
190. Tittle deed in respect of the ownership of (1) Sri Kanchan Pal (2) Sri Pradip Kumar Pal.
191. Tittle deed in respect of Lt Dulal Paul.
192. Tittle deed in respect of the ownership of (1) Sri Anil Ghosh (2) Sri Phanibhusan Ghosh.
193. Tittle deed in respect of the ownership of (1) Sri Dhan Krishna Ghosh (2) Sri Dharani Ghosh (3) Sri Neul Ghosh.
194. Tittle deed in respect of the ownership of Lt Joginda Ghosh.
195. Tittle deed in respect of the ownership of (1) Sri Satish Ghosh (2) Sri Dulal Ghosh (3) Sri Aswini Ghosh (4) Sri Subhash Ghosh (5) Sri Jayatsna Ghosh.
196. Tittle deed in respect of the ownership of Lt Krishna Ghosh.
197. Sale Deed being no. 3243/ 2001.
198. Tittle deed in respect of the ownership of (1) Smt. Mangala Gope.
199. Tittle deed in respect of the ownership of Sri Bhudan Gope.
200. Sale Deed being no. 189/ 1979.
201. Tittle deed in respect of the ownership of (1) Sri Mahadev Das (2) Sri Sahadev Das (3) Sri Mantu Das.
202. Tittle deed in respect of the ownership of (1) Sri Mahadev Paramanik (2) Sri Bhairab Paramanik (3) Sri Tarapada Paramanik (4) Sri Madhusudan Paramanik (5) Smt Gita Paramanik (6) Sri Ashutosh Paramanik (7) Sri Samir Paramanik (8) Sri Badal Paramanik.
203. Tittle deed in respect of the ownership of Lt. Nalini Kanta Paramanik, Lt Chandi Charan Paramanik and Lt Golak Paramanik.
204. Records of rights of Lt. Nalini Kanta Paramanik, Lt Chandi Charan Paramanik and Lt Golak Paramanik.
205. Tittle deed in respect of the ownership of (1) Sri Ratneswar Ghosh (2) Sri Mainak Ghosh.
206. Tittle deed in respect of the ownership of Lt Habu Ghosh.
207. Sale deed being no. 3614/1953.
208. Tittle deed in respect of the ownership of (1) Sri Bidhan Pal (2) Sri Sidan Pal.
209. Tittle deed in respect of the ownership of Lt Hem Chandra Paul.
210. Tittle deed in respect of the ownership of (1) Sri Gopimoy Roy.
211. Tittle deed in respect of the ownership of Lt Ambujaksha Roy.
212. Tittle deed in respect of the ownership of (1) Sri Sisir Roy (2) Sri Debasis Roy (3) Sri Karmajogi Roy (4) Sri Santimoy Roy (5) Sri Someshwar Roy.
213. Tittle deed in respect of the ownership of Lt Nakari Roy.
214. Tittle deed in respect of the ownership of (1) Sri Nepal Pal.
215. Tittle deed in respect of the ownership of Lt Bhut Nath Paul.
216. Sale deed 6912/87, 6916/87 and 3523/96.
217. Tittle deed in respect of the ownership of (1)Sri Bijoy Ghosh.
218. Tittle deed in respect of the ownership of (1) Sri Shankar Gope (2) Sri Sunil Ghosh (3) Sri Nalin Ghosh (4) Sri Pharing Ghosh (5) Sri Ajit Ghosh (6) Sri Tarapada Ghosh (7) Sri Kartick Ghosh (8) Sri Ganapati Ghosh (9) Sri Swapan Ghosh (10) Sri Gour Gope (11) Sri Nepal Ghosh (12) Sri Rabi Gope (13) Sri Baren Ghosh (14) Sri Ananta Ghosh (15) Sri Jayanta Ghosh (16) Sri Ranjit Ghosh (17) Sri Kanta Ghosh.
219. Tittle deed in respect of the ownership of Lt Manakar Gope, Lt Banshi Ghosh and Lt Khanda Ghosh .
220. Tittle deed in respect of the ownership of (1) Sri Narayan Ghosh (2) Sri Nimai Ghosh (3) Sri Murali Ghosh (4) Sri Santosh Ghosh (5) Sri Dukhiram Ghosh (6) Sri Pharing Ghosh (7) Sri Lakshen Ghosh (8) Sri Charan Ghosh (9) Sri Shyama Pada Ghosh (10) Sri Gosai Ghosh (11) Sri Sannyasi Ghosh (12) Smt Paru Bala Mondal (13) Smt Buni Ghosh (14) Sri Bhabani Ghosh (15) Sri Paban Ghosh (16) Sri Abani Ghosh (17) Sri Lagan Ghosh (18) Sri Pharing Ghosh (19) Sri Sisir Ghosh (20) Sri Adhir Ghosh (21) Sri Mahadeb Ghosh (22) Sri Ganesh Ghosh (23) Sri Manik Ghosh (24) Smt Annahari Ghosh.
221. Tittle deed in respect of the ownership of Lt Patulal Ghosh, Lt Hemendra Ghosh, Lt Murali Ghosh, Lt Bhupati Ghosh and Lt Banku Ghosh.
222. Tittle deed in respect of the ownership of (1) Smt Gita Das, (2) Sri Kalpana Das.
223. Tittle deed in respect of the ownership of Lt Gopal Das.

(collectively **"Chain Deeds and Documents"**). Any person or entity having any right, title, interest, claim or demand whatsoever in respect of or affecting the Said Lands/Chain Deeds and Documents in any manner whatsoever is called upon to intimate the same to the undersigned in writing to the address mentioned below along with documents/evidence in support thereof, within 10 (ten) days from the date of publication of this notice, failing which the same, if any, shall be deemed to have been abandoned, waived, disclaimed and/or given up irrevocably.

S/d-
Mr. Ajay Kumar Mishra, Advocate
23A, N. S. Road, Fortuna Tower, 10th Floor
Room No. 41, Kolkata West Bengal - 700 001
Tel + 91- 9331015989
E-mail: ajaykumarmishra5@gmail.com
Dated: 04.06.2025

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

Mineral Group

MONOLITHISCH INDIA LIMITED

Our Company was originally incorporated as "Monolithisch India Private Limited" with effect from August 29, 2018 as a Private limited company under the Companies Act, 2013, pursuant to a certificate of incorporation dated August 30, 2018 issued by the Deputy Registrar of Companies, Central Registration Centre bearing CIN U26999WB2018PTC227534. Pursuant to a special resolution passed by our Shareholders in the Extra-Ordinary General Meeting held on September 30, 2024, our Company was converted from a private limited company to public limited company and consequently the name of our Company was changed to "Monolithisch India Limited", and a fresh certificate of incorporation dated November 21, 2024 was issued to our Company by the Registrar of Companies, Central Processing Centre. The CIN of the Company is U26999WB2018PLC227534.

Registered Office: Plot No. 381, Village: - Utaraha, P.S. Neturia Purulia, West Bengal 723121 India.
Corporate Office - Cosy Corner, Burdwan, Compound Lalpur, Ranchi GPO, Ranchi, Jharkhand India - 834001
Tel No:+91-9155330164; **E-mail:** info@monolithischindia.in; **Website:** www.monolithisch.com; **CIN:** U26999WB2018PLC227534 ; **Contact Person:** Deepa Vijay Agrawal, Company Secretary & Compliance Officer

OUR PROMOTERS: PRABHAT TEKRIWAL, SHARMILA TEKRIWAL, HARSH TEKRIWAL, KRITISH TEKRIWAL AND KARGIL TRANSPORT PRIVATE LIMITED

THE ISSUE

INITIAL PUBLIC OFFER OF UPTO 57,36,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH (THE "EQUITY SHARES") OF MONOLITHISCH INDIA LIMITED ("OUR COMPANY" OR "THE ISSUER") AT AN ISSUE PRICE OF ₹[●] PER EQUITY SHARE (INCLUDING SHARE PREMIUM OF ₹[●] PER EQUITY SHARE) FOR CASH, AGGREGATING UP TO ₹[●] LAKHS ("PUBLIC ISSUE") OUT OF WHICH 2,88,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH, AT AN ISSUE PRICE OF ₹[●] PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING ₹[●] LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY THE MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION").

THE PUBLIC ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 54,48,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH, AT AN ISSUE PRICE OF ₹[●] PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING UPTO ₹[●] LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE PUBLIC ISSUE AND NET ISSUE WILL CONSTITUTE 26.39% AND 25.06% RESPECTIVELY OF THE POST- ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

***Subject to finalization of basis of allotment.**

DETAILS OF THE SELLING SHAREHOLDERS, OFFER FOR SALE AND WEIGHTED AVERAGE COST OF ACQUISITION - Not Applicable as the entire issue constitutes fresh issue of equity shares.

PRICE BAND: RS. 135 TO RS. 143 PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE RS. 10/- EACH

THE FLOOR PRICE IS 13.5 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES AND THE CAP PRICE IS 14.3 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.
THE PRICE TO EARNING RATIO BASED ON DILUTED EPS FOR FY 2024-25 AT THE FLOOR PRICE IS 14.82 TIMES AND AT THE CAP PRICE IS 15.70 TIMES.
BIDS CAN BE MADE FOR A MINIMUM OF 1,000 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 1,000 EQUITY SHARES THEREAFTER.

BID/ISSUE PROGRAMME

ANCHOR INVESTOR BIDDING DATE: WEDNESDAY, JUNE 11, 2025

BID/ISSUE OPENS ON: THURSDAY, JUNE 12, 2025

BID/ISSUE CLOSES ON: MONDAY, JUNE 16, 2025^

^UPI mandate end time shall be at 5.00 p.m. on the Bid/Issue date.

BRIEF DESCRIPTION OF THE BUSINESS OF THE COMPANY

We are engaged in the business of manufacturing and supply of specialized ramming mass used as a heat insulation/ lining material, by our customers as a refractory consumable for Induction furnaces installed in iron/steel and foundry plants. We are also engaged in the trading of our products on occasional basis to meet the excess and urgent requirement by our customers. The major customers of our company are iron and steel producers located in Eastern parts of India, majorly in the states of West Bengal, Jharkhand & Odisha.

"THE ISSUE IS BEING MADE THROUGH BOOK BUILDING PROCESS IN ACCORDANCE WITH CHAPTER IX OF THE SEBI ICDR REGULATIONS, 2018 AS AMENDED FROM TIME TO TIME (IPO OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES) AND THE EQUITY SHARES ARE PROPOSED TO BE LISTED ON SME PLATFORM OF NSE i.e. NSE EMERGE."

THE EQUITY SHARES OF THE COMPANY WILL GET LISTED ON SME PLATFORM OF NSE. FOR THE PURPOSE OF THE ISSUE, THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE WILL BE NSE.

ALLOCATION OF THE ISSUE

- **QIB PORTION:** NOT MORE THAN 50.00% OF THE NET ISSUE
- **NON-INSTITUTIONAL PORTION:** NOT LESS THAN 15.00% OF THE NET ISSUE
- **RETAIL PORTION:** NOT LESS THAN 35.00% OF THE NET ISSUE
- **MARKET MAKER PORTION:** UPTO 2,88,000 EQUITY SHARES OR 5.02% OF THE ISSUE

IN MAKING AN INVESTMENT DECISION, POTENTIAL INVESTORS MUST ONLY RELY ON THE INFORMATION INCLUDED IN THE RED HERRING PROSPECTUS AND THE TERMS OF THE ISSUE, INCLUDING THE RISKS INVOLVED AND NOT RELY ON ANY OTHER EXTERNAL SOURCES OF INFORMATION ABOUT THE ISSUE AVAILABLE IN ANY MANNER.

In accordance with the recommendation of the Independent Directors of our Company, pursuant to their resolution dated June 05, 2025 the above provided price band is justified based on quantitative factors/ KPIs disclosed in the 'Basis for Issue Price' section beginning on page 90 of the Red Herring Prospectus vis-a-vis the weighted average cost of acquisition ("WACA") of primary and secondary transaction(s), as applicable, disclosed in "'Basis for Issue Price' section beginning on page 90 of the Red Herring Prospectus and provided below in the advertisement.

RISKS TO INVESTORS

For details refer to section titled "Risk Factors" on page no. 27 of the RHP.

1. Risk to investors summary description of key risk factors based on materiality

- Conflicts of interests may arise with one of our Group Company i.e. Mineral India Global Private Limited.
- We depend on certain key suppliers to procure a significant portion of our raw materials. We do not enter into long-term agreements with these suppliers and any denial of supplies or loss of the relationship with them could result in disruption in our operations, which could have an adverse effect on our business, financial condition, results of operations and cash flows.
- We depend on a limited number of customers for our revenue from operations, the loss of any of these customers individually or severally could have a material adverse effect on our business, operations and could have impacted our financial strength.
- Our operations are subject to various hazards and could expose us to the risk of liabilities, loss of revenue and increased expenses, suspension of operations and/or the imposition of civil or criminal liabilities which could adversely affect business, results of operations, cash flow and financial condition.
- If our plant faces outage due to failure of machinery or any slowdown or shutdown in our manufacturing operations or underutilization of our manufacturing facility could impact our production and ultimately can impact our financial condition, business operations and cash flows.
- Our long-term growth and competitiveness are dependent on our ability to control costs and pass on any increase in operating expenses to customers, while continuing to offer competitive pricing.
- We have experienced significant growth in the past few years, and if we are unable to sustain or manage our growth, our business, results of operations and financial condition may be adversely affected.
- We rely on third-party transportation providers for both procurements of our raw materials and distribution of our products. Any failures by any of our transportation providers to deliver our raw materials or our products on time, or in good condition, or at all, may adversely affect our business, financial condition and results of operations.
- Our Company is currently a regional player and derives substantial revenue from West Bengal, Odisha and Jharkhand and hence faces geographical concentration related risks.
- Our directors have no prior experience in managing a listed company, which may pose challenges in complying with regulatory requirements.
- Average cost of acquisition of Equity Shares held by the Individual Promoters is

Sr. No.	Name of the Promoters	No. of Shares held	Average cost of Acquisition (in ₹)
1.	Prabhat Tekriwal	20,79,960	13.75
2.	Sharmila Tekriwal	8	1.25
3.	Harsh Tekriwal	8	1.25
4.	Kargil Transport Private Limited	1,39,20,000	0.82
5.	Kritish Tekriwal	8	13.75

and the Issue Price at the upper end of the Price Band is Rs. 143 per Equity Share.

- The Price/ Earnings ratio based on Diluted EPS for Fiscal 2025 for the company at the upper end of the Price Band is 15.70 times.
- Weighted Average Return on Net worth for Fiscals 2025, 2024 and 2023 is 43.47%.

2. Details of suitable ratios of the company for the latest full financial year:

Name of Company	Current Market Price (₹)	Face Value (₹)	EPS		PE Ratio (times)	RONW(%)	NAV per share (₹)	Total Income (in lakhs)
			Basic	Diluted				
Monolithisch India Limited	[●]^	10	9.11	9.11	[●]^	41.15	22.13	9734.43
Peer Group								
Raghav Productivity Enhancers Limited	713.55	10	8.05	8.05	88.64	19.12	42.10	19964.79

*CMP of our Company is considered as Issue Price.
^to be included post finalization of the Issue Price.

3. Weighted average return on net worth and return on net worth for the last 3 FYs:
As per restated financial statements:

Sr. No	Period	RONW (%)	Weights
1	Financial Year ending March 31, 2025	41.15%	3
2	Financial Year ending March 31, 2024	45.97%	2
3	Financial Year ending March 31, 2023	45.41%	1
	Weighted Average	**43.47%**	

Note:
i. The RoNW has been computed by dividing net profit after tax (excluding exceptional items) with restated Net worth as at the end of the year/ period
ii. Weighted average = Aggregate of year-wise weighted RoNW divided by the aggregate of weights i.e. (RoNW x Weight) for each year/ Total of weights.

4. Weighted average cost of acquisition of all the shares transacted in the three years, 18 months and one year preceding the date of the Red Herring Prospectus-

Period	Weighted Average Cost of Acquisition (in Rs.)	Upper End of the Price Band is 'X' times the WACA	Range of acquisition price: Lowest Price – Highest Price (in Rs.)
Last one year, 18 months & three years preceding the date of the Red Herring Prospectus	2.01	71.14	0-110

5. Disclosures as per clause (9)(K)(4) of Part A to Schedule VI:

a. The price per share of our Company based on the primary/ new issue of shares (equity / convertible securities)

Except as disclosed below, there has been no issuance of Equity Shares, other than Equity Shares issued pursuant to a bonus issue on September 25, 2024 during the 18 months preceding the date of the Red Herring Prospectus, where such issuance is equal to or more than 5% of the fully diluted paid-up share capital of the Company (calculated based on the pre-issue capital before such transaction(s) and excluding employee stock options granted but not vested), in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of 30 days.

Date of Allotment	No. of equity Shares allotted	Face value per Equity share (₹)	Issue price per Equity share (₹)	Adjusted Price Per equity share (post bonus)	Nature of allotment	Nature of consideration	Total Consideration (in ₹ lakhs)
September 18, 2024	1,99,997	10/-	110/-	13.75	Right Issue	Cash	220.00

b. The price per share of our Company based on the secondary sale / acquisition of shares (equity shares)

There has been no secondary sale / acquisitions of Equity Shares, where the promoters, members of the promoter group or shareholder(s) having the right to nominate director(s) in the board of directors of the Company are a party to the transaction (excluding gifts), during the 18 months preceding the date of this certificate, where either acquisition or sale is equal to or more than 5% of the fully diluted paid up share capital of the Company (calculated based on the pre-issue capital before such transaction/s and excluding employee stock options granted but not vested), in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of rolling 30 days.

c. Since there is eligible transaction reported under (a) above, the price per equity share of our Company based on last five primary and secondary transactions (secondary transactions where promoters, promoter group or shareholder(s) having the right to nominate director(s) on our Board, are a party to the transaction), not older than three years prior to the date of the Red Herring Prospectus irrespective of the size of transactions, has not been computed.

Weighted average cost of acquisition, floor price and cap price

Types of transactions	Weighted average cost of acquisition (₹ per Equity Shares)	Floor price (i.e. ₹ 135)	Cap price (i.e. ₹ 143)
Weighted average cost of acquisition of primary / new issue as per paragraph 8(a) above.	13.75	9.82 times	10.4 times
Weighted average cost of acquisition for secondary sale / acquisition as per paragraph 8(b) above.	NA^	NA^	NA^
Weighted average cost of acquisition for past 5 primary issuances/ secondary transaction as disclosed above	NA	NA	NA

*Note:^*
There were no secondary sales / acquisition of shares of shares (equity/ convertible securities) other than Shares transfer on in last 18 months from the date of the Red Herring Prospectus.

The Issue Price shall be determined by our Company in consultation with the BRLM, on the basis of the demand from investor for the Equity Shares through Book Building Process. Our Company in consultation with the BRLM are justified of the Issue price in view of the qualitative and quantitative parameters refer chapter titled ***"Basis for the issue Price"*** on page 91 of the Red Hering Prospectus.

Continued on next page

Continued from previous page

ADDITIONAL INFORMATION FOR INVESTORS:

Details of proposed/ undertaken pre-issue placements from the DRHP filing date: Our Company has not undertaken any Pre-IPO Placements from the DRHP filing date.

Transaction of shares aggregating up to 1% or more of the paid-up equity share capital of the Company by promoter(s) and promoter group(s) from the DRHP filing date: Not applicable

Shareholding of the Promoter/ Promoter Group and Additional Top 10 Shareholders of the Company:

Sr. No.	Name of Shareholders	Pre-Issue shareholding as at the date of Advertisement		Post-Issue shareholding as at Allotment			
		Number of Equity Shares	Share Holding (in %)	At the lower end of the price band (₹ 135)		At the upper end of the price band (₹ 143)	
				Number of Equity Shares	Share holding (in %)	Number of Equity Shares	Share holding (in %)
Promoters							
1.	Prabhat Tekriwal	20,79,960	12.99	20,79,960	9.57	20,79,960	9.57
2.	Sharmila Tekriwal	8	Negligible	8	Negligible	8	Negligible
3.	Harsh Tekriwal	8	Negligible	8	Negligible	8	Negligible
4.	Kargil Transport Private Limited	1,39,20,000	87.00	1,39,20,000	64.04	1,39,20,000	64.04
5.	Kritish Tekriwal	8	Negligible	8	Negligible	8	Negligible
	Sub Total (A)	1,59,99,984	99.99	1,59,99,984	73.61	1,59,99,984	73.61
Promoter Group							
6.	Gowri Tekriwal	8	Negligible	8	Negligible	8	Negligible
7.	Harsh Tekriwal HUF	8	Negligible	8	Negligible	8	Negligible
	Sub Total (B)	16	0.01	16	0.01	16	0.01
Additional Top 10 Shareholders							
Nil							

Notes:
1) The Promoter Group shareholders are Gowri Tekriwal and Harsh Tekriwal HUF.
2) Includes all options that have been exercised until date of Red Herring Prospectus and any transfers of equity shares by existing shareholders after the date of the pre-issue and price band advertisement until date of Red Herring Prospectus.
3) Assuming full subscription in the issue. The post-issue shareholding details as at allotment will be based on the actual subscription and the final issue price and updated in the prospectus, subject.to finalization of the basis of allotment. Also, this table assumes there is no transfer of shares by these shareholders between the date of the advertisement and allotment if any such transfers occur prior to the date of prospectus, it will be updated in the shareholding pattern in the prospectus).

BASIS FOR ISSUE PRICE

The ***"Basis of the issue price"*** on page 90 of the Offer document has been updated with the above price band. Please refer to the website of the BRLM or scan the given QR code for the ***"Basis of the issue price"*** updated with the above price band.

INDICATIVE TIMELINE FOR THE ISSUE

Our Company may in consultation with the BRLM, consider participation by Anchor Investors in accordance with the SEBI ICDR Regulations.

Sequence of Activities	Listing within T+3 days (T is Issue Closing Date i.e. Monday , June 16, 2025)
Application Submission by Investors	Electronic Applications (Online ASBA through 3-in-1 accounts) – Upto 5 pm on Monday **, June 16, 2025.** Electronic Applications (Bank ASBA through Online channels like Internet Banking, Mobile Banking and Syndicate UPI ASBA etc.) – Upto 4 pm on Monday , **June 16, 2025.** Electronic Applications (Syndicate Non-Retail, Non-Individual Applications) – Upto 3 pm on Monday , **June 16, 2025.**
	Physical Applications (Bank ASBA) – Upto 1 pm on **Monday , June 16, 2025.** Physical Applications (Syndicate Non-Retail, Non-Individual Applications of QIBs and NIIs) – Upto 12 pm on **Monday , June 16, 2025** and Syndicate members shall transfer such applications to banks before 1 pm on **Monday , June 16, 2025.**
Bid Modification	From Issue opening date up to 5 pm on **Monday , June 16, 2025.**
Validation of bid details with depositories	From Issue opening date up to 5 pm on **Monday , June 16, 2025.**
Reconciliation of UPI mandate transactions (Based on the guidelines issued by NPCI from time to time): Among Stock Exchanges –Sponsor Banks – NPCI and NPCI – PSPs/TPAPs** – Issuer Banks; Reporting formats of bid information, UPI analysis report and compliance timelines.	On daily basis Merchant Bankers to submit to SEBI, sought as and when.
UPI Mandate acceptance time	**Monday , June 16, 2025** – 5 pm
Issue Closure T day	**Monday , June 16, 2025** – 4 pm for QIB and NII categories **Monday , June 16, 2025** – 5 pm for Retail and other reserved categories
Third party check on UPI applications	On daily basis and to be completed before 9:30 AM on **Tuesday , June 17, 2025.**
Third party check on Non-UPI applications	On daily basis and to be completed before 1 pm on **Tuesday , June 17, 2025.**
Submission of final certificates: -For UPI from Sponsor Bank -For Bank ASBA, from all SCSBs -For syndicate ASBA UPI ASBA	Before 09:30 pm on **Monday , June 16, 2025.** All SCSBs for Direct ASBA – Before 07:30 pm on **Monday , June 16, 2025** Syndicate ASBA - Before 07:30 pm on **Monday , June 16, 2025**
Finalization of rejections and completion of basis	Before 6 pm on **Tuesday , June 17, 2025.**
Approval of basis by Stock Exchange	Before 9 pm on **Tuesday , June 17, 2025.**
Issuance of fund transfer instructions in separate files for debit and unblock. For Bank ASBA and Online ASBA – To all SCSBs For UPI ASBA – To Sponsor Bank	Initiation not later than 09:30 am on **Wednesday , June 18, 2025;** Completion before 2 pm on **Wednesday , June 18, 2025** for fund transfer; Completion before 4 pm on **Wednesday , June 18, 2025** for unblocking.
Corporate action execution for credit of shares	Initiation before 2 pm on **Wednesday , June 18, 2025** Completion before 6 pm on **Wednesday , June 18, 2025**
Filing of listing application with Stock Exchanges and issuance of trading notice	Before 7:30 pm on **Wednesday , June 18, 2025**
Publish allotment advertisement	On website of Issuer, Merchant Banker and RTI - before 9 pm on **Wednesday , June 18, 2025.** In newspapers – On **Thursday , June 19, 2025** day but not later than **Saturday , June 21, 2025.**
Trading starts T+3 day	Trading starts **Thursday , June 19, 2025**

** PSPs/TPAPs=Payment Service Providers/Third party application providers.

In case of any revisions in the Price Band, the Bid/ Issue Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision of the Price Band, subject to the Bid/Issue Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company may, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/Issue Period for a minimum of one Working Day, subject to the Bid/Issue Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/Issue Period, if applicable, will be widely disseminated by notification to the Stock Exchange, by issuing a press release, and also by indicating the change on the website of the Book Running Lead Managers and the terminals of the other members of the Syndicate and by intimation to SCSBs, the Sponsor Bank, Registered Brokers, Collecting Depository Participants and Registrar and Share Transfer Agents.

The Issue is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended (the "SCRR") read with Regulation 252 of SEBI ICDR Regulations, 2018, the Issue is being made for at least 25% of the post-Issue paid-up Equity Share capital of our Company. The Issue is being made under Regulation 229(2) of Chapter IX of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 via book building process wherein not more than 50% of the net Issue shall be allocated on a proportionate basis to QIBs, provided that our Company may, in consultation with the BRLM, allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations, of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. In the event of under-subscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the QIB Portion. Further, 5% of the QIB Portion (excluding the Anchor Investor Portion) shall be available for allocation on a proportionate basis only to Mutual Funds, and the remainder of the QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs (other than Anchor Investors), including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. Further, not less than 15% of the Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Investors and not less than 35% of the Issue shall be available for allocation to Retail Individual Investors in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. All Bidders (other than Anchor Investors) shall mandatorily participate in the Issue only through the ASBA process. ASBA Bidders must provide either (i) the bank account details and authorization to block funds in the ASBA Form, or (ii) the UPI ID, as applicable, in the relevant space provided in the ASBA Form. The ASBA Forms that do not contain such details are liable to be rejected. Applications made by the RIIs using third party bank account or using third party linked bank account UPI ID are liable for rejection. Anchor Investors are not permitted to participate in the Issue through the ASBA process. ASBA Bidders shall ensure that the Bids are made on ASBA Forms bearing the stamp of the relevant Designated Intermediary, submitted at the relevant Bidding Centres only (except in case of electronic ASBA Forms) and the ASBA Forms not bearing such specified stamp are liable to be rejected. For details, see ***"Issue Procedure"*** beginning on page 256 of the Red Herring Prospectus.

Bidders/ Applicants should note that on the basis of PAN, DP ID and Client ID as provided in the Bid cum Application Form, the Bidders/Applicants may be deemed to have authorized the Depositories to provide to the Registrar to the Issue, any requested Demographic Details of the Bidders/Applicants as available on the records of the depositories. These Demographic Details may be used, among other things, for or unblocking of ASBA Account or for other correspondence(s) related to an Issue. Bidders/Applicants are advised to update any changes to their Demographic Details as available in the records of the Depository Participant to ensure accuracy of records. Any delay resulting from failure to update the Demographic Details would be at the Applicants' sole risk. Bidders/Applicants should ensure that PAN, DP ID and the Client ID are correctly filled in the Bid cum Application Form. The PAN, DP ID and Client ID provided in the Bid cum Application Form should match with the PAN, DP ID and Client ID available in the Depository database, otherwise, the Bid cum Application Form is liable to be rejected. Bidders/Applicants should ensure that the beneficiary account provided in the Bid cum Application Form is active. Investors must ensure that their PAN is linked with AADHAR and are in compliance with CBDT Notification dated February 13, 2020 and press release dated June 25, 2021.

CONTENTS OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AS REGARDS ITS OBJECTS: For information on the main objects and other objects of our Company, see ***"History and Corporate Structure"*** on page 138 of the Red Herring Prospectus and Clause III of the Memorandum of Association of our Company. The Memorandum of Association of our Company is a material document for inspection in relation to the Issue. For further details, see the section ***"Material Contracts and Documents for Inspection"*** on page 297 of the Red Herring Prospectus.

LIABILITY OF MEMBERS AS PER MOA: Limited by shares.

AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: As on the date of Red Herring Prospectus, the Authorized share Capital of the Company is Rs.2,30,000,000/- (Rupees Twenty Three Crores Only) divided into 2,30,00,000 (Two Crores Thirty Lakhs Only) Equity Shares of face value of Rs.10/- each. The issued, subscribed and paid-up share capital of the Company before the issue Rs. 1,60,000,000/- (Rs. Sixteen Crores Only) divided into 1,60,00,000 (One Crore Sixty Lakhs Only) Equity Shares of face value Rs.10 each. For details of the Capital Structure, see ***"Capital Structure"*** on the page 64 of the Red Herring Prospectus.

NAMES OF THE SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM: Given below are the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed for by them at the time of signing of the Memorandum of Association of our Company, Prabhat Tekriwal -1 equity share, Sharmila Tekriwal -1 equity share and Harsh Tekriwal - 1 equity share aggregating to 3 Equity Shares of Rs.10/- each. Details of the main objects of the Company as contained in the Memorandum of Association, see ***"History and Corporate Structure"*** on page 138 of the Red Herring Prospectus. For details of the share capital and capital structure of the Company see ***"Capital Structure"*** on page 64 of the Red Herring Prospectus.

DISCLAIMER CLAUSE OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ("SEBI"): Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018. The Red Herring Prospectus has been filed with SEBI. In terms of the SEBI Regulations, the SEBI shall not issue any observation on the Offer Document. Hence there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However, investors may refer to the entire Disclaimer Clause of SEBI beginning on page 235 of the Red Herring Prospectus.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE ("NSE EMERGE") (THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Offer Document has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Offer Document. The investors are advised to refer to the Offer Document for the full text of the 'Disclaimer Clause of NSE.

GENERAL RISK: Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the Issuer and this Issue, including the risks involved. The Equity Shares have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to ***"Risk Factors"*** on page 27 of the Red Herring Prospectus.

TRACK RECORD OF BOOK RUNNING LEAD MANAGER: The BRLM associated with the Issue has handled 62 Public Issues in the past three years, out of which 2 issue was closed below the Issue/ Offer Price on listing date

Name of BRLM	Total Issue		Issue closed below IPO Price on listing date
	Mainboard	SME	
Hem Securities Limited	2	60	2 (SME)

BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
HEM SECURITIES LIMITED **Address:** 904, A Wing, Naman Midtown, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road, Lower Parel, Mumbai-400013, Maharashtra, India Tel No.: +91-22-49060000 **Email:** ib@hemsecurities.com; **Investor Grievance Email:** redressal@hemsecurities.com **Website:** www.hemsecurities.com; **Contact Person:** Sourabh Garg **SEBI Reg. No.:** INM000010981 **CIN:** U67120RJ1995PLC010390	**KFin Technologies Limited** **Address:** Selenium Tower-B, Plot 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad – 500 032, Telangana **Tel. No.:** +91 40 6716 2222 **Email:** mil.ipo@kfintech.com; **Website:** www.kfintech.com **Investor Grievance Email:** einward.ris@kfintech.com **Contact Person:** M Murali Krishna **SEBI Registration No.:** INR000000221	**Deepa Vijay Agrawal** **MONOLITHISCH INDIA LIMITED** **Address:** Plot No. 381, Village: - Utaraha, P.S. Neturia Purulia, WB 723121 India. **Tel No:** +91-9155330164 **E-mail:** cs@monolithischindia.in; **Website:** www.monolithisch.com **CIN:** U26999WB2018PLC227534 Investors may contact the Company Secretary and Compliance Officer or the Registrar to the Issue in case of any pre-issue or post-issue related grievances including non-receipt of letters of allotment, non-credit of allotted equity shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders or non- receipt of funds by electronic mode, etc. For all issue related queries and for redressal of complaints investors may also write to the BRLMS.

AVAILABILITY OF RED HERRING PROSPECTUS: Investors are advised to refer to the Red Herring Prospectus and the Risk Factors contained therein before applying in the Issue. Full copy of the Red Herring Prospectus is available on the website of SEBI at www. sebi.gov.in, website of the Company at https://monolithisch.com/ipo/, the website of the BRLM to the Issue at www.hemsecurities.com, the website of NSE at www.nseindia.com/companies-listing/corporate-filings-offer-documents#sme_offer respectively.

AVAILABILITY OF THE ABRIDGED PROSPECTUS: A copy of the abridged prospectus shall be available on the website of the Company, BRLM and NSE at https://monolithisch.com/ipo/, www.hemsecurities.com and www.nseindia.com/companies-listing/corporate-filings-offer-documents#sme_offer, respectively.

SYNDICATE MEMBER: Hem Finlease Private Limited

AVAILABILITY OF BID-CUM-APPLICATION FORMS: Bid-Cum-Application forms can be obtained from the Registered Office of the Company: Monolithisch India Limited, Telephone: +91-9155330164; BRLM: Hem Securities Limited, Telephone: +91-22-4906 0000 and the Syndicate Members: Hem Finlease Private Limited, Telephone: +91-141-4051000 and at the selected locations of the Sub-Syndicate Members, Registered Brokers, RTAs and CDPs participating in the Issue. Bid-cum-application Forms will also be available on the websites of NSE and the designated branches of SCSBs, the list of which is available at websites of the stock exchanges and SEBI.

BANKER TO THE ISSUE/ ESCROW COLLECTION BANK/ REFUND BANK/ PUBLIC ISSUE ACCOUNT BANK/ SPONSOR BANK: Kotak Mahindra Bank Limited. **UPI:** UPI Bidders can also Bid through UPI Mechanism.

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Red Herring Prospectus.

On behalf of Board of Directors
Monolithisch India Limited
Sd/-
Deepa Vijay Agrawal
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Ranchi
Date: June 05, 2025

Disclaimer- Monolithisch India Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares the Red Herring Prospectus dated June 05, 2025 has been filed with the Registrar of Companies, Kolkata, West Bengal and thereafter with SEBI and the Stock Exchanges. The RHP is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, website of NSE Emerge at https://www.nseindia.com/companies-listing/corporate-filings-offer-documents#sme_offer and is available on the websites of the BRLM at www.hemsecurities.com. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please refer to the Red Herring Prospectus including the section titled ***"Risk Factors"*** beginning on page 27 of the Red Herring Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the ***"Securities Act"***) or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. State Securities laws. The Equity Shares are being issued and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance on Regulation "S" under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such issues and sales are made. There will be no public offering in the United States.

চিন্নাস্বামীর ভিতরে ছিল দু'টি অ্যাম্বুল্যান্স

কাঁধে-কোলে আহতদের নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেঙ্গালুরুর আইপিএল জয়ের আনন্দ বদলে গিয়েছে বিষাদে। চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের বাইরে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ১১ জনের। আহত ৫০-এর বেশি। জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনার ঠিক পরে আহতদের প্রথমে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়নি। উল্টে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের বাইরে থেকে ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল!

যে সমর্থকেরা রাস্তায় আহত হয়ে পড়ে ছিলেন তাঁদের প্রথমে স্টেডিয়ামের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয়। কারণ, অ্যাম্বুল্যান্স চিন্নাস্বামীর ভিতরেই ছিল। কিন্তু মাত্র দু'টি অ্যাম্বুল্যান্স থাকায় অনেককেই নেওয়া যায়নি। যাঁদের তোলা যায়নি তাঁদের কাঁধে বা কোলে নিয়ে স্টেডিয়াম থেকে বেরোন নিরাপত্তারক্ষীরা। লক্ষ্য ছিল, রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করানো হবে এবং আহতদের সেই গাড়িতে হাসপাতালে পাঠানো হবে। কিন্তু সেখানেও হয় সমস্যা। স্টেডিয়ামের আশেপাশে সব রাস্তাই অনুষ্ঠানের জন্য দুপুর থেকে বন্ধ ছিল। তাই কাঁধে বা কোলে করে আহতদের প্রায় ৫০০ মিটার নিয়ে যেতে হয়। সেখান থেকে গাড়ি করে হাসপাতালে পাঠানো হয়।

প্রায় তিন লক্ষ মানুষের জমায়েত সামলাতে পারেনি পুলিশ। মুহূর্তের মধ্যে ভিড় বেলাগাম হয়ে যায়। বেঙ্গালুরুর এক পুলিশ অফিসার জানিয়েছেন, তাঁরা অনবরত মাইকে ঘোষণা চালিয়ে গিয়েছেন। স্টেডিয়ামের বাইরে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের ফিরে যাওয়ার অনুরোধ করা হয়েছিল। কেউ কোনও কথা শোনেননি। বরং কে আগে স্টেডিয়ামের ভিতরে ঢুকতে পারেন, সেই নিয়ে লড়াই চলছিল। একটি দল এগিয়ে যেতে থাকে কাবন পার্ক মেট্রো স্টেশন থেকে ১৩ নম্বর গেটের দিকে। আর এক দল ১৩ নম্বর গেট থেকে ১ এবং ২ নম্বর গেটের দিকে এগোতে থাকে। মাঝে ছিলেন প্রচুর সমর্থক যাঁরা রাস্তা আটকে নাচছিলেন, গাইছিলেন। স্টেডিয়ামে ঢোকার পথও ছিল সরু। ফলে ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়ে যায়। পাস বা টিকিট ছাড়া ঢোকার অনুমতি ছিল না। কিন্তু একটা বড় অংশের কাছে কোনও পাস বা টিকিট ছিল না। তাঁরা এসেছিলেন স্রেফ উৎসবে শামিল হতে। সেই ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি পুলিশ। তা ছাড়া উপস্থিত মানুষের তুলনায় পুলিশকর্মীর সংখ্যাও ছিল অত্যন্ত কম। চারদিকে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। ভিড়ের চাপে রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন প্রচুর মানুষ। তাঁদের মাড়িয়ে এগিয়ে যান অনেকে।

প্রথমে ঠিক করা হয়েছিল বিধান সৌধ থেকে চিন্নাস্বামী পর্যন্ত হুডখোলা বাসে শোভাযাত্রা আয়োজন করা হবে। সেই বাসে ট্রফি হাতে থাকবেন ক্রিকেটারেরা। তবে পুলিশের পরামর্শে সেই পরিকল্পনা বাতিল হয়। তার পরেও যে এত মানুষের সমাগম হবে এটা প্রত্যাশা করা যায়নি। ভিড় আরও বেড়ে যায় আরসিবি-র একটি টুইটে। বুধবার দুপুর ৩.১৪ নাগাদ তারা ঘোষণা করে, ৫টা থেকে শোভাযাত্রা হবে। সেই শোভাযাত্রা কোথা থেকে, কী ভাবে হবে তার কোনও ঘোষণা ছিল না। ফলে স্টেডিয়ামের বাইরে থেকে বিধান সৌধ, চতুর্দিকে থিকথিকে ভিড় হয়ে যায়। প্রচুর মানুষ জোর করে স্টেডিয়ামে ঢুকতে যান। অনেকেই সফল হননি। দুর্ঘটনার মুখে পড়েছেন তাঁরাই।

গাড়ি রাখার জায়গা নেই বলে স্টেডিয়ামমুখী সমর্থকদের মেট্রোয় আসতে বলা হয়েছিল। প্রতিটি মেট্রোতেই ছিল বিপুল ভিড়। স্টেশনে দাঁড়ানোর জায়গাও ছিল না। ওই সময়েই মেট্রো বন্ধ করে দেওয়া উচিত ছিল বলে মনে করে স্থানীয় পুলিশ। কিন্তু মেট্রো কর্তৃপক্ষ সেই সিদ্ধান্ত নেন অনেক দেরিতে। তত ক্ষণে ভিড় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল।

ফরাসি ওপেনের সেমিফাইনালে জকোভিচ

প্যারিস, ৫ জুন: ২৫টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের লক্ষ্যে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলেন নোভাক জকোভিচ। বুধবার রাতে আলেকজান্ডার জেরেভকে ৪-৬, ৬-৩, ৬-২, ৬-৪ গেমে হারালেন সার্বিয়ার খেলোয়াড়। তবে সেমিফাইনালে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে বিশাল চ্যালেঞ্জ। শেষ চারে বিশ্বের এক নম্বর ইয়ানিক সিনারের মুখোমুখি হবেন জোকার।

লাল সুরকির কোর্টে নামার আগে দু'টি প্রতিযোগিতার প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায় নেন জকোভিচ। অনেকেই ভেবেছিলেন, এবার ফরাসি ওপেনে হয়তো দেখা যাবে না পুরোনো জোকারকে। কিন্তু একেবারে আসল সময় ফর্ম ফিরে পেয়েছেন তিনি। রোলাঁ গ্যারোয় নামার আগে জেনেভায় ১০০তম ট্যুর খেতাব জিতেছেন বিশ্বের প্রাক্তন এক নম্বর। আর লাল সুরকির কোর্টে টানা নয় ম্যাচ জিতলেন তিনি। এই নিয়ে ৫১ বার গ্র্যান্ড স্ল্যামের সেমিফাইনালে উঠলেন জকোভিচ। জেরেভের বেসলাইনের মোকাবিলা করতে নিজের খেলার কৌশলই পালটে অনেক বেশি বৈচিত্র দেখা গিয়েছে তাঁর খেলায়। জেরেভের সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাতে ৯-৫ ফলে এগিয়ে গেলেন জকোভিচ।

টানা পাঁচ বার ফরাসি ওপেনের সেমিফাইনালে ওঠার লক্ষ্যে এদিন নেমেছিলেন জেরেভ। তবে জকোভিচের একের পর এক ড্রপ শটের কোনও জবাব ছিল না তাঁর কাছে। প্রথম সেটে ২-০ এগিয়ে যাওয়ার পর জকোভিচ ব্যাট বদলান। তাতে কাজ হয়। আরও ভালো শট খেলতে থাকেন তিনি। অষ্টম গেমে তাঁর 'ওপেন স্টান্স ব্যাকহ্যান্ড' প্রথম ব্রেক পয়েন্ট দিতে সাহায্য করে। কোর্টের শীতল পরিবেশে দুই খেলোয়াড়েরই শট মারতে কষ্ট হয়েছে। তবে জেরেভ সাধ্যমতো নিজের সার্ভ কাজে লাগিয়েছেন। প্রথম সেট খোয়ানোর পর জেরেভের বেসলাইনের জবাব দিতে ড্রপ শট খেলতে শুরু করেন জকোভিচ। গোটা ম্যাচে তাঁর এই কৌশল ভালো ভাবে কাজে দেয়।

এই বছর অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে এই জেরেভের বিরুদ্ধেই সেমিফাইনাল ম্যাচ চোটের কারণে ছেড়ে দিতে হয়েছিল জকোভিচকে। বাঁ পায়ের পেশিতে টান লাগার জেরে খেলতেই পারেননি তিনি। কিন্তু এই গ্র্যান্ড স্ল্যামে তিনি আপাতত নিখুঁত ভাবে এগিয়ে চলেছেন। ২০২৩ সালে শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যাম হিসাবে ইউএস ওপেন জিতেছিলেন জোকার। খেতাব জয়ের সামনে এখন তাঁকে দু'জন কঠিন প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হতে হবে। যার প্রথমটি হল সিনার। আর ফাইনালে জকোভিচের সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ কার্লোস আলকারাজ।

ম্যাচের পর জকোভিচ বলেন, 'শেষ গেমে আমার কৌশল ছিল শুধুই ড্রপ শট খেলা। তিন-চারটে ড্রপ শট একসঙ্গে খেলেছি। হয়তো টিভিতে আপনারা দেখতে পাননি। কিন্তু এক দিক থেকে প্রচণ্ড জোরে হাওয়া বইছিল। ফলে দ্বিগুণ জোরে শট খেলতে হচ্ছিল।' তাঁর সংযোজন, 'শেষের দিকে প্রচুর চাপের মধ্যে খেলতে হয়েছে। গত ছ'বছরে জেরেভ বিশ্বের অন্যতম সেরা টেনিস খেলোয়াড় হয়ে উঠেছে। আমি কেন এখনও খেলা চালিয়ে যেতে চাই, তার উদাহরণ আজকের ম্যাচ।'

আন্দ্রেয়েভাকে হারিয়ে সেমিতে র‍্যাঙ্কিংয়ের ৩৬১ নম্বর বয়াসোঁ

প্যারিস, ৫ জুন: ফরাসি ওপেনের মহিলা এককে একের পর এক চমক জাগানিয়া পারফরম্যানস উপহার দেওয়া খেলোয়াড় বয়াসোঁ উঠে গেলেন সেমি-ফাইনালে। বছরের দ্বিতীয় গ্র্যান্ড স্ল্যামের কোয়ার্টার-ফাইনালে বুধবার ষষ্ঠ বাছাই রাশিয়ার মিরা আন্দ্রেয়েভাকে ৭-৬ (৮-৬), ৬-৩ গেমে হারান র‍্যাঙ্কিংয়ের ৩৬১ নম্বরে থাকা বয়াসোঁ।

প্যারিসে গতবারের সেমি-ফাইনালিস্ট আন্দ্রেয়েভার বিপক্ষে প্রথম সেটে একটা সময়ে ৫-৩-এ পিছিয়ে ছিলেন ২২ বছর বয়সী এই ফরাসি খেলোয়াড়। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ৮০ মিনিটের সেটটি তিনি জিতে নেন টাইব্রেকে। দ্বিতীয় সেটে একটা পর্যায়ে ১৮ বছর বয়সী আন্দ্রেয়েভা এগিয়ে যান ৩-০তে, এরপর আর পাত্তা পাননি তিনি। অবিশ্বাস্য পারফরম্যানসের টানা ৬ গেম জিতে পরের ধাপে পৌঁছে যান বয়াসোঁ।

প্যারিসে এবার ওয়াইল্ড কার্ড পেয়ে মূল ড্রয়ে জায়গা পান তিনি। এবারই প্রথম কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যামের মূল ড্রয়ে অভিষেক হয় তার। প্রথম তিন রাউন্ডে জয়ের পর শেষ ষোলোয় তিনি হারিয়ে দেন তৃতীয় বাছাই জেসিকা পেগুলাকে। এবার হারালেন ষষ্ঠ বাছাইকে।

টেনিসে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে ওয়াইল্ড কার্ড পেয়ে ফরাসি ওপেনের মহিলা এককের সেমি-ফাইনালে ওঠার কীর্তি গড়লেন বয়াসোঁ। গত ৪০ বছরের মধ্যে র‍্যাঙ্কিংয়ের সবচেয়ে নিচে থেকে কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যামের শেষ চারে উঠলেন তিনি। ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে বয়াসোঁ খেলবেন দ্বিতীয় বাছাই যুক্তরাষ্ট্রের কোকো গাউফের বিপক্ষে। শেষ আটে স্বদেশী ম্যাডিসন কিসের বিপক্ষে ৬-৭ (৬-৮), ৬-৪, ৬-১ গেমে জেতেন গাউফ।

ভারতের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের উদ্বোধনী টেস্টের জন্য ইংল্যান্ড দল ঘোষণা

লিডস, ৫ জুন: ভারতের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের প্রথম ম্যাচের জন্য ইংল্যান্ড ১৪ সদস্যের দল বৃহস্পতিবার ঘোষণা করেছে, যা ২০ জুন লিডসের হেডিংলিতে শুরু হতে চলেছে। বেন স্টোকস অধিনায়ক হিসেবে দলকে নেতৃত্ব দেবেন এবং সারের বোলিং অলরাউন্ডার জেমি ওভারটন ২০২২ সালের জুনে হেডিংলিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে একমাত্র ক্যাপ অর্জনের পর প্রথমবারের মতো টেস্ট লাইন আপে ফিরেছেন।

গত সপ্তাহে এজবাস্টনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডে খেলার সময় ডান হাতের কনিষ্ঠ আঙুল ভেঙে যাওয়ার পর ৩১ বছর বয়সী এই খেলোয়াড় এখনও নিবিড় চিকিৎসা পর্যবেক্ষণে রয়েছেন। ডিসেম্বরে ইংল্যান্ডের নিউজিল্যান্ড টেস্ট সফরে খেলার পর ডারহামের পেসার ব্রাইডন কার্স, ওয়ারউইকশায়ারের জ্যাকব বেথেল এবং ক্রিস ওকসকে দলে রাখা হয়েছে।

গত মাসে ট্রেন্ট ব্রিজে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে একমাত্র টেস্টের সময় হ্যামস্ট্রিং ইনজুরির কারণে সারের গাস অ্যাটকিনসনকে দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ইংল্যান্ড আগামী কয়েক মাস ধরে ভারতের বিপক্ষে পাঁচটি টেস্ট ম্যাচ খেলবে, যা ৪ আগস্ট লন্ডনের ওভালে শেষ হবে।

ইডেনে মহারণে যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল ও ভবানীপুর

ডাবল সেঞ্চুরির আলোয় ঝলমলে সাকির, ইতিহাসে ১৭ বার চ্যাম্পিয়ন লাল-হলুদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাঁচ দিন ধরে চলল লড়াই। প্রতিটি ওভারে জমল উত্তেজনা। কিন্তু শেষরক্ষা করল না কোনও দলই। সিএবি ফার্স্ট ডিভিশন লিগ ২০২৪-২৫-এর ফাইনাল ম্যাচে জয়-পরাজয়ের নির্ধারণ হল না। ইডেন গার্ডেনে ড্র হওয়া এই টেস্ট ম্যাচে যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হল ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ও ভবানীপুর ক্লাবকে।

টস জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ভবানীপুর ক্লাব গড়ে তোলে পাহাড়প্রমাণ স্কোর ; ১৭০ ওভারে ৬৪৩/৬ ডিক্লেয়ার।

দলের হয়ে দারুণ ইনিংস খেলেন সাকির গান্ধী, ৪১১ বলে করেন ২২০ রান। তাঁকে দারুণ সঙ্গ দেন বিবেক সিং, যিনি ১৭৬ রান করে অপরাজিত থাকেন। অভিষেক রামন যোগ করেন ৯৩ রান। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে দুটি করে উইকেট নেন সুরাজ সিন্ধু জয়সওয়াল ও বিকাশ সিং। একটি করে উইকেট পান কনিস্ক শেঠ ও ঋত্বিক চ্যাটার্জি।

জবাবে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ইনিংস থামে ২৩৯/৮ স্কোরে, ১০৪.৫ ওভারে। দলের হয়ে সাত্যকি দত্ত করেন ৫৩ রান। শেষদিকে অপরাজিত ৪৬ রানের ইনিংস খেলে দলকে ড্র-তে পৌঁছে দেন কনিস্ক শেঠ। ভবানীপুরের পক্ষে রবি কুমার ৩ উইকেট এবং অনুভব ত্যাগী ২ উইকেট নেন।

এই নিয়ে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব সিএবি ফার্স্ট ডিভিশন লিগে ১৭তম বার চ্যাম্পিয়ন হলো। ভবানীপুর ক্লাবের জন্যও এটি বিশেষ প্রাপ্তি; বিশাল রান এবং দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের মাধ্যমে যুগ্ম চ্যাম্পিয়নশিপ নিশ্চিত করল তারা।

নেশনস লিগে জার্মানিকে হারিয়ে ফাইনালে পর্তুগাল

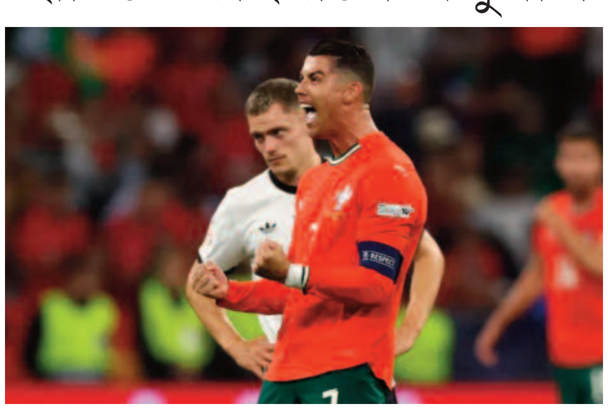

মিউনিখ, ৫ জুন: মিউনিখের আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় বুধবার রাতে সেমি-ফাইনালে জার্মানির বিরুদ্ধে ২-১ গোলে জিতেছে প্রতিযোগিতাটির প্রথম আসরের চ্যাম্পিয়ন পর্তুগাল। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ফ্লোরিয়ান ভিরৎজ জার্মানদের এগিয়ে নেওয়ার পর ৫ মিনিটের মধ্যে দুই গোল করে পর্তুগাল। গোল দুটি করেন রোনাল্ডো ও কনসেইকাও। বদলি নেমে ম্যাচ-সেরার পুরস্কারও জিতলেন ২২ বছর বয়সী উইঙ্গার কনসেইকাও!

প্রায় ২৫ বছর পর জার্মানিকে হারাতে পারল পর্তুগাল। এর আগে সবশেষ জিতেছিল ২০০০ সালের ২০ জুন, ইউরোর গ্রুপ পর্বে ৩-০ গোলে। ৪ দিন আগে এই মাঠেই ইন্টার মিলানকে ৫-০ গোলে হারিয়ে পিএসজির হয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ের স্বাদ পাওয়া ৪ জন আছেন এই পর্তুগাল দলে। একই মাঠে আগামী রবিবার জাতীয় দলের জার্সিতে শিরোপা জয়ের হাতছানি তাদের সামনে। যেখানে তাদের প্রতিপক্ষ হবে বৃহস্পতিবার আরেক সেমি-ফাইনালে ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্যে জয়ী দল।

ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া মহিলা ওয়ানডে সিরিজ চেন্নাই থেকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে

চেন্নাই, ৫ জুন: ১৪, ১৭ এবং ২০ সেপ্টেম্বর চেন্নাইতে নির্ধারিত ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে তিন ম্যাচের মহিলা একদিনের আন্তর্জাতিক সিরিজটি শহরের বাইরে স্থানান্তরিত হওয়ার কথা রয়েছে। এটা বোঝা যাচ্ছে যে তামিলনাড়ু ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (টিএনসিএ) এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে (এমএসি) ম্যাচ আয়োজনে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে কারণ ভেন্যুটির আউটফিল্ডটি পুনরায় সংযুক্ত করা হবে।

এই কাজটি আগামী বছর ভারত ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠেয় পুরুষদের টি-২০ বিশ্বকাপের প্রস্তুতির অংশ। ম্যাক স্টেডিয়ামে সর্বশেষ ১৭ বছর আগে মহিলাদের ওয়ান'ডে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যখন অস্ট্রেলিয়া ৫ মার্চ, ২০০৭ তারিখে চতুর্ভুজাকার সিরিজের ফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে ৬ উইকেটে হারিয়েছিল। তবে, এটি তখন থেকেই মহিলাদের টেস্ট এবং টি-২০ জন্য একটি ভেন্যু হয়ে উঠেছে, যেখানে ভারত দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে একটি করে লাল বলের এবং একটি করে সাদা বলের ম্যাচ খেলেছে, উভয় ম্যাচেই ১০ উইকেটে জয়লাভ করেছে।

এএফসি ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬

তৃতীয় রাউন্ডের পয়েন্ট টেবিল

নিজস্ব প্রতিবেদন: এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন (এএফসি) বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের তৃতীয় রাউন্ড বর্তমানে চলছে, যেখানে ১৮টি দল ২০২৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো এবং কানাডায় অনুষ্ঠেয় ফিফা বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জনের জন্য লড়াই করছে। এএফসি বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের তৃতীয় রাউন্ড ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে শুরু হয়েছে এবং ১০ জুন, ২০২৫ তারিখে শেষ হবে।

দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে উন্নীত ১৮টি দল (৯টি গ্রুপ বিজয়ী এবং ৯টি গ্রুপ রানার্সআপ) ছয়টি দলের তিনটি গ্রুপে বিভক্ত হবে। দলগুলো একে অপরের বিরুদ্ধে হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে ভিত্তিতে খেলবে (মোট পাঁচটি হোম এবং পাঁচটি অ্যাওয়ে ম্যাচ)। প্রতিটি গ্রুপের শীর্ষ দুটি দল সরাসরি ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের জন্য যোগ্যতা অর্জন করবে, এবং তৃতীয় এবং চতুর্থ স্থান অধিকারী দলগুলি চতুর্থ রাউন্ডে উঠবে।

সূর্যবংশীর ব্যাটে ভারতের ভবিষ্যৎ স্বপ্ন

নিজস্ব সংবাদদাতা: আইপিএল ২০২৫-এ নিজের প্রথম ম্যাচেই প্রথম বলটিকে পাঠিয়েছে সীমানার বাইরে! এরপর গুজরাট টাইটানসের বিরুদ্ধে ৩৫ বলে ১০১ রানের বিস্ফোরক ইনিংস, যা আইপিএল ইতিহাসের দ্বিতীয় দ্রুততম সেঞ্চুরি। পুরো মরশুমে তার স্ট্রাইক রেট ছিল ২০৬.৫৫, রান করেছে ২৫২। এই নজরকাড়া পারফরম্যান্সের জন্য সে জিতেছে সুপার-স্ট্রাইকার অব দ্য সিজন পুরস্কার। এই ধারাবাহিকতা তাকে নিয়ে গেছে আরও একটি বড় মঞ্চে; ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ দলে। দলের হয়ে আগামী ২৪ জুন থেকে ২৩ জুলাই পর্যন্ত ইংল্যান্ড সফরে যাবে বৈভবরা। সেখানে এক মাসের মধ্যে হবে একটি ৫০ ওভারের ওয়ার্ম-আপ ম্যাচ, পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ ও দুটি মাল্টি-ডে ম্যাচ। এই প্রসঙ্গে বৈভব বলেছে, এটা আমার জীবনের প্রথম বিদেশ সফর। ইংল্যান্ডের কন্ডিশন ও পরিবেশ সম্পর্কে জানার সুযোগ পাব। নিজেকে আরও ভালোভাবে গড়ে তুলতে চাই। অনূর্ধ্ব-১৯ দলের অধিনায়ক আয়ুষ মাত্রে আইপিএলে সিএসকে-র হয়ে খেলেছেন, এবং বৈভব জানিয়েছেন তাঁদের প্রস্তুতি অত্যন্ত ভালো চলছে।

ইন্দোনেশিয়া ওপেন থেকে বিদায় সিন্ধুর

জাকার্তা, ৫ জুন: বৃহস্পতিবার থাইল্যান্ডের পর্নপাউই চোচুওংয়ের কাছে রাউন্ড অফ ১৬-তে হেরে ইন্দোনেশিয়া ওপেন ২০২৫ থেকে ছিটকে গেলেন ভারতের পিভি সিন্ধু। সিন্ধু দুর্দান্তভাবে শুরু করেছিলেন এবং ১০-১৬ ব্যবধানে পিছিয়ে থেকে পুনরুদ্ধার করে প্রথম খেলায় জয়লাভ করেন। তবে, চোচুওং দ্বিতীয় খেলায় জোরালোভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে ১০ পয়েন্টের লিড নিয়ে শেষ পর্যন্ত ২১-১০ ব্যবধানে জয়লাভ করেন।

মহিলাদের ডাবলস জুটি ট্রিসা জলি এবং গায়ত্রী গোপীচাঁদ রাউন্ড অফ ১৬ পর্যায়ে জাপানের ইউকি ফুকুশিমা এবং মায়ু মাতসুমোতোর কাছে ১৩-২১, ২২-২৪ হারেন। ভারতের অভিযান দিনের শেষের দিকেও অব্যাহত থাকবে, পুরুষদের ডাবলস জুটি সাত্ত্বিকসাইরাজ রঙ্কিরেড্ডি, চিরাগ শেঠি খেলবেন।

ইস্টবেঙ্গল-প্রাণ সমর্থকের জীবনের রঙও লাল-হলুদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: হুগলি জেলার ডানকুনি পৌরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে, কালিপুর পূর্বাশায় থাকেন ইস্টবেঙ্গল নিবেদিতপ্রাণ সমর্থক পরিবার। এই পরিবারের প্রতিটি সদস্যের শিরায় বয়ে চলেছে লাল-হলুদের আবেগ। এই পরিবারের বর্তমান প্রজন্মের প্রতিনিধি তন্ময় ভৌমিক; একদিকে যেমন ওলা-উবের বাইক চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন, তেমনই অন্যদিকে সময় পেলেই জড়িয়ে পড়েন মিউজিক্যাল ইভেন্টের আয়োজন ও ফটোগ্রাফিতে। ছবি তোলার প্রতি তাঁর গভীর টান থাকলেও সময়ের অভাবে তাতে খুব একটা সময় দিতে পারেন না।

পরিবারে মা, বাবা, স্ত্রী ও ছেলে থাকেন। বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। তাঁর বাবা এবং প্রয়াত দাদু ছিলেন ইস্টবেঙ্গলের অন্ধ সমর্থক। এক সময় দাদু-বাবা নিয়মিত মাঠে গিয়ে খেলা দেখতেন। বয়সের কারণে এখন বাবা মাঠে না গেলেও, টিভির সামনে বসে ছেলের সঙ্গে এখনও সমান উত্তেজনায় খেলা উপভোগ করেন। দাদুর জন্ম ওপার বাংলায় হলেও বাবার জন্ম এদেশেই। তবে

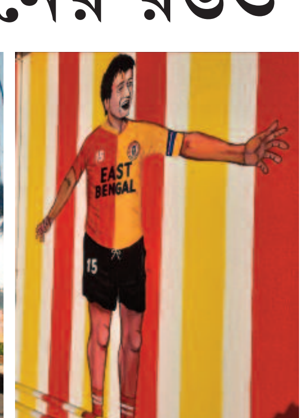

পূর্ববাংলার সেই বাঙালি রক্তে মিশে আছে ইস্টবেঙ্গলের প্রতি এক অতল ভালোবাসা। তাঁর কথায়, বাঙালি মানেই ফুটবল আর বাংলার ফুটবল মানেই ইস্টবেঙ্গল। এটা আমাদের রক্তে রয়েছে।

এই আবেগ এতটাই গভীর যে, নিজেদের বাড়িতেও লাল-হলুদের পতাকার ছোঁয়া এনে দিয়েছেন তিনি। তাঁর কাছে ইস্টবেঙ্গল কেবল একটি ক্লাব নয়, মাতৃতুল্য একটি অনুভব, যার সঙ্গেই মিশে রয়েছে পরিবারের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও আত্মপরিচয়।

কলকাতায় শুরু হতে চলেছে রাজ্য সিনিয়র সাঁতার চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলা অ্যামেচার সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে শুরু হতে চলেছে রাজ্য সিনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৫। ৬ জুন থেকে ৮ জুন পর্যন্ত কলকাতার দুটি ভেন্যুতে আয়োজিত হবে সাঁতার, ওয়াটার পোলো ও ডাইভিং প্রতিযোগিতা। সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে বেলিয়াঘাটা সুভাষ সরোবর সুইমিং পুলে। প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত হবে হিটস সেশন এবং বিকেল ৩টে থেকে ৫টা পর্যন্ত হবে ফাইনাল সেশন। ওয়াটার পোলো এবং ডাইভিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে বেহালার ইস্টার্ন রেলওয়ে সুইমিং পুলে। **ওয়াটার পোলো:** ৬ জুন থেকে ৮ জুন ২০২৫, **ডাইভিং:** ৭ জুন থেকে ৮ জুন ২০২৫। এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নির্বাচিত খেলোয়াড়রা অংশ নেবেন জাতীয় স্তরের চ্যাম্পিয়নশিপে; যা আগামী দিনে দেশের বিভিন্ন শহরে আয়োজিত হবে।

সিনিয়র ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপের সময়সূচি

- **সাঁতার ভুবনেশ্বর, ২২ জুন থেকে ২৬ জুন ২০২৫**
- **ডাইভিং আহমেদাবাদ, ৮ জুলাই থেকে ১৩ জুলাই ২০২৫**
- **ওয়াটার পোলো আহমেদাবাদ, ৮ জুলাই থেকে ১৩ জুলাই ২০২৫**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**